NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

২ ‘প্রসাদ’ বিতরণে সংখ্যালঘু দোকানদারদের নাম ঘিরে বিতর্ক

পরের বছর আইএসএল আয়োজন নিয়ে অনিশ্চয়তা ৮

কলকাতা ২০ জুন ২০২৫ ৫ আষাঢ় ১৪৩২ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ১১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 20.06.2025, Vol.19, Issue No. 11, 8 Pages, Price 3.00

মেরুকরণের লক্ষ্যে ঐক্যের ডাক শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিউড়ির জনসভা থেকে বৃহস্পতিবার রাজ্য-রাজনীতিতে বিস্ফোরণ ঘটালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুধু শাসক দল নয়, আক্রমণের নিশানায় রাখলেন বামপন্থী ও তথাকথিত ‘সেকুলার’ রাজনীতিকেও। বক্তব্য জুড়ে একের পর এক ধর্মীয় এবং সামাজিক বার্তা ছুড়ে দিয়ে তিনি কার্যত সরাসরি ধর্মীয় মেরুকরণের ডাক দিলেন।

ভোট না দিলে ‘অভিশাপ’, এভাবেই বক্তৃতার শুরুতে ভোটদানে অনীহার বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দিয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘ভোট না দিলে, নিজের জীবনের ওপর দুঃখ কোর না। যদি ৫০ শতাংশের নীচে ভোট পড়ে, লাল পতাকা নিয়ে সিপিএম ফিরে আসবে। তারা বিপ্লব জিন্দাবাদ বলবে, আবার চালু হবে লাল সেলাম!’

শরিয়তি শাসনের আশঙ্কা নিয়ে এর পর আক্রমণ শানান তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির উদ্দেশে। বলেন, ‘এই ‘মকুয়া সেকু’ (সেকুলারদের ব্যঙ্গার্থক রূপ); এদের ধর্মে আমরা থাকব না। শরিয়ত আইন আসবে। যেখানে মেয়েরা মুখ ঢেকে থাকবে, বিউটি পার্লারে যাবে না, গান গাইবে না, ঢাক বাজাবে না, কাজ করবে না, শিখবে না। তা হলে এভাবে সমাজ চলবে কী করে?’

মেয়েদের স্বাধীনতা ও জীবনধারা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘যারা মেয়েদের মুখ দেখা, চাকরি করা, গান শোনা, ঢাক বাজানো এই সবের পক্ষে, সেই মেয়েদের যদি মুখ ঢেকে রাস্তায় বের হতে হয়, তা হলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারও বন্ধ হয়ে যাবে। মুখ ঢাকা পড়ে গেলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারও হবে না।’

সমগ্র বক্তৃতায় একাধিকবার ধর্মীয় আবেগকে ছুঁয়ে যান শুভেন্দু। সাফ বলেন, ‘এই লড়াই ধর্মের লড়াই। একজন মুসলমান নয়, গোটা গ্রাম এক হয়ে গিয়েছে। হিন্দুরা এখনও খণ্ডিত। বলছি, সবাই এক হও! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র- কেউ বাদ যাবে না। এক না হলে কেউ বাঁচবে না।’

■ এরপর ২-এর পাতায়

সিউড়িতে বিজেপির কর্মসূচিতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বিক্ষোভের মুখে জুতো, সুকান্তর নালিশ বোসকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বজবজের হালদারপাড়ায় আক্রান্ত এক বিজেপি কর্মীর খোঁজখবর নিতে গিয়ে তীব্র বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। শুধু বিক্ষোভই নয়, তাঁর দিকে জুতো ছোড়ার অভিযোগও উঠেছে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে, অবশেষে পুলিশ ও র‍্যাফ মোতায়েন করতে হয়। সুকান্ত মজুমদার এদিন দুপুরে বজবজের হালদারপাড়ায় যান আক্রান্ত বিজেপি কর্মীর বাড়িতে। কিন্তু বেরোনোর সময়ই স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে ঘিরে ধরেন। তাঁদের একটাই দাবি; ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা ফেরত চাই। সেই সঙ্গে ক্ষুব্ধ জনতা স্লোগান দিতে থাকেন, ‘চোর, চোর!’ এই উত্তেজনার মধ্যেই একাধিক জনের বিরুদ্ধে সুকান্ত মজুমদারের দিকে জুতো ছোড়ার অভিযোগ উঠেছে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে দ্রুত বজবজ থানার পুলিশ এবং র‍্যাফ মোতায়েন করা হয়। সাময়িকভাবে নিয়ন্ত্রণে আসে পরিস্থিতি। ঘটনার পর ক্ষুব্ধ সুকান্ত মজুমদার অভিযোগ করেন, ‘অশান্তি ছড়ানোর জন্য জেহাদিদের আনা হয়েছে। এটা কী গণতন্ত্র?’

তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, ‘১০০ দিনের কাজ করেছেন, তা-ও টাকা পাচ্ছেন না। মানুষের তো ক্ষোভ থাকবেই। ধর্মের নামে ভেদাভেদ করতেই গিয়েছিলেন তিনি। তাই মানুষ প্রতিরোধ করেছে।’

বজবজের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সন্ধ্যায় রাজ্যপালের কাছে নালিশ জানাতে যান সুকান্ত মজুমদার। পাশাপাশি, এই ঘটনার প্রসঙ্গ তিনি সংসদেও তোলার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে পুলিশ-প্রশাসন। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। এদিন সিউড়িতে নারী সম্মান যাত্রায় হাঁটতে হাঁটতে তিনি বলেন, ‘ডক্টর সুকান্ত মজুমদার একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা মন্ত্রী নন।’

বজবজে আক্রান্ত বিজেপি কর্মীর পাশে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

জলে ডুবেছে ট্রাক। বৃহস্পতিবার বর্ধমানে।

বৃষ্টিতে তিন জেলায় বন্যা পরিস্থিতি

জল ছাড়ছে ডিভিসিও

নিজস্ব প্রতিবেদন: টানা বৃষ্টিতে ফুঁসছে দ্বারকেশ্বর, গন্ধেশ্বরী, শিলাবতী, কংসাবতীর মতো নদীগুলো। যার জেরে বন্যা পরিস্থিতি রাজ্যের তিন জেলা; বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে। ভাঙল সেতু। রাস্তা-ঘরদোরও জলের তলায়। বিদ্যুতের তার ছিঁড়েও প্রাণ গিয়েছে এক প্রৌঢ়ার। অন্য দিকে, জল ছাড়তে শুরু করেছে ডিভিসি-ও। মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধার থেকে জল ছাড়া শুরু হয়েছে। মাইথন থেকে ২০ হাজার কিউসেক এবং পাঞ্চেত থেকে ১৭ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হবে।

বাঁকুড়া জেলায় একদিকে যেমন বিষ্ণুপুর-আরামবাগ রাজ্য সড়কের মিল মোড় এলাকায় হাঁটু সমান জল উঠে এসেছে, অন্যদিকে আমোদর নদীর জল ঢুকে পড়েছে কোতুলপুর-জয়রামবাটি সড়কে। একইসঙ্গে আমোদর নদীর জলস্ফীতিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে মা সারদার পবিত্র জন্মভূমি জয়রামবাটির মাতৃমন্দির। কোতুলপুর-জয়রামবাটি রাস্তায় কোথাও কোমর, কোথাও গলা সমান জল। প্রশাসন বাধ্য হয়ে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে, মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ। ফলে তীর্থযাত্রী ও স্থানীয় মানুষের যাতায়াত সম্পূর্ণ বন্ধ।

মিল মোড়ে কোতুলপুরের কাছে রাস্তার উপর দিয়ে জল বইতে থাকায় সেই ব্যস্ত সড়কে দুর্ঘটনার আশঙ্কা ক্রমেই বাড়ছে। যাত্রীবাহী বাস, পণ্যবাহী লরি, বাইক চালকরা বাধ্য হয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত চালিয়ে যাচ্ছেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রতি বর্ষাতেই এই অবস্থা হয়, কিন্তু সড়কের নিকাশি সমস্যা মেটাতে প্রশাসনের কোনো উদ্যোগ নেই।

দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা ঢুকতেই নিম্নচাপের জেরে মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টি শুরু হয় বাঁকুড়ায় । মঙ্গলবার বিকেল থেকে শুরু হওয়া লাগাতার বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বাঁকুড়ায়। নদীগুলিতে জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় ইতিমধ্যেই বহু সেতু জলের তলায় চলে গিয়েছে। জলে ডুবেছে একাধিক রাজ্য সড়কও। নদীর জলে প্লাবিত হয়েছে বাঁকুড়ার তালড্যাংরা ব্লকের একাধিক গ্রাম। বিপর্যয়ের আশঙ্কায় বৃহস্পতিবার মোট পাঁচটি অস্থায়ী ত্রাণশিবিরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দুর্গতদের।

বুধবার থেকেই ফুঁসতে শুরু করে বাঁকুড়ার উপর দিয়ে যাওয়া থাকা দ্বারকেশ্বর, গন্ধেশ্বরী, শিলাবতী, কংসাবতী, ভৈরোবাঁকি-সহ বিভিন্ন নদী। গন্ধেশ্বরীর জলস্তর বেড়ে জলের তলায় চলে গিয়েছে মানকানালি সেতু। একই ভাবে শিলাবতীতে জলস্তর বেড়ে গিয়ে সিমলাপালের সেতুও জলের তলায়। এর ফলে বাঁকুড়া-ঝাড়গ্রাম রাজ্য সড়কে যান চলাচল বন্ধ। বৃহস্পতিবার সকালে সিমলাপাল সেতুতে আটকে পড়ে তিনটি ট্রাক। ট্রাকে যাঁরা আটকে পড়েছিলেন, তাঁদের স্থানীয়েরা উদ্ধার করেন। শিলাবতী নদীর জলে প্লাবিত হয়েছে ভেলাইডিহা সেতুও। আমোদর নদের জলে প্লাবিত হয়েছে কোতুলপুর থেকে জয়রামবাটি যাওয়ার রাস্তা।

পূর্ব বর্ধমানের গলসি থানার গোহগ্রামে, দামোদর নদে বেআইনিভাবে বালি তুলতে গিয়ে ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে একাধিক লরি। বুধবার রাতে নদীর ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকা ১৫টির বেশি লরি ডুবে যায় জলস্তর হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায়। একটি লরি মাঝপথে আটকে যাওয়ায় তার পিছনে দাঁড়িয়ে

■ এরপর ২-এর পাতায়

নবান্নে জরুরি বৈঠক

■ নিম্নচাপজনিত ভারী বৃষ্টি ও ডিভিসির জলছাড়ার ফলে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা প্লাবিত হওয়ায় গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নবান্ন থেকে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ভিডিয়ো কনফারেন্সে বৈঠক করেন বাঁকুড়া, হাওড়া, হুগলি, দুই মেদিনীপুর-সহ বেশ কয়েকটিও জেলার জেলাশাসকদের সঙ্গে। সূত্রের খবর, জেলা প্রশাসনকে প্লাবিত অঞ্চলগুলি দ্রুত পরিদর্শন করে ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব। পাশাপাশি বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা দপ্তরকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে, যাতে প্রয়োজনে দ্রুত ত্রাণ পৌঁছানো যায়। যথেষ্ট ত্রাণ সামগ্রী ও ত্রিপল মজুত রাখারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও হুগলি জেলায় ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণে রাজ্য সরকারের তরফে বিশেষ দল পাঠানো হবে বলেও প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

সংঘাত সপ্তমেই, তবু আজ জেনেভায় বৈঠকে তেহরান

তেহরান, ১৯ জুন: যুদ্ধের রক্তচক্ষুর মধ্যেই এবার চাপে পড়ে কার্যত নতিস্বীকারের ইঙ্গিত ইরানের! ইউরোপের তিন দেশের সঙ্গে শুক্রবার জেনেভায় বৈঠকে বসতে রাজি হয়েছে ইরান।

ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানির প্রতিনিধিদের সঙ্গে শুক্রবার বৈঠকে বসবেন বলে জানিয়েছেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাকচি। তাঁকে উদ্ধৃত করে এই খবর প্রকাশ করেছে ইরানের সরকারি সংবাদমাধ্যম। আরাকচি এ-ও জানিয়েছেন, এই তিন দেশের অনুরোধে জেনেভায় বৈঠকে বসবেন তিনি। সেই বৈঠকে থাকবেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের শীর্ষ কূটনীতিকও। ইরান এই বৈঠকে রাজি হওয়ার পরেই জল্পনা, তবে কি আমেরিকা, ইজরায়েল-সহ পশ্চিমের দেশগুলির চাপে নত হতে চলেছে ইরান! ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচিতে কি ইতি টানতে চলেছে তারা, সেই নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন।

অন্যদিকে, ইরান-ইজরায়েল সংঘাত সপ্তম দিন ছাড়িয়ে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে ইরানের আর এক পরমাণুকেন্দ্রে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। প্রত্যুত্তরে এ বার ইজরায়েলের দিকেও ধেয়ে আসে একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র। হামলা চালানো হয়েছে দক্ষিণ ইজরায়েলের হাসপাতালে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অন্তত ৬৫ জন জখম হয়েছেন।

প্রসঙ্গত, আগামী সপ্তাহেই ইরান-ইজরায়েল সংঘাতের এসপার-ওসপার হয়ে যাবে বলে ‘ডেডলাইন’ বেঁধে দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্পের মধ্যস্থতার চেষ্টা রুখতে এবার ইরানের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তিনি সাফ জানিয়েছেন,

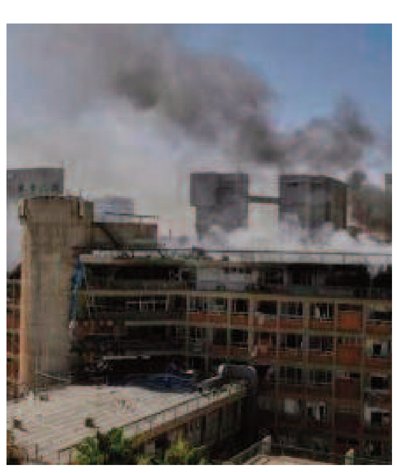

তেহরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধিকরণে সাহায্য চালিয়ে যাবে মস্কো। পুতিনের কথায়, রাশিয়ার কাছে আর অন্য কোনও সাহায্য চায়নি তেহরান। তবে ইরান-ইজরায়েল সংঘাত থামাতে মধ্যস্থতা করতে তৈরি মস্কো। ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধে আমেরিকা যেন ভুলেও নাক না গলায়। ওয়াশিংটনকে স্পষ্টভাবে হুঁশিয়ারি দিয়েছে রাশিয়া। বৃহস্পতিবারই ক্রেমলিন জানিয়েছিল, পরমাণু বোমা তৈরিতে তারা তেহরানের পাশে থাকবে। তারপরেই সোজাসুজি আমেরিকাকে বার্তা দিল রাশিয়া। তাদের মতে, যেভাবে ইরানের উপর হামলা হচ্ছে তাতে সমগ্র পৃথিবীই এক বড়সড় বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাবে।

বৃহস্পতিবার সকালে ইরানের আরাক পরমাণুকেন্দ্র লক্ষ্য করে হামলা চালায় ইজরায়েলি বাহিনী। এর পর থেকেই ইজরায়েলের বিরুদ্ধে লাগাতার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শুরু করে ইরান। ইজরায়েলের দক্ষিণে বেরশেবা শহরের অন্যতম প্রধান হাসপাতাল ‘সোরোকা’য় হামলা চালিয়েছে ইরান। সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা সূত্রে খবর, হামলা হয়েছে তেল আভিভের স্টক এক্সচেঞ্জ বহুতলেও। এ ছাড়াও, দেশের ঠিক মধ্যভাগে জনবসতি লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়েছে বলে দাবি করেছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তিনি বলেন, ‘সকালে ইরানের সন্ত্রাসবাদী স্বৈরাচারীরা বেরশেবার সোরোকা হাসপাতাল লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে। হামলা হয়েছে লোকালয় লক্ষ্য করেও। ওদের থেকে পাই-পয়সার হিসাব বুঝে নেব। তেহরানকে এর মূল্য চোকাতেই হবে।’ ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইজরায়েল কাট্‌জও একই সুরে বলেছেন, ‘ইরানকে এর পরিণাম ভুগতে হবে।’ ইজরায়েল যে এত সহজে মাথা নোয়াবে না, তার ইঙ্গিত দিয়েছে সে দেশের বিদেশ মন্ত্রকও।যদিও ইরানের সংবাদ সংস্থা আইএনআরএ-র দাবি, বৃহস্পতিবার সকালে ইজরায়েলি সেনার কমান্ড অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স-এর (আইডিএফ সিআই) সদর দপ্তরে হামলা চালিয়েছে ইরানি বাহিনী।

সূত্রের খবর, সুইৎজারল্যান্ডের জেনেভায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের শীর্ষ কূটনীতিক কাজা কাল্লাসের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানির প্রতিনিধিরা। তার পরেই তাঁরা ইরানের বিদেশমন্ত্রী আরাকচির সঙ্গে বৈঠকে বসতে পারেন। শুক্রবারের বৈঠকে ইরানকে কি সেই আলোচনার টেবিলেই নিয়ে আসতে চলেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও তার তিন দেশ, সে দিকেই থাকবে নজর।

নির্বিঘ্নেই ভোটগ্রহণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কালীগঞ্জের উপনির্বাচনের শুরু থেকেই বুথে বুথে চলে অশান্তি। একাধিক বুথে বিরোধী দলের এজেন্টদের বসতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ শাসকদলের বিরুদ্ধে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। ১৭৭ নম্বর বুথে আবার ইভিএম বিকল বলে অভিযোগ প্রাক্তন বাম বিধায়কের। সব মিলিয়ে বিক্ষিপ্ত অশান্তির মাঝেই কালীগঞ্জে সম্পন্ন হয়েছে ভোটগ্রহণ। নির্বাচনের দিন সকাল সকাল তৃণমূল প্রার্থী আলিফা আহমেদ মীরা বালিকা বিদ্যালয়ে নিজের ভোট নিজে দিয়ে জানান, তিনি জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। অন্যদিকে, কালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনের বিজেপি প্রার্থী আশীষ ঘোষ তার ভোট দিতে

■ এরপর ২-এর পাতায়

নন্দীগ্রামে বিস্ফোরণে রক্তাক্ত বৃদ্ধা, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল নন্দীগ্রামের জলপাই গ্রামের এক প্রান্ত। কালীচরণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ওই এলাকার একটি বাড়ির পিছনে পড়ে থাকা পাটের সুতোর বল জাতীয় একটি বস্তু তুলতে গিয়েই ঘটে বিপত্তি। ৬৬ বছর বয়সি নিহারি দাস অধিকারী মুহূর্তে লুটিয়ে পড়েন রক্তাক্ত অবস্থায়। স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিস্ফোরণের প্রকৃতি ও উৎস নির্ধারণে ফরেন্সিক টিম নামানো হচ্ছে। এদিকে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন এলাকাবাসী। গ্রামে বাড়ানো হয়েছে পুলিশি নজরদারি।

প্রথমে তাঁকে তড়িঘড়ি নন্দীগ্রাম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর অবস্থার অবনতি হলে স্থানান্তরিত করা হয় তমলুক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সূত্রের খবর, তাঁর শরীরের একাধিক অংশে গুরুতর আঘাত লেগেছে। এই বিস্ফোরণ ঘিরে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে। প্রশ্ন উঠছে;পরিত্যক্ত জমিতে কীভাবে এল বোমা? সেই বিস্ফোরক কী ধরনের? আর এর পিছনে কারা? এই ঘটনায় প্রবল রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বিজেপির তরফে তোলা হয়েছে তীব্র অভিযোগ।

তমলুক সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক প্রলয় পাল বলেন, ‘সমবায় নির্বাচনের জন্য তৃণমূলই এলাকায় বোমা মজুত করেছিল। নন্দীগ্রাম বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ঘাঁটি; তৃণমূল বিজেপিকে ফাঁসাতে চাইছে। ওদের রাজনীতি মানেই বোমা আর বন্দুকের উপর নির্ভরশীলতা।’

অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস এই অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে। দলের পক্ষ থেকে পাল্টা দাবি,‘নন্দীগ্রাম থেকে বিজেপি ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। তাই ইচ্ছে করেই এলাকায় অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে ওরাই। এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই।’

ফিরলেন মোদি

■ ত্রিদেশীয় সফর শেষে নয়াদিল্লিতে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর এই বিষয়ে জানিয়েছে। তাদের তরফে জানানো হয়েছে, সাইপ্রাস, কানাডা এবং ক্রোয়েশিয়া তিন দেশের সফর শেষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নয়াদিল্লিতে পৌঁছেছেন। উল্লেখ্য, ত্রিদেশীয় সফরে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্র সাইপ্রাস হয়ে কানাডায় জি-৭ সম্মেলনে যোগ দেন তিনি।

ইডির অভিযান

■ ২০২৩ সালে বিহারের পুলিশ কনস্টেবল পরীক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসে। আর তারই তদন্তে কলকাতা পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকেরা। তদন্তে সকাল থেকে অভিযান চালায় তারা। সূত্রে খবর, দেশের মোট চার রাজ্যে এই ঘটনায় তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছে তাদের তরফ থেকে। এই তালিকায় রয়েছে শহর কলকাতাও।

নজিরবিহীন

■ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বৃহস্পতিবার তৈরি হল নজিরবিহীন পরিস্থিতি। বিক্রয় কর সংশোধনী বিল নিয়ে আলোচনার মাঝপথে বেরিয়ে যাওয়ায় বিজেপির দুই বিধায়ক অশোক লাহিড়ী ও অম্বিকা রায়ের বক্তব্য কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দিলেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভার সাম্প্রতিক ইতিহাসে এমন সিদ্ধান্ত কার্যত প্রথম বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

দিল্লিতে অভিজিৎ

■ শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হওয়ায় তমলুকের বিজেপি সাংসদ, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আরও উন্নত চিকিৎসার প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিতকে সেখানকার এমইস হাসপাতালে ভর্তি করানো হবে। বিজেপি সূত্রে খবর, অভিজিতের যা শারীরিক পরিস্থিতি, তাতে এইমসে ভর্তি করা হলে তিনি আরও উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন বলে মনে করছেন দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

পদপিষ্ট-আইন

■ পদপিষ্ট কাণ্ড থেকে শিক্ষা! ভিড় নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কঠোর আইন আনতে চলেছে কর্নাটক সরকার। রাজ্য বিধানসভায় এই বিলের একটি প্রস্তাবনা পেশ করেছে কর্নাটক সরকার। বৃহস্পতিবার সংসদ বিষয়কমন্ত্রী এইচ কে পাটিল জানান, মন্ত্রিসভার পরবর্তী বৈঠকে এনিয়ে বিশদে আলোচনা করা হতে পারে। বিল অনুযায়ী, কোনও ইভেন্ট আয়োজন করার আগে প্রশাসনের কাছে অনুমতি নিতে হবে।

ত্রুটিহীন

■ কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল না ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার বিমানের। তা যথাযথ নিরীক্ষণ করা হয়েছিল জুনেই। এমনটাই দাবি এয়ার ইন্ডিয়া সিইও ক্যাম্পবেল উইলসনের। তিনি জানিয়েছেন, আবার ডিসেম্বরে বিমানটির পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। লন্ডনগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের দুর্ঘটনায় ২৪২ জন যাত্রীর মধ্যে ২৪১ জনই মৃত। তারপর থেকেই প্রশ্ন উঠেছে, ঠিক কী কারণে ঘটেছিল দুর্ঘটনা।

পাক-বিবৃতি

■ বুধবার আমেরিকার স্থানীয় সময় বেলা ১টায় হোয়াইট হাউসের ক্যাবিনেট রুমে মুনিরের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার সাক্ষাৎপর্ব সেরেছেন ট্রাম্প। ঘটনাচক্রে, তার আগেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাবি করেছিলেন, তিনিই ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ থামিয়েছেন। ট্রাম্পের মধ্যাহ্নভোজের আমন্ত্রণেই তিনি গিয়েছিলেন। সেখানে দু’জনের মধ্যে বাণিজ্য, যুদ্ধ-সহ নানা বিষয় নিয়েই আলোচনা হয়েছে।

রায় ঘোষণা

■ এসএসসি গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি চাকরিপ্রার্থীদের ভাতা দেওয়া নিয়ে রায় ঘোষণা করবে কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার রায় ঘোষণা করবেন বিচারপতি অমৃতা সিংহ। এসএসসির চাকরিহারা গ্রুপ সি কর্মীদের মাসে ২৫ হাজার টাকা এবং গ্রুপ ডি কর্মীদের মাসে ২০ হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার নিয়েছিল তাকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের হয় হাইকোর্টে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৯/০৬/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৯০৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Subir Bose ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sisir Kumar Bose ও S. Bose সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৭/০৬/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৪৯১২ নং এফিডেভিট বলে আমি Satarupa Das Modak D/o. Kartick Chandra Das Modak ও Satarupa Bose D/o. K. Bose উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০৬/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫০৬০ নং এফিডেভিট বলে আমি Sekh Bashir Uddin ও Sk Bashiruddin S/o. Sekh Khodabaks উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৩/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ২৩৩১ নং এফিডেভিট বলে আমি Bankim Morol S/o. Late Barun Morol & Bankim Moral S/o. Late Barun Moral, আমার পিতা Late Barun Moral & Late Barun Moral & Late Barun Chandra Moral ও আমার মাতা Sabitri Morol W/o. Late Barun Morol & Sabitri Moral W/o. Late Barun Moral উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি ATREYI DAS GUPTA W/o Agnibesh Das Gupta D/o Basab Dutta, ঠিকানা ৩৮/১ বিদ্যাতন সরণী, পোঃ- আলমবাজার, থানা-বরাহনগর, কোল- ৭০০০৩৫, বিবাহপূর্বে আমার নাম ছিল Atreyi Dutta এবং বিবাহ পর আমার নাম হয় Atreyi Das Gupta গত ১৩.০৬.২০২৫ তারিখে ব্যারাকপুর কোর্টের নোটারী পাবলিক এফিডেভিট দ্বারা ঘোষণা করা হইল। Atreyi Das Gupta ও Atreyi Dutta উভয় একই ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, CHANDRA MUKHERJEE W/O ASIT KUMAR SANYAL Residing at A/34/2, CANAL SOUTH ROAD, SANTOSHPUR, KOLKATA -75 have changed my name and shall henceforth be known as CHANDRA SANYAL MUKHERJEE as declared before Notary Public, Bankshall Court, Kolkata vide affidavit no. NIL dated 19/06/2025 and CHANDRA MUKHERJEE & CHANDRA SANYAL MUKHERJEE both are same and identical person.

নাম-পদবী

আমি বাবু দেবনাথ স্কুল সার্টিফিকেটে নাম প্রফুল্ল দেবনাথ আছে। ২/৫/২৫ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট রানাঘাট কোর্টে এফিডেভিটে বাবু দেবনাথ বলে পরিচিত হলাম। বাবু দেবনাথ ও প্রফুল্ল দেবনাথ একই ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, **Sk Mokim**, S/o Late Sk Abdul Karim, residing at Vill- Selimabad, P.O. & P.S.- Jamalpur, Dist.- Purba Bardhaman, Pin-713408, Shall heneceforthe be known as **Sk Mokim** as declared before the Executive Magistrate at Purba Bardhaman vide an affidavit no. 14,895, Dated 30.04.2025. That **Sk Mokim (new Name)** and **Sk Abdul Makim (old name)** both are same & one identical person.

NAME CHANGE

I, **Joydeb Bolel**, S/o Surendranath Bolel, residing at Vill. & P.O. & P.S. Pursurah, Dist. Hooghly, Pin-712401 do hereby solemnly affirm and declare that my actual name is Joydeb Bolel. That in my voter card my name is written as **Jaydeb Bolel**. That **Joydeb Bolel** & **Jaydeb Bolel** is the same and identical person vide an affidavit no. 6621, dated 16.05.2025 before the Executive Magistrate, Arambagh Sub-Division, Hooghly.

NAME CHANGE

I, Taniya Mallick, W/O Ankan Sarkar, D/o, Joy Gopal Mallick residing at Vill-Nayakamargram, P.O & P.S- Bongaon, Dist- North 24 Parganas, Pin-743235, hereby declare that in her daughter's (Aritrika Sarkar) birth Certificate my name is recorded as Taniya Sarkar W/O Ankan Sarkar, but in my Voter card and Aadhaar card my name was Taniya Mallick. Now "Taniya Mallick" D/o, Joy Gopal Mallick and "Taniya Sarkar" W/O Ankan Sarkar is the same and one identical parson through an affidavit 1st class Judicial Magistrate Bongaon, dt. 16.06.2025.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

মোকাম-নবদ্বীপের অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত, নবদ্বীপ জেলা-নদীয়া
ম্যাট সুট নং-১৫৫/২০২৪

দরখাস্তকারী- **শ্রীমতি ফাল্গুনী পাল**, স্বামী:- শ্রী নারায়ন পাল, সাং-এলানীয়া শিব তলা, পো: ও থানা- রানাঘাট, জেলা-নদীয়া, বর্তমান সাং-রানীর চড়া, পো: ও থানা নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া

-বনাম-

প্রতিপক্ষ- **শ্রী নারায়ন পাল**, পিতা মৃত নন্দ দুলাল পাল, সাং-এলানীয়া শিব তলা, পো: ও থানা- রানাঘাট, জেলা-নদীয়া

এতদ্বারা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগনকে জানানো যাইতেছে যে দরখাস্তকারী উপরোক্ত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অত্র আদালতে উপরোক্ত নং ডিভোর্সের মামলা করিয়াছেন। এক্ষনে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আদালতে আপত্তি জানাইবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

তাং ১৩/৬/২৫ — আদালতের আদেশানুসারে
প্রতিম চৌধুরী (সেরেস্তাদার)
Bench Clerk, Addl. District & Sessions Judge Nabadwip, Nadia

আমার মক্কেল আসরাফ হোসেন মন্ডল পিতা নাজিমুদ্দিন মন্ডল সাং- ভবানীপুর, পো: প্রতাভপুর, থানা- হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ ৭৬৯০/০৩-০৭-১৭ দলিল বরাবর power of attorney ইজারুল সেখ power no 182/17 Flat বিক্রয় করিয়া নিঃস্বত্ব হন। উক্ত ব্যক্তির নামে পক্ষে-বিপক্ষে কোন আপত্তি থাকলে এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করুন JL ৭০, খ: নং ১৪৬৫৭, ১৪৬৫৮ দাগ নং ৪৯৩০, পরিমাণ .০০০৬ একর।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

১। শিপ্রা দেবনাথ, স্বামী- গোকুল দেবনাথ, ২। সন্দিপ্তা দেবনাথ, স্বামী সুফল দেবনাথ, ৩। রুপা দেবনাথ, স্বামী- অপূর্ব দেবনাথ, সাং- পোড়ামাতলা রোড, পো:+থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২। বিগত ইং ০৭/০১/২০২৫ তারিখে নবদ্বীপ সাব রেজিষ্ট্রী আফিসের ৪নং বহির ১৩১৫-২০২৫নং ভলিয়মের ৫৪৩৯ হইতে ৫৪৫৭ পৃষ্ঠায় নকল হওয়া ৩২/২০২৫ নং রজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার নামা দলিল মূলে, ১, সাং-১০৭/১, বানার্জ্জী পাড়া, থানা- নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২ নিবাসী ধর্ম সাহার পুত্র অভিজিৎ সাহা, ২, সাং- মাথাপুর রোড, পো:+থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২ নিবাসী মৃত মনোরঞ্জন সাহার পুত্র নারায়ন সাহা। ৩, সাং- মাথাপুর রোড পো:+থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২ নিবাসী তপন কর্মকার-এর পুত্র তন্ময় কর্মকারকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়া ক্ষমতা দিতেছি।

-:আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির তপশীল:-
জেলা- নদীয়া, থানা ও এডি এসআর অফিস- নবদ্বীপ, মৌজা- ০৪নং গঙ্গাপ্রসাদ, খতিয়ান নং- R.S- ৯৮ L.R- ২২৭০, ২২৭১, [illegible]

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

১। শিপ্রা দেবনাথ, স্বামী- গোকুল দেবনাথ, ২। সন্দিপ্তা দেবনাথ, স্বামী সুফল দেবনাথ, ৩। রুপা দেবনাথ, স্বামী- অপূর্ব দেবনাথ, সাং পোড়ামাতলা রোড, [illegible]

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

১। শিপ্রা দেবনাথ, স্বামী- গোকুল দেবনাথ, ২। সন্দিপ্তা দেবনাথ, স্বামী- সুফল দেবনাথ, ৩।রুপা দেবনাথ, স্বামী- অপূর্ব দেবনাথ, সাং- পোড়ামাতলা রোড, পো:+থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২। বিগত ইং ০৭/০১/২০২৫ তারিখে নবদ্বীপ সাব রেজিষ্ট্রী আফিসের ৪নং বহির ১৩১৫-২০২৫নং ভলিয়মের ৫৪৩৯ হইতে ৫৪৫৭ পৃষ্ঠায় নকল হওয়া ৩২/২০২৫ নং রজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার নামা দলিল মূলে, ১, সাং- ১০৭/১, ব্যানার্জ্জী পাড়া, থানা- নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, নিবাসী। ধর্ম সাহার পুত্র অভিজিৎ সাহা, ২, সাং- মাথাপুর রোড, পো+থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২ নিবাসী মৃত [illegible]

-:আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির তপশীল:-
জেলা- নদীয়া, থানা ও এডিএসআর অফিস- নবদ্বীপ, মৌজা- ০৪নং গঙ্গাপ্রসাদ, খতিয়ান নং- R.S- ৯৮ L.R- ২২৭০, ২২৭১, ২২৭২ দাগ নং R.S- ১৪৪ L.R-১১৯৩ পরিমান- ৩০.৫৪ শতক। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে ৩২/২০২৫ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার নামা দলিল মূলে, খতিয়ান নং- R.S- ৯৮ L.R-২২৭০,২২৭১,২২৭২ দাগ নং- R.S-১৪৪ L.R- ১১৯৩ পরিমান ০.৭৩ শতক। বিগত ইং ০২/০৬/২০২৫ তারিখে নবদ্বীপ সাব রেজিষ্ট্রী আফিসের ১৯০৩/২০২৫নং দলিল বলে। সাং- নাটাগড় এন এন ক্যানেল রোড, পো- পানাহাটি, থানা- খড়দহ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা নিবাসী মৃত নির্মল পাল এর পুত্র শম্ভু পাল ও শ্রী শম্ভু পাল এর স্ত্রী গীতা পাল ক্রয় করিয়া, মিউটেশন কেসএর আবেদনের ভিত্তিতে নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করিবার আবেদন করিয়াছে। উক্ত বিষয়ে যদি কাহার কোন আপত্তি থাকে তথ্য প্রমানাদি সহ মহেশগঞ্জ B.L.R.O & L.R.O Office উপযুক্ত প্রমানাদি সহ আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় ভবিষ্যতে কোনো রূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না এবং আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা-বীরভুম- মোকাম সিউড়ী, সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) ডেলিগেট জজ আদালত
মিস (সাকসেশন) কেস নং- ০২ /২০২৫

দরখাস্তকারী :- **১) দিপ্তা দেবনাথ** স্বামী-মৃত বরুন নাথ, সাকিম- সুখজোড়া, থানা- রানিশ্বর, জেলা- দুমকা, ঝাড়খন্ড, বর্তমান সাকিম- (ব্রজেরগ্রাম) বড়বাগান পাঁচেরপল্লী, পো:-বড় বাগান, থানা+ চৌকি- সিউড়ী, জেলা বীরভুম। ২) সৌভিক নাথ, পিতা-মৃত বরুন নাথ, সাকিম- ব্রজেরগ্রাম) বড়বাগান পাঁচেরপল্লী, পো:-বড় বাগান, থানা+ চৌকি- সিউড়ী, জেলা বীরভুম। এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে- জেলা- বীরভুম, থানা- সিউড়ী, সাকিম- বড়বাগান পাঁচেরপল্লী নিবাসী মৃত বরুন নাথ, পিতা-মৃত শৈলেস নাথ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কড়িধ্যা ব্রাঞ্চ, পো:- বড়বাগান, জেলা, বীরভুম পিন নং -৭৩১১০৩ , **A/C No – 41649324525** ত্যাক্ত/গচ্ছিত **১,১৫,০০০ টাকা** রাখিয়া গত ইংরাজী ০৭/০২/২০২৪ তারিখে মারা গিয়াছেন। ঐ মৃত ব্যক্তির একমাত্র ওয়ারিশ হিসাবে উক্ত দরখাস্তকারীগণ ঐ টাকা পাইবার জন্য উক্ত নম্বর মামলা দায়ের করেছেন। তাহাতে- অপর কাহারো কোনও আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি জারীর আগামী একমাসের মধ্যে উক্ত আদালতে হাজির হইয়া উক্ত মামলায় আপত্তি পত্র দাখিল করিবেন। নচেৎ উক্ত মামলায় উক্ত দরখাস্তকারীগনের প্রার্থনা একতরফা শুনানী দ্বারা মঞ্জুর হইবে।

তাং- ১২/৬/২৫ — আদেশ অনুসারে
শুভঙ্কর মৈত্র (সেরেস্তাদার)
সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন)

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)সাহানি বিবি** স্বামী মৃত উমরাও খান ওরফে উমরাব খান, **২)হায়দার খান** পিতা মৃত উমরাও খান ওরফে উমরাব খান, উভয়ের সাকিম ৬/২, এস.বি. লেন, তেলিনীপাড়া, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৫, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ০৮/০৪/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1160/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **শ্রী সঞ্জিত সাঁতরা** পিতা ভোলানাথ সাঁতরা, সাকিম খুঁড়িগাছি সাঁতরা পাড়া, সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার উক্ত মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৮/০৩/২০২৫ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1529/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **মহঃ দিলসাজ** পিতা সইয়দ আখতার, সাকিম আর.বি.এস. রোড, পাতা মহল্যা, এঙ্গাস, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২১, মহাশয়কে ০১ কাঠা ০৬ ছটাক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। <u>তপশিল</u> - জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা খুড়িগাছী, ২০ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর ২৭৩১ ও ২৭৩৪ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৯৬৯ নং দাগে, বাগান জমি ০১ কাঠা ০৬ ছটাক অত্র [illegible] যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা মহঃ দিলসাজ পিতা সইয়দ আখতার, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু),
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

In the Court of Ld. District Delegate, Paschim Medinipur.
Succ. Certificate Case No. 02/2025
Swati Bandyopadhyay & ors ……Petitioners.
= VS =
Common people…Opp.Parties.

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কোতয়ালী থানার অন্তর্গত Ward no: 05, West Avenue, Bidhan Nagar সাকিনের অধিবাসী সর্বসাধারণকে অবগত করানো যায় যে, উক্ত সাকিনের অধিবাসী অধুনা মৃত **তপনজ্যোতি ব্যানার্জী** ত্যক্ত নিম্ন তপশীল বর্ণিত property/assets সম্বন্ধে Succession Certificate পাইবার প্রার্থণায় উপরোক্ত দরখাস্তকারীগন অত্র Succ. Certificate Case No. 49/ 2022 নং মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছে এবং অত্র মোকর্দ্দমার পরবর্তী দিন আগামী ইং- 25.07.25 তাং ধার্য্য রহিয়াছে।

এতদ বিষয়ে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বা পরবর্তী ধার্য্য দিনে স্বয়ং কিংবা কোন ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে অত্র মোকর্দ্দমায় হাজির হইয়া কারণ দর্শাইবেন। অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমা আইনানুগ ভাবে নিষ্পত্তি হইবে।

<u>Schedule of the immovable property as savings and investments left by Late Tapanjyoti Banerjee.</u>

1) At the UCO Bank, Vidyasagar University Branch account no. - **17480100000412** having balance Rs. **38,545.29/-as on 17.12.2024**; 2) At the UCO Bank, Vidyasagar University Branch account no.- **17488810000120** having balance Rs. **8,00,000/-** as on 02.02.2019; 3) At the UCO Bank, Vidyasagar University Branch account no.- **17488810000090** having balance **Rs. 4,00,000/- as on 15.09.2018**; 4) Also the accrued interest from the above mentioned accounts as on date of payment.

In Total-Rs. 12,38,545.29/- (thirty eight thousands five hundred forty five rupees and twelve lakhs 29 pice only and interest)

অনুমত্যানুসারে
কামরুন নেহার (সেরেস্তাদার)
ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
পশ্চিম মেদিনীপুর, 13.06.25

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

[illegible]

সাধারণ নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মূল বিক্রয় দলিল নং ০০০১২-২০০৭ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ০১, পৃষ্ঠা ১৯৬ থেকে ২০৯ , রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর শ্রীরামপুর, জেলা : হুগলি, (মিন্টু পাল, বর্ণিত মতে বিক্রেতা এবং মুন্না সিং এবং রেখা সিং, বর্ণিত মতে ক্রেতা হিসেবে উল্লিখিত) জমি পরিমাণ আনুমানিক ০২ কাঠা ০৩ ছটাক ৪০ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত মৌজা : বড়বেহারা, জেএল নং ৫, আরএস দাগ নং ১০৭, আরএস খতিয়ান নং ৪৬৮, এলআর দাগ নং ৩৭৮, এলআর খতিয়ান নং ৩৪২৬, স্থানীয় নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : উত্তরপাড়া, এডিএসআর উত্তরপাড়া অধিক্ষেত্রে, ডিএসআর হুগলি এবং জেলা : হুগলি অনযায়ী আমার মক্কেল শ্রী মুন্না সিং পিতা প্রয়াত দাশু সিং এর হেফাজত থেকে হারিয়ে গিয়েছে এবং খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উত্তরপাড়া থানার অধীন কানাইপুর টাউন আউট পোস্টে জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জি ডি ই নং ৫৩১ তারিখ ২৫.০১.২০২৫ শ্রী মুন্না সিং কর্তৃক দায়ের করা হয়েছে এবং একটি হলফনামা (মহামান্য জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কলকাতা, উল্লেখ্য নং ২৫৩২ তারিখ ১৫.০৪.২০২৫) মুন্না সিং কর্তৃক দাখিল করা হয়েছে এবং টেলিগ্রাফ (দৈনিক ইংরেজি সংবাদপত্র) এবং আনন্দবাজার পত্রিকা (দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র) উভয়ের সংস্করণ তারিখ ৩০ এপ্রিল ২০২৫ সাধারণ বিজ্ঞপ্তি হিসেবে প্রকাশিত। কোনও ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তি বিষয়ে কোনও অধিকার বা দাবি থাকলে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সাত দিনের (৭ দিন) মধ্যে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি দায়মুক্ত হিসেবে গণ্য করা হবে এবং পরবর্তীতে কোনও দাবিই গ্রাহ্য হবে না।

শুভ্রজিৎ দত্ত, অ্যাডভোকেট
ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট হুগলি, চুঁচুড়া
মো নং : ৭০০৩৪৩১৭৬১।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১) শ্রী পরেশ নাথ কুমার, পিতা - ৺কৃষ্ণপদ কুমার, সাকিম - ২২/২ এফ গোরাচাঁদ রোড, এন্টালি, পোঃ - এন্টালি, থানা – বেনিয়াপুকুর, পিন নং ৭০০০১৪। বিগত ইংরাজীর ০৮/০১/২০১৬ তারিখে এ.আর.এ.-III কলকাতা অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১৪৭/২০১৬ নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**বিশ্বনাথ কুমার**, পিতা -৺কৃষ্ণপদ কুমার, সাকিম - ২২/২ এফ গোরাচাঁদ রোড, এন্টালি, পোঃ - এন্টালি, থানা- বেনিয়াপুকুর, পিন নং- ৭০০০১৪ । ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বলে আমি এ.ডি.এস.আর. পান্ডুয়া অফিসে ৭৩১/২০২৩ নং দলিল মূলে **শ্রী সাধন ক্ষেত্রপাল**, পিতা-সুকুমার ক্ষেত্রপাল, সাকিম ও পোঃ হাতনী, থানা পান্ডুয়া, জেলা -হুগলী, পিন নং ৭১২১৩৪। নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বলে মহাশয়কে একটি দলিলে বিক্রয় করি। **তপশীল সম্পত্তি**:-জেলা - হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা - হাতনী, জে. এল. নং ৬৩, হাল এল.আর. ৫৪৮ খতিয়ানের সাবেক ১০৯১ ও হাল এল.আর. ১০৯৮ দাগে ১৲ আনায় ৪৮ শতকের মধ্যে ১১ শতক আমমোক্তার কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে **সাধন ক্ষেত্রপাল**, পিতা- সুকুমার ক্ষেত্রপাল উক্ত খরিদা শুনা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি. এল. এ্যান্ড এল. আর.ও. পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছে, ইহাতে কাহারও কোন আইনগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে ।

ইতি- **বিশ্বনাথ কুমার** (আমমোক্তার)

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা১. শ্রী সুব্রত হালদার, পিতা- মৃত বিধুভূষণ হালদার ২. শ্রীমতি কণিকা পাল, স্বামী - তনুজ কুমার পাল উভয়ের সাং ও পোস্ট - শিলিন্দা পিন - ৭৪১২২৩ থানা - চাকদহ, জেলা - নদীয়া, গত ইং - [illegible] শ্রী শ্যামল কুমার ঘোষ, পিতা - মৃত যতীন্দ্র ঘোষ, সাং ও পোঃ - শিলিন্দা পিন - ৭৪১২২৩ থানা - চাকদহ, জেলা - নদীয়া, [illegible] নং এর মোট ৫.৫ শতক সম্পত্তি বিক্রি করেন শ্রী সুজন কুমার ঘোষ পিতা - মৃত অসীম কুমার ঘোষ, সাং ও পোঃ - শিলিন্দা, থানা চাকদহ, জেলা নদীয়া, পিন কোড - ৭৪১২২৩, উক্ত সম্পত্তির সম্বন্ধে যদি কারো কোন অভিযোগ থাকে, তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে চাকদহB.L.&.L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা১. শ্রী সুব্রত হালদার, পিতা- মৃত বিধুভূষণ হালদার ২. শ্রীমতি কণিকা পাল, স্বামী - তনুজ কুমার পাল উভয়ের সাং ও পোস্ট - শিলিন্দা পিন - ৭৪১২২৩ থানা - চাকদহ, জেলা - নদীয়া, গত ইং - [illegible] সুজন কুমার ঘোষ [illegible] চাকদহ B.L.&.L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

<u>উত্তর ২৪ পরগনা</u>

<u>অ্যাড কানেক্সন</u>
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

<u>এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র</u>
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

<u>হুগলি</u>

<u>মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,</u>
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

<u>জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,</u>
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

<u>নদিয়া</u>

<u>টাইপ কর্ণার,</u>
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

<u>রাজ টেলিকম,</u>
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

<u>সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,</u>
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

<u>অবসর,</u>
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

<u>সবিতা কমিউনিকেশন,</u>
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

<u>পূর্ব মেদিনীপুর</u>

<u>আইনক্স অ্যাড এজেন্সি</u>
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

<u>শ্যাম কমিউনিকেশন,</u>
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

<u>মানসী অ্যাড এজেন্সি,</u>
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

<u>পশ্চিম মেদিনীপুর</u>

<u>মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি</u>
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

<u>শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,</u>
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

<u>মুর্শিদাবাদ</u>

<u>পি' অ্যাডস্ সলিউশন,</u>
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

<u>বীরভুম</u>

<u>সংবাদ সারাদিন,</u>
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভুম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

<u>মিডিয়া হাউস,</u>
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভুম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

<u>লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,</u>
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভুম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

<u>**A2Advantage Ad Agency,**</u>
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভুম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

<u>মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,</u>
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভুম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২০ শে জুন, ৫ ই আষাঢ়। শুক্রবার, নবমী তিথি। জন্মে মীন রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র ও বিংশোত্তরী বুধের র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ । ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : আজ সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : আজ অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : আজ টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : আজ ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে।

তুলা রাশি : আজ আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : আজ অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্ধ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ল্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ ।বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখ ান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

‘প্রসাদ’ বিতরণে সংখ্যালঘু দোকানদারদের নাম ঘিরে বিতর্ক, প্রশাসনকে তোপ সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীঘার জগন্নাথ কালচারাল সেন্টার থেকে রাজ্যবাসীর ঘরে ঘরে মহাপ্রসাদ পৌঁছে দেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ‘দুয়ারে রেশন’ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিটি জেলায় স্থানীয় মিষ্টির দোকানদের দিয়ে প্রসাদ তৈরি করে বিতরণের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই প্রেক্ষিতে রানীনগর-১ নম্বর ব্লকের একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার অভিযোগ করেছেন, ‘ওই বিজ্ঞপ্তিতে চারটি মিষ্টির দোকানের নাম রয়েছে, যার মধ্যে তিনটিরই মালিক মুসলিম।’ বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের কাছে জানতে চাইছি, এই বিজ্ঞপ্তিটি কী সত্য? এই নির্দেশিকা সামনে আসার পর থেকেই হিন্দু সমাজের মধ্যে বিভ্রান্তি ও আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বিজ্ঞপ্তির সত্যতা অবিলম্বে প্রকাশ্যে আনতে হবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘তালিকায় দোকানদারদের নাম ও নম্বর দেওয়া হয়েছে। তিনটি দোকান মুসলিম মালিকানাধীন। তাহলে কী ‘তোষণের’ রাজনীতি করতে গিয়েই এবার প্রসাদ তৈরির বরাতেও ঘুরপথে মুসলিমদের সংরক্ষণ দেওয়া হচ্ছে?’ সবশেষে তিনি প্রশ্ন তোলেন, ‘হিন্দুদের উদ্দেশ্যে বিতরণের জন্য মহাপ্রসাদ তৈরির দায়িত্ব মুসলিম ব্যবসায়ীদের দেওয়া কী সরকারের সচেতন পদক্ষেপ?’ এই বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে বিজেপি সভাপতির এই প্রশ্ন।

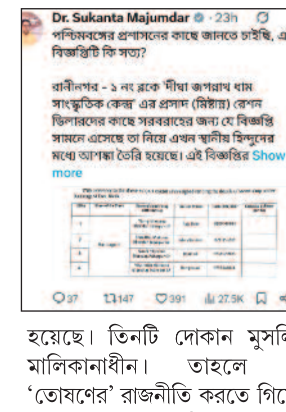

জেএমবি জঙ্গি ষড়যন্ত্রে এক ধৃতের সাজা ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: জামাত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেমবি)-র সন্ত্রাস ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত নাজিউর রহমান পাভেল ওরফে জয়রাম ব্যাপারী ওরফে জোসেফকে ছয় বছরের কঠোর কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দিল কলকাতার এনআই বিশেষ আদালত। তাঁর বিরুদ্ধে আইপিসি, ইউএপি, ফরেনার্স অ্যাক্ট ও পাসপোর্ট আইনে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। ২০২১ সালের জুলাইয়ে কলকাতায় এসটিএফ প্রথমে মামলাটি দায়ের করে। পরে এনআই তদন্তভার নিয়ে ২০২২-এ চার্জশিট জমা দেয়। ভারতের সরকার ফেলে ‘খিলাফত’ প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রে জড়িত আরও তিন অভিযুক্তের বিচার চলছে।

নির্বিঘ্নেই ভোটগ্রহণ

■ প্রথম পাতার পর

আসেন দেবগ্রাম দ্বারকানাথ কান্তিকুমারী গার্লস হাই স্কুলের ১৭৩ নম্বর বুথে। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোটের হার ৬৯.৮৫ শতাংশ। আগামী সোমবার কালীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফলঘোষণা করবে নির্বাচন কমিশন।

বৃষ্টিতে তিন জেলায় বন্যা পরিস্থিতি

■ প্রথম পাতার পর

থাকা সব লরি আটকে পড়ে। যান্ত্রিক ত্রুটি ও গাজনের চাঁদা নিয়ে বিতর্কের কারণে উদ্ধার কাজও থমকে যায়। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, প্রশাসনের তরফে কোনো তৎপরতা দেখা যায়নি।

দামোদরে জল ছাড়ার পাশাপাশি টানা বৃষ্টিতে জলস্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতিদিন। নদীর ঘাটে লরি ও জেসিবি তলিয়ে যাওয়ার ঘটনা বারবার সামনে আসায় বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলা প্রশাসন তীব্র অস্বস্তিতে। স্থানীয়দের কটাক্ষ, প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েই চলছে বেআইনি বালি তোলা, আর তার খেসারত দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

বর্ষা এখনও শুরু পর্যায়ে, আর তাতেই বিপর্যস্ত যোগাযোগ ও নদীঘাট; এই পরিস্থিতি থেকে দ্রুত উত্তরণের জন্য প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে উঠছে বড় প্রশ্ন।

মেরুকরণের লক্ষ্যে ঐক্যের ডাক শুভেন্দুর

■ প্রথম পাতার পর

যোগী-মোদীর ভাষা ধার করে হুঁশিয়ারি দিয়ে বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী ও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর কথাও টেনে আনেন শুভেন্দু। বলেন. ‘যোগীজি বলেছেন, ফাটিয়ে দেব! মোদীজি বলেছেন, ফাটিয়ে দেব! একজনই থাকবে। আর কেউ থাকবে না। আর না থাকলে কী হবে? যেমন ঔরঙ্গজেব নির্মম ভাবে ৭ একর জমি কেটে নিয়েছিল, এখন আবার সেই চেষ্টা চলছে।’ মহেশতলা প্রসঙ্গে শুভেন্দু দাবি করেন, ‘আমি হাইকোর্টের নির্দেশ নিয়েছি। আমি আদেশ নিয়ে গিয়ে হিন্দুদের পাশে দাঁড়িয়েছি।’

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির ৬নং বিক্রেতা **শ্রীমতী আল্পনা দে** স্বামী শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র দে ও পিতা ৺গদাধর মাজি, সাকিম ভোলা, কামারকুন্ডু, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৪০৭ মহাশয়া বিগত ইং ২৫/০২/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2444/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে **শ্রী শুভঙ্কর দে** পিতা শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র দে, সাকিম ভোলা, কামারকুন্ডু, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৪০৭ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। এবং ১৪ ও ১৫নং বিক্রেতাগণ **শ্রী পার্থ প্রতিম সান্যাল** পিতা ৺শচী পতি সান্যাল ও **কুমারী কস্তুরী সান্যাল ওরফে কস্তুরী পার্থ প্রতিম সান্যাল** পিতা পার্থ প্রতিম সান্যাল উভয়ের সাকিম ২১০৪ গ্রান্ডে লোধা কাশা রয়েল, বালুকুম, কাপুরবাড়ী, থানে, মহারাষ্ট্র-৪০০৬০৭ মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৮/০১/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1067/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে **শ্রী গৌতম কুমার মাজি**, পিতা ৺নিরঞ্জন মাজি সাকিম ১৭/এ, শিবতলা লেন, বাঁশবেড়িয়া, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২৫০২, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত আমমোক্তার গ্রহীতাগণ **১)শ্রী শুভঙ্কর দে** পিতা শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র দে, উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে এবং **২)শ্রী গৌতম কুমার মাজি**, উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির অপর শরিকগণের সহিত যৌথ ভাবে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৯/০৪/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-5153/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমার তিন মক্কেল **১)শ্রী সিদ্ধার্থ রাউথ, ২)শ্রী আদর্শ রাউত** উভয়ের পিতা শ্রী সন্তোষ কুমার রাউত, **৩)শ্রী শিব সাগর রাউত** পিতা শ্রী রাজেন্দ্র রাউত সকলের সাকিম খামারপাড়া, কল্যাননগর, বাঁশবেড়িয়া, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২৫০২, মহাশয়গণকে ১ কাঠা ০৮ ছটাক ০২ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। <u>তপশীল</u> - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা খামারপাড়া, ২২ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর ২১৮, ২৪৯, ৩৮৮, ৫০৮, ৫৫১, ৬৭৪, ৭৭১, ৮৮৩, ৯৭৬ ও ১১৯৬ নং খতিয়ানে, ১)সাবেক ২২৩৯ তথা হাল এল.আর. ৩০০৮ নং দাগে বাস্তু জমি ০.০১৬৩ একর ও ২)সাবেক ২২৩৭ তথা হাল এল.আর. ৩০০৫ নং দাগে ডাঙ্গা জমি ০.০০৮৪ একর, একুনে দুইটি দাগে মোট ০.০২৪৭ একর বা ১ কাঠা ০৮ ছটাক ০২ বর্গফুট সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতাবলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **১)শ্রী সিদ্ধার্থ রাউথ, ২)শ্রী আদর্শ রাউত** উভয়ের পিতা শ্রী সন্তোষ কুমার রাউত, **৩)শ্রী শিব সাগর রাউত** পিতা শ্রী রাজেন্দ্র রাউত, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**, জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ২০ জুন ২০২৫, ৫ আষাঢ় ১৪৩২ শুক্রবার

এক নজরে

প্রয়াত প্রফুল্ল রায়

■ প্রয়াত হলেন সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায়। শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা দেখা দিয়েছিল তাঁর। বৃহস্পতিবার দুপুরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালীন বয়স ছিল ৯০ বছর। অবিভক্ত ভারতের বিক্রমপুরে ১৯৩৪ সালের ১১ সেপ্টেম্বর জন্ম নেন প্রফুল্ল রায়। দেশভাগের পর ১৯৫০ সালে তিনি চলে আসেন স্বাধীন ভারতে। কলকাতাই হয়ে ওঠে তাঁর নতুন ঠিকানা। এ দেশে এলেও দেশভাগের যন্ত্রণা তাঁকে ছাড়েনি। তাঁরই লেখা কালজয়ী উপন্যাস ‘কেয়াপাতার নৌকো’ আজও প্রাসঙ্গিক। ‘ক্রান্তিকাল’-এর জন্য ২০০৩ সালে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, ‘শরৎস্মৃতি’, পাবলিশার্স এন্ড বুক সেলার্স গিল্ড-এর ‘লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট’, বঙ্কিম পুরস্কারের মতো এক জীবনে বহু পুরস্কার পেয়েছেন এই লেখক।

হাইব্রিড মাছ চাষে ‘না’

■ রাজ্যে মাগুর-সহ সমস্ত হাইব্রিড প্রজাতির মাছের চাষ নিষিদ্ধ করেছে রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে একথা জানিয়েছেন মৎস্যমন্ত্রী বিপ্লব রায় চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘এই ধরনের মাছ স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। উৎপাদন ও বিক্রি বন্ধে জন প্রতিনিধিদের সচেতনতা বাড়াতে হবে।’ মন্ত্রী জানান, বিলুপ্তপ্রায় ৩৩টি দেশি প্রজাতির মাছ সংরক্ষণের জন্য ‘অভয় পুকুর’ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। আলিপুরদুয়ার, মালদা, পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার সরকারি জলাশয়ে ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬টি ইউনিট গড়া হয়েছে। আগামী বছরে আরও ১২টি ইউনিট স্থাপন হবে।

ডেঙ্গুর প্রকোপ হ্রাস

■ রাজ্যে ডেঙ্গুর প্রকোপ আগের তুলনায় অনেকটাই কমেছে বলে দাবি করলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় তিনি জানান, ‘২০২৩ সালের তুলনায় চলতি বছরে ডেঙ্গু ৪০ শতাংশ কমেছে। আগের মতো আর মহামারির চেহারা নিচ্ছে না।’ মন্ত্রী বলেন, ‘বর্তমানে রাজ্যে ৬,৯১৬ জন সদস্য বিশিষ্ট ডেঙ্গু প্রতিরোধ বাহিনী কাজ করছে। শহরাঞ্চলে সচেতনতা বাড়ায় ডেঙ্গির সংক্রমণ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে। কলকাতায় এখনও সেভাবে ডেঙ্গি দেখা যায়নি। আমরা ইরিগেশন দপ্তরের সঙ্গে একাধিক দফায় বৈঠক করেছি যাতে ক্যানেলগুলি কার্যকর থাকে।’

‘প্রোমোটিং’ নেই

■ খিদিরপুর বাজার-সহ সাম্প্রতিক একাধিক অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে প্রমোটিংয়ের কোনও যোগ নেই বলে পরিষ্কার জানিয়ে দিল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার বিধানসভায় রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানান, ‘বেশ কয়েকটি বড় অগ্নিকাণ্ডের জন্য মূলত অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং সচেতনতার অভাবই দায়ী।’ তিনি বলেন, ‘কলকাতায় যেসব জায়গায় অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে, সেখান থেকে এখনও পর্যন্ত কোথাও এই অভিযোগ আসেনি যে প্রোমোটিং হয়েছে। বরং ওইসব ক্ষেত্রে আমাদের সরকারকে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে।’ মন্ত্রী আরও জানান, অগ্নিকাণ্ড রুখতে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে তাঁর নেতৃত্বে। এই কমিটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রটোকল বা এসওপি তৈরি করবে, যা প্রতিটি পুরসভা ও দমকল দপ্তরের জন্য বাধ্যতামূলক করা হবে।

পর্যটনের বিকাশে নজর

■ পর্যটনের বিকাশকে পাখির চোখ করেছে রাজ্য সরকার। ফলে শুধুমাত্র প্রতিবেশী রাজ্য নয় ভিনদেশী পর্যটকদের কাছেও পর্যটনের নতুন গন্তব্যের নাম পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্যে বিদেশি পর্যটকের পদার্পণ উত্তরোত্তর বাড়ছে। নজির বিহীনভাবে পর্যটন বিকাশে রাজ্যের এই কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেছে বিরোধীরাও। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন জানান, চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত রাজ্যে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা ২৭ লক্ষ। ইউরোপ এবং আমেরিকা থেকে বিপুল সংখ্যক পর্যটক এসেছেন এ রাজ্যে।

ওবিসি নিয়ে স্থগিতাদেশের পরেও কলেজে ভর্তির পোর্টাল চালু, হাইকোর্টে মামলা দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে আরও বড় বিড়ম্বনায় রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার কলেজে ভর্তির পোর্টালের বিরুদ্ধে আবেদন জানিয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত মামলার মূল আবেদনকারীর আইনজীবী বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায়। মামলাকারীর বক্তব্য, ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে গত মঙ্গলবারই হাই কোর্ট স্থগিতাদেশ দিয়েছে। তা সত্ত্বেও রাজ্যের কলেজগুলিতে ভর্তির অনলাইন পোর্টাল চালু রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয়, পোর্টালে ওবিসি ‘এ’ এবং ওবিসি ‘বি’ ক্যাটেগরিরও উল্লেখ রয়েছে। আবার রাজ্যের জারি করা নতুন বিজ্ঞপ্তি বলা হয়েছে, সব শ্রেণিকে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আর এখানেই যত কান্ড! যাবতীয় প্রশ্ন! এরই প্রেক্ষিতে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হল কলকাতা হাই কোর্টে। আবেদনকারীর অভিযোগ, ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে হাই কোর্টের স্থগিতাদেশ অবমাননা করে এই পোর্টাল চালানো হচ্ছে। বৃহস্পতিবারের

এই মামলায় রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তর এবং মুখ্যসচিবকে পক্ষভুক্ত করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত মঙ্গলবারই শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এই পোর্টালের সূচনা করেন। আর মঙ্গলবারই এই ওবিসি সংরক্ষণ ইস্যুতে হাইকোর্টে বড় ধাক্কা খেয়েছিল রাজ্য। নতুন করে জারি করা বিজ্ঞপ্তির উপরেও স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে। এবার তার সঙ্গে যোগ হল আদালত অবমাননার মামলা। এদিকে, ওবিসি মামলার জটে আটকে রয়েছে ভর্তি থেকে নিয়োগ প্রক্রিয়া। তারই মধ্যে অন্তর্বতী স্থগিতাদেশ দেয় হাইকোর্ট। রাজ্যর বিরুদ্ধে অভিযোগ, এই স্থগিতাদেশ আদালতের তরফ থেকে দেওয়ার পরও চালু রাজ্যের কলেজগুলিতে ভর্তির অনলাইন পোর্টাল। পোর্টালে ওবিসি-এ এবং ওবিসি-বি ক্যাটেগরির উল্লেখ রয়েছে। রাজ্যের জারি করা নতুন বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সব শ্রেণিকে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয়েছে সেখানে। আর এখানেই উঠেছে প্রশ্ন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ২০১০ সালের পরবর্তী রাজ্যের দেওয়া সব ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করা হয়েছিল আগেই। এ ব্যাপারে রাজ্যকেও নতুন তালিকাও প্রকাশ করার কথা বলা হয়েছিল। অভিযোগ, রাজ্য এখনও নতুন নিয়ম মেনে তালিকা প্রস্তুত করেনি।

কলকাতা পুরসভার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নিয়ে নির্দেশ কোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পুরসভার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নিয়ে বৃহস্পতিবার বড় নির্দেশ দিতে দেখা গেল হাইকোর্টকে। ওবিসি তালিকা বাতিলের পর কলকাতা পুরসভার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক। কারণ,২০১০ সালের পর ইস্যু করা সব ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করেছিল বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ। এরপরও কীভাবে কলকাতা পুরসভায় নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে বিচারপতি কৌশিক চন্দের বেঞ্চ। এই ঘটনায় বিচারপতি কৌশিক চন্দর পর্যবেক্ষণ, দুই দপ্তর নিজেদের বাঁচাতে একে অপরের উপর দায় চাপাচ্ছে। এরপরই আদালত পূর্বের দেওয়া কলকাতা পুরসভার নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি বাতিল করে। পাশাপাশি ২০১০ সালের আগের ওবিসিদের নিয়ে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করারও নির্দেশ দেয়। বৃহস্পতিবার

শুনানির সময় বিচারপতি কৌশিক চন্দ স্পষ্টতই জানান, ‘কোনও নিয়োগ, কোনও ভর্তি অযথা বন্ধ রাখার প্রয়োজন নেই।’ এরপর পুরসভার আইনজীবীকে উদ্দেশ্য করে বিচারপতি কৌশিক চন্দ স্পষ্ট করে দেন, ‘৬৬ টি সম্প্রদায়কে নিয়ে এবং ৭ শতাংশ সংরক্ষণ নীতি মেনে কাজ করতে হরবে।’ এরপরই নির্দেশ দেন, ‘এই মুহূর্তে পুরসভার সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। ওবিসি মামলায় ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ মেনে ৬৬ টি সম্প্রদায়কে নিয়ে শুরু করতে হবে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া।’ অর্থাৎ, এবার নতুন করে কলকাতা পুরসভা শূন্য পদের পরিসংখ্যান দিয়ে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের কাছে তাদের তালিকা পাঠাবে। সেই তালিকা বিবেচনা করে সাতদিনের মধ্যে অনুমতি দেবে দপ্তর। এদিকে আদালত সূত্রে খবর এদিন, আদালতের নির্দেশে ভার্চুয়ালি হাজিরা দেন কলকাতা পুরসভার কমিশনার এবং মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান।

গুরুতর অসুস্থ সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, দিল্লিতে স্থানান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিগত পাঁচদিন ধরে শারীরিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি বিজেপি সাংসদ ও কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের। তমলুকের এই নবনির্বাচিত সাংসদকে বর্তমানে দক্ষিণ কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউ-তে কঠোর নজরদারিতে রাখা হয়েছিল। তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি এখনও সঙ্কটজনক বলেই জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা। গত শনিবার, ১৪ জুন, পেটের তীব্র যন্ত্রণা এবং ঘন ঘন বমির সমস্যা নিয়ে তাঁকে আলিপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর থেকে চিকিৎসার পরও উল্লেখযোগ্য কোনও অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়নি। বিভিন্ন ধরনের শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা যায়, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিসে আক্রান্ত। পাশাপাশি তাঁর শরীরে গ্যাসট্রোইনটেস্টিনাল সেপসিসের সমস্যাও ধরা পড়েছে, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। এই পরিস্থিতিতে, চিকিৎসার মান আরও উন্নত করার লক্ষ্যে তাঁকে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে করে বৃহস্পতিবার দিল্লির এইমস-এ স্থানান্তরিত করা হল। ৬৩ বছর বয়সি এই সাংসদের জীবনরক্ষার্থে সর্বোচ্চ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলেই জানা গিয়েছে হাসপাতাল সূত্রে।

এর আগে গত ১৬ জুন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থার খবর জানতে হাসপাতালে যান বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার, রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং।

পাশাপাশি, বিজেপির একাধিক নেতা-কর্মীও প্রতিনিয়ত তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন।

গারুলিয়া-কান্ডের প্রতিবাদ

নোয়াপাড়া থানা ঘেরাওয়ের ডাক বিজেপি নেতা অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের দিকে দিকে অশান্তি অব্যাহত। মুর্শিদাবাদ থেকে শুরু করে মহেশতলা। এবার অশান্তি আছড়ে পড়লো নোয়াপাড়া থানার গারুলিয়ায়। অভিযোগ, গারুলিয়া পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের লেনিন নগর মাঠ এলাকায় বুধবার রাতে হামলার ঘটনা ঘটেছে। বাড়ি ও দোকানে ইঁট, পাথর ছুঁড়ে ভাঙচুর করা হয়েছে। হামলায় আহতের সংখ্যা একাধিক। উত্তেজনা থানায় লেনিন নগরে পুলিশ পিকেট পদক্ষেপের দাবিও করেন তিনি। এদিকে বৃহস্পতিবার বেলায় ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যাচ্ছিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। সঙ্গে ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলার সম্পাদক কুন্দন সিং-সহ অন্যান্যরা। ঘোষপাড়া রোডের ইছাপুর স্টোর বাজার থেকে লেনিন নগর উদ্দেশ্যে রওনা দিতেই প্রাক্তন সাংসদের পথ আটকায় জগদ্দলের চলে ধস্তাধস্তি। পুলিশি বাধা পেয়ে ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়েই অর্জুন সিং শুক্রবার নোয়াপাড়া থানা ঘেরাওয়ের ডাক দেন। এরপর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ বলেন, ‘১৬৩ ধারা জারি না থাকা সত্ত্বেও পুলিশ তাদেরকে বলপূর্বক আটকেছে। কিন্তু পুলিশ তাদের পথ আটকে ঠিক কাজ করেনি।’ তাঁর দাবি, ‘বঙ্গের পুলিশ পুরো চটিচাটা। তৃণমূলের দলদাস হয়ে কাজ করছে।’ বিজেপি নেতার

বসানো হয়েছে। ওইদিন রাতেই নিজের এক্স হ্যান্ডেল থেকে হামলার ছবি-সহ পোষ্ট করেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি লিখেছেন,‘হামলাকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নেবে না। কারণ, হামলাকারীরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পদ এবং ভোট ব্যাঙ্ক।’ হামলার ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের তরফে কড়া এসিপি বিশ্বজিৎ পাত্রের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী। যদিও পুলিশের বাধা সরিয়ে জোর করে ঘটনাস্থলে যাওয়ার চেষ্টা করেন অর্জুন সিং ও মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়রা। কিন্তু পুলিশ কিছুতেই এগোতে দেয়নি বিজেপি নেতাদের। সেখানেই উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল ধস্তাধস্তি বেধে যায়। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে উভয় পক্ষের মধ্যে অভিযোগ, ‘আগে হিন্দিভাষী হিন্দুদের ওপর আঘাত করা হচ্ছিল। এখন বাঙালি হিন্দুদের ওপর আক্রমণ করা হচ্ছে। সনাতনীরা মার খাচ্ছে। আর পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। এই তো বাংলার পুলিশের হাল।’ তাঁর দাবি, ‘২০২৬ সালে বাংলায় ‘দলদাস’ পুলিশের হাল খুব খারাপ হবে। পাশাপাশি জেহাদিদের দৌরাত্ম্যও শেষ হবে।’

বিহারে কনস্টেবল পরীক্ষায় দুর্নীতি, তিলোত্তমায় তদন্ত অভিযান ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৩ সালে বিহারের পুলিশ কনস্টেবল পরীক্ষায় দুর্নীতি অভিযোগ সামনে আসে। আর তারই তদন্তে কলকাতা পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকেরা। তদন্তে সকাল থেকে অভিযান চালাল তারা। ইডি সূত্রে খবর, দেশের মোট চার রাজ্যে এই ঘটনায় তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছে তাদের তরফে। এই তালিকায় রয়েছে শহর কলকাতাও। এদিন সাতসকালে ইডি আধিকারিকরা হানা দেয় পটনা, নালন্দা, রাঁচি, লখনউ ও কলকাতার মোট ১১টি জায়গায়।

প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালে নিট অর্থাৎ মেডিক্যালের প্রবেশিকা পরীক্ষাতে যারা জালিয়াতির পিছনে মূল মাথা হিসেবে ছিল তারাই রয়েছে ২০২৩ সালে বিহারের পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগ দুর্নীতিতেও। ২০২৩-এ কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষা হঠাৎ-ই মাঝপথে বাতিল হয়ে যায়। কারণ, পরীক্ষায় বৈদ্যুতিক যন্ত্রের ব্যবহার করে করা হয়েছিল টুকলি। পরীক্ষা শুরুর আগেই নাকি ফাঁস হয়ে গিয়েছিল প্রশ্ন।

পরবর্তীতে এই ঘটনায় মোট ১৫০ জন গ্রেপ্তার করে পুলিশ। একাংশের অভিযোগ, ৩০ থেকে ৫০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে সেই প্রশ্নপত্র প্রতারকদের হাতে তুলে দেন কিছু পরীক্ষক।

সরকারি হাসপাতালের অগ্নিনিরাপত্তা নিয়ে রাজ্যকে তুলোধোনা করলেন সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘এটা অবহেলা নয়, রাষ্ট্রীয় অপরাধ’। মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর জবাবদিহি চেয়ে এক সরকারি প্রতিবেদন ঘিরে তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তাঁর বক্তব্য, ‘উত্তর ২৪ পরগনার বেশিরভাগ সরকারি হাসপাতালে অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। নেই কোনও অগ্নিনির্বাপণ পরিকাঠামো, নেই জরুরি প্রস্থানের নকশা, এমনকি নেই ফায়ার নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি)। অথচ সেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার রোগী চিকিৎসাধীন।’ সুকান্তবাবুর অভিযোগ, ‘এটা শুধুমাত্র অবহেলা নয়, এটি এক চূড়ান্ত প্রশাসনিক ব্যর্থতা। আজ যদি কোনও সরকারি হাসপাতালে আগুন লাগে, তার দায় নেবে কে?’ তিনি প্রশ্ন তোলেন, ‘যেখানে কোটি কোটি টাকা অন্যত্র খরচ হচ্ছে, সেখানে কেন হাসপাতালের মত গুরুত্বপূর্ণ

স্থানে ন্যূনতম অগ্নিনিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়নি?’ তাঁর দাবি, এটি জনস্বাস্থ্যের পরিকাঠামোকে পুরোপুরি ভেঙে পড়ার স্পষ্ট প্রমাণ। সবশেষে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘এটা শুধুমাত্র অগ্নিনিরাপত্তার প্রশ্ন নয়, এটা গোটা স্বাস্থ্যব্যবস্থা ধ্বংসের প্রতিচ্ছবি। যদি আজই দায়ীদের জবাবদিহি নিশ্চিত না করা হয়, তা হলে আগামী দিনগুলিতে এটা কেবল নীতিগত ব্যর্থতা নয়, এ এক রাষ্ট্র অনুমোদিত গণহত্যা হয়ে দাঁড়াবে। লজ্জা!’

যান্ত্রিক ত্রুটি, দমদমে উড়তে পারল না একাধিক বিমান

নিজস্ব প্রতিবেদন: আমেদাবাদ-কাণ্ডের জের। বৃহস্পতিবার দমদম বিমানবন্দরেও দুটি বিমান যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে উড়তে পারল না। সূত্রে খবর,এদিন ভোর ৬ টা ৫৫ মিনিটে ১৫৫ জন যাত্রী নিয়ে কলকাতা থেকে শিলচরের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার জন্য কথা ছিল বিমানটির। ট্যাক্সিওয়ে থেকে রানওয়ের দিকে যাওয়ার পথে পাইলট যান্ত্রিক ত্রুটির কথা জানান এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলকে। এরপর বিমানটিকে ফের ট্যাক্সি বে ৪৮ এ পার্কিংয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রায় ঘণ্টা খানেক পর বিমানটি শিলচরের উদ্দেশে রওনা দেয়। অন্যদিকে কলকাতা থেকে আগরতলাগামী ইন্ডিগো বিমানেও যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। আগরতলা উদ্দেশে ৬ ই ৬০৬৮ ইন্ডিগো বিমানটি যাত্রীদের নিয়ে রানওয়ে দিকে এগোনোর সময়, পাইলট এটিসি-কে জানায় বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এটিসির সবুজ সংকেত দেওয়ার পরে রানওয়ে থেকে বিমান ঘুরিয়ে বে-তে আনা হয়।

এর পাশাপাশি দিল্লি থেকে লেহগামী ইন্ডিগোর ৬ ই ২০০৬ বিমানটিও দেখা যায় যান্ত্রিক গোলযোগ। বিমানে ১৮০ জন যাত্রী ও ক্রু ছিলেন। লেহ-র উদ্দেশে রওনা দিতেই বিমানে যান্ত্রিক সমস্যা ধরা পড়ে। দ্রুত বিমান ঘুরিয়ে দিল্লিতে এমার্জেন্সি ল্যান্ডিং করানো হয়। এই ঘটনায় কোনও যাত্রী আহত হননি বলেই খবর।

অন্যদিকে, স্পাইসজেটের হায়দরাবাদ থেকে তিরুপতিগামী বিমানেও যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা যায়। বিমান টেক অফের ১০ মিনিটের মধ্যেই নজরে আসে সমস্যা। দ্রুত বিমানটি ঘুরিয়ে ফের হায়দরাবাদেই অবতরণ করা হয়। ওই বিমানে ৮০ জন যাত্রী ছিলেন বলে জানা গেছে। এদিকে সূত্রে খবর, আহমেদাবাদের বিমান দুর্ঘটনা এবং একের পর এক বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেওয়ার পর আন্তর্জাতিক ফ্লাইট নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া। এই সিদ্ধান্তে জানানো হয়েছে, আগামী ২০ জুন থেকে জুলাই মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ফ্লাইট ১৫ শতাংশ বন্ধ রাখা হবে।

লক্ষ্য ভিড় নিয়ন্ত্রণ: বিক্রেতামুক্ত হবে দমদম, বিধাননগর স্টেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: দমদম ও বিধাননগরের মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরতলি স্টেশনে যাত্রী নিরাপত্তা ও যানজট নিয়ন্ত্রণে বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে শিয়ালদা বিভাগ। শিয়ালদা বিভাগের ডিআরএম রাজীব সাক্সেনার নেতৃত্বে দুই স্টেশনের রিয়েল-টাইম ভিড় পর্যবেক্ষণ করে নেওয়া হচ্ছে একাধিক পদক্ষেপ। প্রথমত, ভিড় সামলাতে বিধাননগরকে সম্পূর্ণ বিক্রেতামুক্ত স্টেশন হিসেবে গড়ে তোলা হবে, যাতে যাত্রী চলাচলের জায়গা বাড়ানো যায়। দ্বিতীয়ত, দমদম স্টেশনে নতুন টিকিট বুকিং অফিস চালুর পরিকল্পনা রয়েছে, যা আরপিএফ ব্যারাকের পাশে দ্বিতীয়

প্রবেশপথে গড়ে তোলা হবে। মেট্রোর কমলা ও হলুদ লাইন চালু হওয়ায় দমদম ক্যান্টনমেন্টকে নতুন পরিবহণ হাব হিসাবে গড়ে তোলার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এর সঙ্গে উন্নত সড়ক যোগাযোগ গড়ে তুলতে রাজ্য সরকারের সক্রিয় সহযোগিতা কাম্য। প্রতিদিন দমদম ও বিধাননগর স্টেশনে যথাক্রমে ২২২ ও ২১৬ জোড়া লোকাল ট্রেন চলাচল করে। সেই অনুপাতে স্টাফ ও নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হবে এবং স্পষ্ট ঘোষণার মাধ্যমে যাত্রীদের সব তথ্য জানানো হবে। যাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে লাইনের উপর দিয়ে চলাচল না করার অনুরোধ জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ।

সম্পাদকীয়

দশম ও দ্বাদশে ফেলের সংখ্যায় রাশ টানতে বাংলা-সহ সাত রাজ্যকে যৌথ বোর্ডের পরামর্শ

স্কুল শিক্ষা বিভাগের সাম্প্রতিক তথ্য, পরিসংখ্যান বলছে, শিক্ষা ক্ষেত্রে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে দেশের কয়েকটি রাজ্য। রাজ্যগুলিতে ক্রমশ বাড়ছে পড়ুয়াদের ফেলের সংখ্যা। ওই রাজ্যগুলির দশম ও দ্বাদশের ফলাফল ক্রমশই নিম্নমুখী। সংশ্লিষ্ট রাজ্যের দশম ও দ্বাদশের বোর্ডের ফলাফলেই এই তথ্য উঠে এসেছে। এর জন্য বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক বোর্ডের শিক্ষা ব্যবস্থাই দায়ী, এমনই মনে করছে স্কুল শিক্ষা বিভাগ। তাই এই রাজ্যগুলির জন্য নতুন ভাবে চিন্তা ভাবনা শুরু করেছে তাঁরা। প্রাথমিক ভাবে কয়েকটি রাজ্যকে এর জন্য বাছাই করা হয়েছে। তারমধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের নামও। বাকি রাজ্যগুলি হল, কেরল, মণিপুর, অসম, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা ও তেলেঙ্গানা। সবমিলিয়ে সাতটি রাজ্য। এই রাজ্যগুলির ওপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছে বোর্ডের পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল এবং আঞ্চলিক বৈষম্য স্পষ্ট। এর জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক এই রাজ্যগুলির দশম ও দ্বাদশ শ্রেনীকে পরীক্ষাকে একই বোর্ডের ছাতার তলায় আনার সুপারিশ করেছে। তবে এ নিয়ে এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। এটা একটি পরামর্শ মাত্র। সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিকে শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নতির লক্ষ্যে এই মডেল গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তবে রাজ্যগুলির তরফে এর কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। কেন্দ্রের স্কুল শিক্ষা বিভাগ মনে করে, কমন বোর্ড হল, দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য পড়াশোনার সুবিধার্থে এগিয়ে যাওয়ার পথ। কমন বোর্ড না থাকার ফলে শিক্ষাগত ফলাফল খারাপ হয়। আমরা এই সাতটি রাজ্যকে একটি কমন বোর্ড গ্রহণের সুপারিশ করেছি। এমনই বলছেন স্কুল শিক্ষা সচিব সঞ্জয় কুমার। তথ্য বলছে, ২০২৪ সালে সারা দেশে মোট ২২.১৭ লক্ষ পরীক্ষার্থী দশম শ্রেণীর বোর্ডের পরীক্ষায় ফেল করেছে। ২০.১৬ লক্ষ পরীক্ষার্থী দ্বাদশ শ্রেণীর বোর্ডের পরীক্ষায় ফেল করেছে। পরিসংখ্যান বলছে। দেশে মোট ৬৬টি বোর্ড রয়েছে। যার মধ্যে ৩টি জাতীয় স্তরের এবং ৬৩টি রাজ্য-স্তরের বোর্ড। এই ৬৬টি বোর্ডের মধ্যে ৫৪টি নিয়মিত এবং ১২টি ওপেন বোর্ড রয়েছে।এর মধ্যে শীর্ষ ৩৩টি বোর্ড মোট পরীক্ষার্থীর ৯৭ শতাংশের পরীক্ষা নেয়। বাকি ৩৩টি বোর্ড মাত্র ৩ শতাংশ পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা নেয়।

শব্দবাণ-৩০৮

■	■	১			২	■
৩			■	■		■
	■		■	৪		৫
	■	■	■	■	■	
৬	৭		■	৮	■	
■		■	■	৯		
■	১০				■	■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. প্রসিদ্ধ ৩. জানাশুনা, পরিচয় ৪. যম ৬. লেখকের কাজ ৯. ডিগবাজি ১০.শ্রদ্ধার বন্ধন।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. প্রচার, ঘোষণা ২. মাসের শেষদিন ৩. কৌলীন্য ৫. একধরনের মাছ ৭. আলোড়ন, চাঞ্চল্য ৮. চাল।

সমাধান: শব্দবাণ-৩০৭

পাশাপাশি: ২. বনকপোত ৫. লাব ৬. জটা ৭. গাভি ৮. সাবা ১০. নক্ষত্রপাত।

উপর-নীচ: ১. ডেপো ২. বদজবান ৩. কল্ল ৪.তলাভিঘাত ৯. সূত্র ১১. ক্ষণ।

জন্মদিন

আজকের দিন

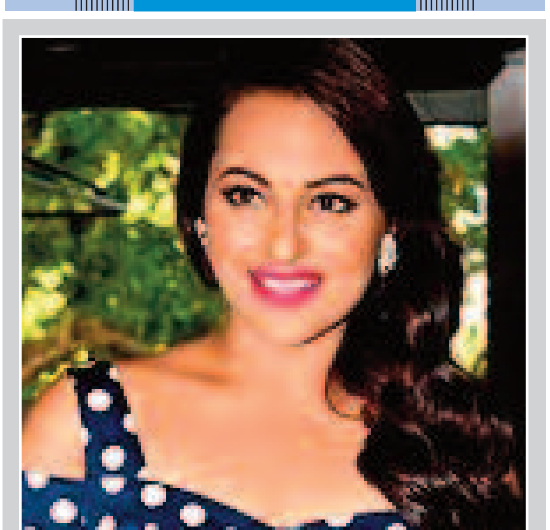

সোনাক্ষী সিনহা

১৯৫৬ বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক মণিরত্নমের জন্মদিন।

১৯৮০ বিশিষ্ট তিরন্দাজ দোলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।

১৯৮৭ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহার জন্মদিন।

বিশ্ব সাহিত্যে ভক্তকল্পের গ্রহণযোগ্যতা

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

বাংলা এবং বিশ্ব সাহিত্যের বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসের সমাহার আজও পাঠকদের মন জয় করে চলেছে। বিভিন্ন ছোট গল্প, বড় গল্প, উপন্যাস ও নানাবিধ কাহিনীর মধ্যে দিয়ে এখনো আবর্তিত হয় মানুষের ব্যস্তবাগিস জীবন। পুস্তকপ্রেমী, গল্প শুনতে পছন্দ করা শ্রোতা বা পাঠকেরা যে ধরণেরই গল্প বা উপন্যাসই হোক না কেন, বই পড়া কিংবা ফোন বা রেডিওতে অডিও রূপান্তর শোনার ক্ষেত্রে হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও পাঠক ও শ্রোতাবর্গ নিজেদের ঠিক সময়টা বের করে নেয়। মুক্তখচিত লেখনী, গল্প এবং উপন্যাস প্রেমী মানুষের সংখ্যা যে এখনো যে দূরবীন দিয়ে চোখে পড়ার মতো হয়ে ওঠেনি সেটা প্রতিবছর কলকাতার আন্তর্জাতিক বইমেলা ও ভারতের অন্যান্য গ্রামীণ ও জেলাভিত্তিক বইমেলা গুলিতে উপচে পড়া ভিড় দেখলেই প্রমাণিত হয়। বর্তমান পাঠক এবং শ্রোতাদের কাছে বাংলা বা বিদেশি সাহিত্যের গল্প বা উপন্যাসের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় চরিত্রমূলক ধারাবাহিক গল্প কথা উপন্যাস বিশেষ একটা পছন্দের জায়গা। ক্রমশ বিশ্ব সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি চরিত্র কেন্দ্রিক ধারাবাহিক গল্প এবং উপন্যাস যে পাঠক সৃষ্টি করেছে সেই পাঠকের দ্বারাই তৈরি হয়েছে এই চরিত্র গুলির ওপর সম্মাননা জ্ঞাপন করে লেখা ফ্যান ফিকশন।। ফ্যান ফিকশন হল কোন গল্প উপন্যাস বা সাহিত্য যা বহুল চর্চিত ও জনপ্রিয় সেই সাহিত্য পাঠক বা ভক্তদের দ্বারা নতুনভাবে সৃষ্টি করা যাতে মূল সাহিত্কীর্তির প্রতি যথাযথ সম্মাননা জ্ঞাপন করা সম্ভব হয় এক্ষেত্রে এই ফ্যান ফিকশন বইয়ের কোন গল্প বা উপন্যাস হতে পারে, রেডিও বা অডিও স্টোরির কোন গল্প হতে পারে অথবা কোন চলচ্চিত্রও হতে পারে। এটি মূলত সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষেত্রেই দৃষ্টিগোচর হয়। তবে আজকাল বিভিন্ন পত্রিকা, গ্রন্থ ইত্যাদিতেও ফ্যান ফিকশন এর বিভিন্ন গল্প, উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছে পাঠকদের চাহিদা অনুসারে। ফ্যান ফিকশনকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে বিবিধ বিশ্ব সাহিত্যের চলচ্চিত্র। ফ্যান ফিকশনের ক্ষেত্রে যে কল্পকাহিনীগুলি তৈরি করা হয় সেটির মূল লেখকের সৃষ্টি করা গল্প বা উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে নিয়েই সৃষ্ট হয় এবং সেটি হয় সম্পূর্ণ কপিরাইট যুক্ত অর্থাৎ ফ্যান ফিকশনের ক্ষেত্রে যে স্রষ্টার চরিত্র নিয়ে পাঠকগণ দ্বারা কল্পকাহিনী লেখা হচ্ছে সেই লেখকের নামের এবং কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি অবশ্যই কাম্য এবং বাধ্যতামূলক। ১৯৩৮ সাল থেকেই বাংলা এবং বিশ্ব সাহিত্যের বিভিন্ন ফ্যান ফিকশন গ্রন্থ, চলচ্চিত্র, কমিকস কার্টুন প্রভৃতির নাম উল্লেখিত হয়ে আসছে।

সাধারণত এই ফ্যান ফিকশন বা কল্পকাহিনীগুলি বিভিন্ন প্রকারভেদে আবর্তিত হয়। ক্যানন ফিকশন (canon fiction), এ ইউ ফিকশন (AU fiction) যাকে বাংলায় বলা হয় বিকল্প মহাবিশ্ব বা অল্টারনেটিভ ইউনিভার্স ফিকশন, ক্রস ওভার ফিকশন (Cross over fiction, শিপ ফিকশন (Ship fiction) , হিস্টোরিকাল ফ্যান ফিকশন, মেটা ফিকশন প্রভৃতি।

ক্যানন ফিকশন প্রধান গল্পের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নির্মিত হয়। এক্ষেত্রে যে গল্পের প্লট দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ফ্যানফিকেশন লেখা হচ্ছে সেই গল্পের প্লটের উল্লেখ করা হয় এবং তার অনুমোদন করা হয়।

ক্রস ওভার ফিকশন হলো দুটি গল্পের দুটি মূল চরিত্র কে নিয়ে একসঙ্গে প্রতিস্থাপন করে পাঠক নিজের মনের ক্যানভাসে গল্প তৈরি করে অর্থাৎ ফ্যান ফিকশন তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কয়েক বছর আগে টলিউডের মুক্তিপ্রাপ্ত একটি ছবি যার নাম অ্দূরবীনদ যেটি একটি ক্রস ওভার ফ্যান ফিকশন। এই ছবিতে বাঙালির দুই স্বনামধন্য লেখকের সৃষ্ট দুটি কালজয়ী চরিত্র ফেলুদা এবং ব্যোমকেশকে একসাথে হাত ধরাধরি করে তদন্ত করতে দেখা গিয়েছে।

অল্টারনেটিভ ইউনিভার্স ফিকশন হল এক অন্যতম কল্প কাহিনী যেখানে ফ্যান ফিকশন লেখার সময় প্লটকে বা থিমকে এক অন্য দুনিয়া বা ইউনিভার্স এ নিয়ে যাওয়া

হয় যেটি সম্পূর্ণরূপে নতুন।

হিস্টোরিকাল ফ্যান ফিকশন সাধারণত কোন জনপ্রিয় লেখকের একটি চরিত্র কে অবলম্বন করে ঐতিহাসিক পটভূমিতে তৈরি করা পাঠকদের কল্পকাহিনী।

শিপ ফিকশন হল একটি জাহাজকে কেন্দ্র করে কোন ফ্যান ফিকশন যে জাহাজের অস্তিত্ব পৃথিবীতে বাস্তবই রয়েছে বা ছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ১৯৯৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'টাইটানিক' সিনেমাটি একটি সিএফ ফিকশন এর জলজ্যান্ত উপমা।

মেটা ফিকশন এমনই একটি কল্পকাহিনীর ঘরানা যেটা পাঠককে মনে করিয়ে দেয় যে তারা এক কাল্পনিক দুনিয়ার জগতে রয়েছে।

বিদেশী সাহিত্যে ফ্যান ফিকশনের ছড়াছড়ি শুধু বইয়ের পাতায় নয় চলচ্চিত্রতেও নেমে এসেছে। জেনঅস্টিনের বিখ্যাত উপন্যাস 'প্রাইড এন্ড প্রেজুডিসের' সিক্যুয়েল তৈরি হয়েছে বিদেশী সাহিত্যে। তার লেখা 'এমা' উপন্যাসটিও কল্পকথার মাধ্যমে পুনর্গঠনের চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া এই লেখকের অন্যান্য বিভিন্ন গল্পের প্রবাদপ্রতিম চরিত্রগুলিকে নিয়ে একত্রিত করে তৈরি করা হয়েছে অ্স্পিন অফদ নামক একটি চলচ্চিত্র যেটি একটি আপাদমস্তক ফ্যানফিকশন এর উদাহরণ। জেন অস্টিনের স্ব-লিখিত ফ্যান ফিকশনের মধ্যে মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে, ওল্ড ফ্রেন্ডস অ্যান্ড নিউ ফ্রান্সিস নামক ফ্যান ফিকশনটি।বিখ্যাত সাহিত্যিক দান্তে রচিত 'ইনফারনো (Inferno)'কে বিশুদ্ধ বাইবেল থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে লেখা ফ্যানফিকশন বলে মনে করা হয়।

আধুনিক ফ্যান ফিকশনের একটি অন্যতম খ্যাতিসম্পন্ন সিনেমা হল ২০১৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'ফিফটি শেডস অফ গ্রে' যেটি ই এল জেমসের অ্ফিফটি শেড' উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা একটি ফ্যান ফিকশন। এই উপন্যাসের পরবর্তীকালে সিকুয়েল তৈরি হয়েছিল যার নাম 'ফিফটি শেডস অফ ডার্কার' এবং এই সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছিল ২০১৭ সালে। এই 'ফিফটি শেডস' ই এল জেমসের একটি কামোদ্দীপক রোমান্স ফ্র্যাঞ্চাইজি যা লেখা হয়েছিল মার্কিন লেখিকা স্টিফেনি মেয়ারের যৌবন জোয়ারে ভাসমান প্রেমের সিরিজ 'টোয়ালাইটের' পথ অনুধাবন করে তৈরি করা একটি ফ্যান ফিকশন হিসেবে। অষ্টাদশ শতাব্দী অর্থাৎ রোমান্টিক পিরিয়ডের বিখ্যাত লেখিকাদ্বয় শার্লট ব্রন্টে এবং এমিলি ব্রন্টের বিখ্যাত উপন্যাস 'জেন আয়ার' এবং 'উদারিং হাইটসের' পথ অনুসরণ করে তাদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল একটি ফ্যান ফিকশন যার নাম

'গ্লাসটাউন'

সম্প্রতি ফ্যান ফিকশন. নেট নামে একটি ওয়েবসাইট তৈরি হয়েছে যে ওয়েবসাইটে প্রচুর পরিমাণে আপলোড হচ্ছে বিভিন্ন লেখক লেখিকার ফ্যান ফিকশন। এই ওয়েবসাইটে হ্যারি পটারের ফ্যান ফিকশন রয়েছে ৬ লক্ষ ৮০ হাজারেরও বেশি। AO 3 (Archives of our own)এর পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে জানা গিয়েছে যে বিশ্বে প্রায় ৮০ শতাংশ লেখিকা রয়েছে যারা ফ্যান ফিকশন লিখেছেন এবং ফ্যান ফ্রিকশন এর সাথে জড়িত রয়েছেন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। বিশ্ব সাহিত্যের যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য ফ্যানফিকশন রাইটাররা রয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, জেন অস্টিন, ই এল জেমস, কেসেন্ডরা ক্লেয়ার, ম্যারিসা মেয়ার, ব্রন্টে সিস্টার্স, এস ই হিন্টন প্রমুখরা।

যে সকল লেখকেরা অডিও স্টোরি চ্যানেলের ফান ফিকশন লিখছেন, বইতে ছাপা অক্ষরে প্রকাশ করার জন্য লিখছেন, তাদের ফ্যান ফিকশন লেখার ক্ষেত্রে আরো যেন যত্নশীল হওয়া উচিত। যাতে সেই কল্পকাহিনীটা বাস্তবিক পক্ষে যে মূল লেখক বা সাহিত্যিকের কালজয়ী সৃষ্টিকে বজায় রেখে করা হচ্ছে তার সৃষ্টির প্রতি যেন প্রকৃত সম্মাননা জ্ঞাপন করা যায়।

বিশ্ব সাহিত্যের যাবতীয় ফ্যান ফিকশন এর পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ইন্টারনেটের সমস্ত বই সম্পর্কিত বিষয়বস্তুর এক তৃতীয়াংশই মূলত ফ্যান ফিকশন। এই পরিসংখ্যান এটাও ব্যক্ত করেছে যে এখনো পর্যন্ত সারা বিশ্বে প্রায় ১০ কোটিরও বেশি মানুষ ফ্যান ফ্রিকশন পড়েছেন অথবা লিখেছেন। ২০১০ সালে সংঘটিত একটি গবেষণায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে ফ্যান ফিকশন . নেট এর ৭৫.২ শতাংশ অ্যাকাউন্টধারীরা এই ওয়েবসাইটটিকে সম্পূর্ণভাবে ফ্যান কিকশনের জন্য তৈরি একটি ওয়েবসাইট বানিয়ে ফেলেছেন। এদের মধ্যে বেশিরভাগটাই অর্থাৎ ৫৭ শতাংশ অ্যাকাউন্ট আমেরিকা থেকে আবির্ভূত হয়েছে বাকি ৯.২ শতাংশ যুক্তরাজ্য, ৫.৬ শতাংশ কানাডা এবং ৪ শতাংশ অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছে।

AO 3 এর ব্যবহারকারীদের নিয়ে ২০২০ সালের একটি সুপরিকল্পিত এবং সু চিন্তিত গবেষণায় প্রস্ফুটিত হয়েছে যে, যে জরিপগুলি জাতীয়তা উল্লেখ করেছে তার মধ্যে ৫৯.৭ শতাংশ উত্তর আমেরিকায়, ১৬.১ শতাংশ গ্রেট ব্রিটেনে, অতিরিক্ত ১০ শতাংশ মূল ভূখণ্ড ইউরোপে, ৬.৩ শতাংশ ওশেনিয়ায়, ২.৮ শতাংশ স্ক্যান্ডিনেভিয়ায়, ২.২ শতাংশ এশিয়ায়, ১.৮ শতাংশ দক্ষিণ আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ানে এবং ০.২ শতাংশ মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত। আর্কাইভ অফ আওয়ার ওউন এর এই সুদীর্ঘ গবেষণায় কোনোভাবেই চীনা, গ্রীক, ইন্দোনেশিয়ান, জাপানি, কোরিয়ান, পোলিশ, রাশিয়ান বা তুর্কি ভাষায় লেখা যেকোনো ধরনের প্রোফাইলকে স্থান দেওয়া হয়নি।

AO3 এর বর্ণিত পটভূমি অনুসারে হ্যারি পটার ফ্যান ফিকশন লেখকদের উপর নির্মিত একটি ২০২০ সালের একটি স্বতন্ত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে উঠে এসেছে যে যারা তাদের নিজস্ব ফ্যান ফিকশন প্রোফাইলে তাদের লিঙ্গ উল্লেখ করেছেন, তাদের মধ্যে ৫০.৪ শতাংশ মহিলা বা নারী- প্রবণ এবং ১৩.৪ শতাংশ পুরুষ বা পুরুষ-প্রবণ ছিলেন। ১১ শতাংশ ব্যবহারকারী ছিলেন ট্রান্সজেন্ডার।এই লেখকগণের মধ্যে ৫৬.৭ শতাংশ ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াএবং তরুণ প্রাপ্তবয়স্কর সংখ্যা ছিল, ২১.৩ শতাংশ ।৩০ বছর বা তার বেশি বয়সী লেখক বা লেখিকার সংখ্যা ছিল ১৯.৮ শতাংশ ।

বাংলা সাহিত্যেও ফ্যান ফ্রিকশন এর জনপ্রিয়তা কিছু কম নয়। স্বয়ং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখে গিয়েছেন তার কালজয়ী সৃষ্টি 'তারানাথ তান্ত্রিক'। তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সুযোগ্য বিভূতি পুত্র তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও লিখেছেন তারানাথ তান্ত্রিক কে নিয়েই গল্প এবং বর্তমানে সেই একই বাবা ঠাকুরদার ধারা বজায় রেখে তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র তথাগত বন্দ্যোপাধ্যায়ও লিখেছেন তারানাথ তান্ত্রিক। এগুলো প্রায় সবই একপ্রকার ফ্যান ফিকশনের আওতাতেই পড়ে।শিশু সাহিত্যিক নারায়ণ দেবনাথ এর বিখ্যাত চরিত্র 'বাঁটুল দি গ্রেট'-এর ও ফ্যান ফিকশন হয়েছে টেলিভিশনের জি বাংলা চ্যানেলের পর্দায়। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত নারায়ণ দেবনাথ সৃষ্ট চরিত্র 'বাটুল দি গ্রেটের' প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ জানিয়ে পরিচালক অরিজিত ভদ্র ধারাবাহিকভাবে নির্মাণ করেছিল 'বাটুল দি গ্রেট' যা জি-বাংলায় প্রতি রবিবার সকাল দশটায় সম্প্রচারিত হতো। শক্তিমান বাটুল দি গ্রেটের চরিত্রের ওপর নতুন কল্পনা শক্তি প্রয়োগ করে এই চরিত্রটিকে গোয়েন্দা চরিত্রে রূপান্তরিত করে অরিজিত ভদ্র দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রতি রবিবার ধারাবাহিকভাবে টেলিভিশনে সম্প্রচারিত করেছিল এই অনুষ্ঠানটি।

তবে এখন বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের অডিও স্টোরি জগতে মুড়ি-মুড়কির মত ফ্যান ফিকশনের ছড়াছড়ি। তারানাথ থেকে শুরু করে ফেলুদা, ব্যোমকেশ শার্লক, কোন কিছুরই ফ্যান ফিকশন আর বাদ রাখিনি কোন ইউটিউব চ্যানেল। বর্তমানে পরিসংখ্যান অনুযায়ী আনুমানিক একশটিরও বেশি বাংলা অডিও স্টোরি চ্যানেল রয়েছে। প্রতিটি চ্যানেল রেভিনিউ অর্জন করার জন্য এখন অরিজিনাল গল্পের থেকেও ফ্যান ফিকশন গল্পগুলি বেশি আপলোড করেন নিজের চ্যানেলে। এর ফলে একপ্রকার প্রবাদ প্রতীম গল্পকার গুলির সৃষ্টিগুলিকে সম্মান দেওয়া হচ্ছে বটে কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে এই ধরনের ফ্যান ফিকশন তৈরি হওয়ার ফলে কোয়ালিটি বা মানের দিক থেকে এই কল্পকাহিনী গুলি একেবারেই পড়ে যাচ্ছে। যার ফলে টাইম ফিকশানের গল্পের প্লট অত্যন্ত দুর্বল এবং শীর্ণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে ।

সাম্প্রতিক বাংলা ইউটিউব চ্যানেলগুলি কেবলমাত্র রেভিনিউ অর্জনের জন্য যেমন তেমন করে বিভিন্ন ফ্যান ফিকশন লিখে উপস্থাপিত করছে যা একেবারে শ্রুতি মধুর নয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাতে কপিরাইট এর আওতায় না পড়ে তার জন্য ফ্যান ফ্রিকশনের মূল চরিত্র গুলির নাম পরিবর্তন করা হচ্ছে যার ফলে নামগুলি হয়ে উঠছে বিকৃত যা কোনপ্রকারেই কাম্য নয়।

লেখকদের ফ্যান ফিকশন লেখার প্রতি আরো ধৈর্যশীল হওয়া উচিত যাতে সুগঠিত প্লট বুনন করা সম্ভব হয় এবং ফ্যান ফিকশনের চরিত্রদের যা বাস্তব লেখক লেখিকার চরিত্র থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠে এসেছে এগুলিকে সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত করতে সক্ষম হয়।

আলোচনার কেন্দ্রে হরমুজ প্রণালী

অশোক সেনগুপ্ত

না, তরমুজ নয়। হরমুজ। ওটা একটা প্রণালী। সরু জলপথ যা পশ্চিমের পারস্য উপসাগরকে*পূর্বে*ওমান উপসাগর ও আরব সাগরের সাথে সংযুক্ত করেছে এবং আরব উপদ্বীপ থেকে

ইরানকে পৃথক করেছে। এই মুহূর্তে অনেকের নজর ও এই জলপথের দিকে।

ইরান হরমুজ প্রণালীকে সংঘাতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে। তবে, কেবল ইরান এই প্রণালী নিয়ন্ত্রণ করে না। এর উত্তর দিকের সীমান্তে ইরান। এর মধ্যে কিছু দ্বীপও তারা নিয়ন্ত্রণ করে। তবে, এই প্রণালীর সীমানা রয়েছে ওমান এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাথেও।

সমুদ্রপথের বিকল্প হিসেবে এই প্রণালী তৈরী করা হয়েছিল। ১ম শতকের নাবিকদের জন্য লেখা গাইডবুক এরিত্রিয়ান সাগরের পেরিপ্লাস-এ পারস্য উপসাগরের প্রবেশপথের বর্ণনা রয়েছে। সেখানে প্রণালীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। প্রণালীর নামটি পারস্যের রাজা দ্বিতীয় শাপুর-এর মা*ইফরা হুরমিজদ-এর নাম থেকে এসেছে বলে অনেকের ধারণা। ওই রাজা ৩০৯ থেকে ৩৭৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কেউ আবার বলেন, ১০ম থেকে ১৭শ শতাব্দীর মধ্যে এখানে হরমুজ রাজ্য*ছিল। তার থেকে এই প্রণালীর নাম এসেছে।

ইতিহাসবিদ ও ভাষাবিদদের একাংশের মতে, 'হরমুজ' নামটি এসেছে স্থানীয় ফারসি শব্দ 'হুর-মঘ' থেকে, যার অর্থ খেজুর গাছ। হুরমোজ ও মিনাব এলাকার স্থানীয় উপভাষায় এই প্রণালিকে এখনও 'হুরমঘ' বলা হয়, যার অর্থও ওই রকমই।

এই সামুদ্রিক পথ আন্তর্জাতিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ খনিজ তেলবাহী জাহাজ যাতায়াতের এটিই একমাত্র পথ। বিশ্বব্যাপী পেট্রোলিয়াম পরিবহনে এই প্রণালীর কৌশলগত গুরুত্ব অত্যধিক।

জলপথটির সবচেয়ে সরু অংশের দৈর্ঘ্য ২১ মাইল এবং প্রস্থ দুই মাইল। মার্কিন জ্বালানি তথ্য প্রশাসন কর্তৃপক্ষের মতে, ২০০৯ সালে সমুদ্রপথে বৈশ্বিক খনিজ তেল বাণিজ্যের ৩৩ শতাংশ হরমুজ প্রণালী দিয়ে হয়েছে। ২০১৯ সালে হরমুজ প্রণালী দিয়ে এক দিনে এক কোটি ৯০ লক্ষ ব্যারেল খনিজ তেল পরিবাহিত হয়। এ অঞ্চল দিয়ে তেল পরিবহন নির্বিঘ্ন রাখতে

মার্কিন যুদ্ধজাহাজ নিয়মিত পাহারা দিচ্ছে।

হরমুজ প্রণালী দিয়ে পরিবাহিত তেলের বেশির ভাগই এশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যায়। জাপানের আমদানিকৃত তেলের তিন-চতুর্থাংশ হরমুজের ওপর দিয়ে নিয়ে যায়। আর চীনের আমদানিকৃত তেলের অর্ধেকই আসে হরমুজ প্রণালী হয়ে। হরমুজ দিয়ে প্রতিদিন ২০ লাখ ব্যারেলের মতো তেলজাত দ্রব্য রফতানি হয়। এর সঙ্গে আছে তরলীকৃত গ্যাসও।

ভারতের বার্ষিক প্রয়োজনের প্রায় ৯০% অপরিশোধিত তেল আমদানি করতে হয়। যার মধ্যে ৪০ শতাংশের কিছু বেশি আসে উপসাগরীয় দেশগুলি থেকে। ভারতে প্রয়োজনের ৩৫ শতাংশ পাঠিয়ে তালিকায় দু'নম্বরে রয়েছে রাশিয়া। বাকিটা পাঠায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আফ্রিকা এবং বাকি দেশগুলি।

বিশেষজ্ঞদের দাবি, হরমুজ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেলে ভারতে ব্যারেল প্রতি তেলের দর ১২০ ডলার বা তার বেশি স্তরে পৌঁছে যেতে পারে। যা অবশ্যই নয়াদিল্লির তেল আমদানির বিল আকাশছোঁয়া করে দেবে। যার বড় প্রভাব পড়বে ঘরোয়া বাজারে, তেলের দরে। সেক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থার কথা এখন থেকেই ভাবা শুরু করতে হবে। ভারতের তেল মন্ত্রকের তথ্য অবশ্য বলছে, ভারতের দৈনিক চাহিদার ভিত্তিতে ৭৪ দিন ব্যবহারের সমান সঞ্চিত আছে। ফলে, সেই অর্থে এখনও দেশে তেলের কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

পরিসংখ্যান বলছে, ইরান যদি তাদের হরমুজ প্রণালী দিয়ে কন্টেনারবাহী জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেয়, ভারতের তেল আমদানির ৪০% এবং প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানির ৫৪% ব্যাহত হবে।

সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মতো বৃহৎ তেল উৎপাদনকারী দেশের কাছে হরমুজ প্রণালী এড়িয়ে বিকল্প পাইপলাইন পথে জ্বালানি সরবরাহ করার পরিকাঠামো আছে। কিন্তু তা দিয়ে হরমুজরে সমান পরিমাণ তেল পাঠানো সম্ভব নয়। এ ছাড়া, তারা মরশুমি ক্রেতা ভারতকে এমতাবস্থায় কতটা তেল পাঠাতে আগ্রহী হবে, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।

একদিন

আমার বাংলা

EKDIN, KOLKATA, 20 JUNE 2025, PAGE 5

কলকাতা, ২০ জুন ২০২৫

বাংলায় শান্তির ভোট! উৎসবের মেজাজে সম্পন্ন নদিয়ার কালীগঞ্জ উপনির্বাচন

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: রাজ্যে এই প্রথম হিংসা ছাড়া নির্বাচন সম্পন্ন নদিয়ার কালীগঞ্জের উপনির্বাচন যেন উৎসবে পরিণত হয়েছে। সেরকম একটি চিত্র দেখা গেল কালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনে। কালীগঞ্জের হাটগাছা অঞ্চলের হাটগাছা প্রাথমিক বিদ্যালয় বুথগুলিতে দেখা গেল ভোটারদের উৎসাহ। এই বিদ্যালয়ে ৮০/২০৯ নম্বর বুথে ভোটারদের লম্বা লাইন সকাল থেকে। বৃষ্টির জন্য প্রথম ঘণ্টাখানেক ভোটাররা আসতে পারেননি। এবার বোধহয় বাংলায় শান্তির ভোট। বৃষ্টি উপেক্ষা করেই ছাতা মাথায় লম্বা লাইন দেখা গেল হাটগাছা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। নির্বাচনের দিন সকাল সকাল তৃণমূল প্রার্থী আলিফা আহমেদ মীরা বালিকা বিদ্যালয়ে নিজের ভোট দিলেন, একই সঙ্গে জানালেন জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী তিনি। আলিফা জানান, সিপিআইএম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী কিংবা বিজেপি তার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ দাদাকে সঙ্গে নিয়ে ভোট দিতে আসেন পলাশীর মীরা বালিকা বিদ্যানিকেতনের ৮০/২৯ নং বুথে। ভোট দেওয়ার পর তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানান, শুধুমাত্র বিরোধীদের সঙ্গে লড়তে হচ্ছে এমনটা নয়, এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার বিরুদ্ধেও আমাদের লড়াই। আলিফা জানান, কালীগঞ্জে আমাদের সংগঠন খুব শক্তিশালী, তাছাড়াও আমারা এলাকার প্রত্যেক মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করেছি, তাই জেতার ব্যাপারে আমি ভীষণ আশাবাদী। সাংসদ মহুয়া মৈত্র গোটা নির্বাচনে দেশের বাইরে ছিলেন। মহুয়া মৈত্র কথা জানতে চাওয়া হলে তৃণমূল প্রার্থী আলিফা বলেন, মহুয়া দি একটু ব্যক্তিগত কারণে দেশের বাইরে আছেন, সবসময় আমাদের কাজ মনিটর করে চলেছেন। অন্যদিকে, ভোটদান করার পর কালীগঞ্জের বিজেপি প্রার্থীর মধ্যমা আঙুল দেখানোয় বিতর্ক চরমে। সকাল আটটা নাগাদ কালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী আশিস ঘোষ ভোট দিতে আসেন দেবগ্রাম দ্বারকানাথ কান্তিকুমারী গার্লস হাইস্কুলের ১৭৩ নম্বর বুথে। ভোট দিয়ে বেরিয়ে আসার পর ভোটের কালি সহ আঙুল দেখাতে গিয়ে তিনি তার মধ্যমা আঙুল দেখিয়ে কিছু ইশারা করেন। এই ছবি সংবাদমাধ্যমে ও সোশ্যাল মিডিয়ায় সম্প্রচারিত হওয়ার পরেই ওঠে তুমুল বিতর্কের ঝড়। কালীগঞ্জ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয় বিজেপির কালচার এরকম নিম্নমানের। প্রথমদিকে বিজেপি নেতৃত্ব এই ঘটনাকে বিশেষ পাত্তা দিতে চায়নি, তারা বলেন, ভোট দিয়ে বেরোনোর পর আশিস ঘোষ সংবাদমাধ্যমকে ছবি তোলার জন্য পোজ দিয়েছেন। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যায়, বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন তারা, যদিও বা মধ্যমা আঙুল দেখানো নিয়ে নির্বাচনের আচরণবিধিতে কোনও নির্দেশিকা উল্লেখ নেই। এই ঘটনা বিজেপি প্রার্থী পুরোপুরি দোষ চাপান ভোট কর্মীদের দিকে। তারাই ইচ্ছাকৃতভাবে নাকি মধ্যমা আঙুলে কালি দিয়ে দিয়েছেন। এদিনে তিনি নির্বাচন কমিশনে নালিশ করবেন বলেও জানান। এদিন গোটা কালীগঞ্জের বিভিন্ন বুথের ভেতরে একদিকে যেমন কেন্দ্রীয় বাহিনী, অন্যদিকে রাজ্য পুলিশের নিরাপত্তা ছিল চোখে পড়ার মতো। কালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের ৩০৯টি বুথে এদিন ভোট গ্রহণ পর্ব সম্পন্ন হয়। কালীগঞ্জে মোট ভোটার সংখ্যা ২ লক্ষ ৫২ হাজার ৬৭০ জন। এদের মধ্যে এক লক্ষ ৩০ হাজার ৩৬৩ জন পুরুষ ভোটার এবং মহিলা ভোটারের সংখ্যা ১ লক্ষ ২২ হাজার ৩০৩ জন। অনন্য ৪ জন। কালীগঞ্জ বিধানসভায় ১৬৫ নম্বর বুথ চট্টগ্রাম কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে মডেল বুথ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেখানে সেলফি জোন থেকে শুরু করে বিভিন্ন পরিষেবা মিলছে। তাছাড়াও দুটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে মহিলা ভোট কর্মী দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। সেখানে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ভোট কর্মী দ্বারা পরিচালিত হয়েছে এই বুথগুলো।

কাঁকসায় সরকারি জমি দখলের অভিযোগ মাফিয়াদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: এক দল জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে সরকারি জমি দখলের অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কাঁকসায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তারা সকলেই বিজেপি করে। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই অস্বস্তিতে পড়ে বিজেপি নেতৃত্ব।

জানা গিয়েছে, কাঁকসার সুভাষপল্লি এলাকায় একটি সরকারি জমি দীর্ঘদিন ধরে ফাঁকা অবস্থায় পড়েছিল। হঠাৎ স্থানীয়রা দেখেন, বেশ কিছু ব্যক্তি সেখানে পিলার পুঁততে শুরু করেছেন। বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর করতে গিয়ে স্থানীয়রা জানতে পারেন ফাঁকা ওই জায়গাটি সরকারি সম্পত্তি। এরপরেই জমিদখল করতে আসা ব্যক্তিদের সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে স্থানীয়রা জানতে পারেন, তারা সকলেই বিজেপির সঙ্গে যুক্ত।

স্থানীয়রা বিষয়টি জানতে পেরে প্রতিবাদে নামেন। এই বিষয়ে জেলা ও ব্লক প্রশাসনকে লিখিত অভিযোগ জানান। এই বিষয়ে বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি রমন শর্মা জানিয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা। এই ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনও যোগ নেই। এই বিষয়ে কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের যুব সভাপতি কুলদীপ সরকার জানিয়েছেন, বিজেপির এটাই কালচার। সরকারি জমি কোনও মতেই বেদখল হবে না। প্রশাসন এই বিষয়ে কড়া ব্যবস্থা নেবে।

মধ্যমগ্রামের ছাপাখানায় ইডি হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: মধ্যমগ্রামের ছাপাখানায় বৃহস্পতিবার ইডির হানা। সম্প্রতি বিহারে কনস্টেবল নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত করতে গিয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ওঠে, সেই প্রশ্নপত্র ছাপা হয়েছিল এই মধ্যমগ্রামের ছাপাখানায়। সেই তদন্ত করতে গিয়ে ২০২৪ সালের নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রসঙ্গ উঠে আসে তদন্তকারী আধিকারিকদের হাতে। এরপরেই আদালতের নির্দেশে তদন্তভারের দায়িত্ব নেয় ইডি। এই প্রশ্নপত্র ফাঁসের পিছনে আর্থিক দুর্নীতি তদন্ত করতেই ইডি আধিকারিকেরা মধ্যমগ্রাম থানার ১৪২ ওল্ড যশোর রোড গঙ্গানগর মিত্র কমপ্লেক্সের ব্লেসিং সিক্রেট প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড হানা দেয়।

বাগনানে লরির ধাক্কায় ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা, মৃত ৪, জখম ২৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: বৃহস্পতিবার সাত সকালেই এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় চার জনের মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় আরো ২৫ জন জখম বলে জানা গিয়েছে। মৃতদের নাম, পূর্ণেন্দু ভৌমিক (৩০) বাড়ি শ্যামপুরের বাছড়িতে। কুণাল বসু (৩৬) বাড়ি বাগনানের খালোরে, প্রীতম মাঝি (২২) ইঞ্জিনিয়ারিংএর ছাত্র, বাড়ি বাগনানের পানিত্রাসে। শেখ হাসিবুর রহমান (৩৫) বাড়ি বাগনানের রূপাসগোড়ী। জানা গিয়েছে, সকাল সাতটা নাগাদ হাওড়ার বাগনান থানা এলাকার বাগনান লাইব্রেরি মোড়ে শ্যামবাজারগামী একটি বেসরকারি বাস যখন শ্যামবাজার যাচ্ছিল তখন ১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে কোলাঘাটগামী একটি লরি সিগনাল না মেনে বাসটিকে ধাক্কা মারে। মুহূর্তে বাসটি ঘুরে যায়। বাস থেকে ছিটকে পড়ে যাত্রীরা। আশপাশের লোকজন ছুটে এসে আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে প্রথমে বাগনান হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই দু'জনের মৃত্যু হয় পরে উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আরো দু'জনের মৃত্যু হয়। এই দুর্ঘটনার খবর শুনে বাগনান হাসপাতালে আসেন বাগনান কেন্দ্রের বিধায়ক অরুণাভ সেন। জখমদের চিকিৎসা তদারকি করেন। উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যান মন্ত্রী পুলক রায়। এই ঘটনায় ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের প্রায় ঘণ্টা খানেক যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে অবশ্য ১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়। এদিকে মর্মান্তিক এই ঘটনার জেরে বাগনান জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এদিকে বাগনান এলাকার মানুষের অভিযোগ, দীর্ঘ ধরেই লাইব্রেরি মোড় এলাকায় একটি ফ্লাইওভারের দাবি জানানো হয়েছে। ১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ ও করা হয়েছে। কিন্তু এনএইচ ১৬ কর্তৃপক্ষ কথা দিয়েও কথা রাখেনি। জমি জটের ধুঁয়ো তুলে বন্ধ করা হয়েছে এই পরিকল্পনা। অন্যদিকে 'নাকের বদলে নরুন'-মতো একটি আন্ডারপাশের দাবি তোলা হয়েছে। চলছে গণস্বাক্ষর। কিন্তু এই এলাকায় কেন এত দুর্ঘটনা, গাফিলতি কোথায় তা খুঁজতেই হিমসিম খাচ্ছে পুলিশ।

ইরানে আটকে দেগঙ্গার ১১ পর্যটক, ভারতে ফেরানোর আর্জি জানিয়ে সরকারের দ্বারস্থ পরিবারগুলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা: ইরানে ধর্মীয়স্থানে ভ্রমণে গিয়ে আটকে ৫ জন ও পড়াশোনা করতে গিয়ে আটকে ৬ জন। দেগঙ্গার বাসিন্দা মোট ১১ জন আটকে ইরানে। চরম উদ্বিগ্নে পরিবারের সদস্যরা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার সরকারের কাছে পরিবারের আকুতি ইরানে আটকে থাকাদের ফিরিয়ে আনার। উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গার চৌরাশি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢালিপাড়া থেকে তিনটি পরিবারের ৫ সদস্য সহ মোট ১১ জন গিয়েছেন ইরানের পড়াশোনা ও ধর্মীয়স্থান জিয়ারাত দর্শনে করতে। কিন্তু হঠাৎ করেই ইরান ইজরায়েল যুদ্ধ পরিস্থিতিতে তারা ইরানে আটকে পড়েছেন। সঠিকভাবে মিলছে না জল, খাবার। শুধু তাই নয় সেখানকার পরিস্থিতি যে ক্রমশই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে তা টিভিতে চোখ রেখেই টের পাচ্ছেন পরিবারের সদস্যরা। মাঝেমধ্যে কথা হলেও তা এক মিনিট পেরচ্ছে না। গত ১৭ তারিখ থেকে সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছন্ন। শুধু তাই নয়, ইন্টারনেট পরিষেবাও বিচ্ছিন্ন। ফলে, চূড়ান্ত দুশ্চিন্তায় ভুগছেন ঢালিপাড়ার এই পরিবারগুলি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঢালিপাড়ার গফুর আলি গায়েন ও তাঁর স্ত্রী সুকরান বিবি, সাহিদ আলি গায়েন ও তাঁর স্ত্রী মুসলিমা বিবি এবং পড়শি আক্রাম হোসেনরা। গত ৩০ মে তাঁরা প্লেনে চড়ে গিয়েছিলেন ইরানে। ফেরার কথা ছিল ১৮ জুন। কিন্তু, হঠাৎ করেই সপ্তাহখানেক আগে শুরু হওয়া যুদ্ধ পরিস্থিতির দরুণ দুর্বিপাকে পড়ে গিয়েছেন তিনটি পরিবারের ৫ সদস্য সহ ১১ জন। জল থেকে শুরু করে খাবার সব কিছুরই চূড়ান্ত সংকট তৈরি হয়েছে বলেই জানতে পেরেছেন পরিবারের সদস্যরা। বিস্ফোরণে আওয়াজ কার্যত দিশাহীন করে দিয়েছে প্রত্যেককেই। তাই, বাড়ি ফেরা কবে হবে তা এখনও অজানা প্রত্যেকের কাছে। আক্রাম তাঁর দুই সন্তানকে বাড়িতে রেখে ইরানে গিয়েছেন। স্ত্রী সালমা বিবি কার্যত দিশাহারা হয়ে বলেন, কিছুই চাই না আমি। আমার একটাই আকুতি রাজ্য সরকার স্বামীকে সুস্থ অবস্থায় বাড়ি ফেরানোর ব্যবস্থা করুক। অন্যদিকে শাহিদ আলির ছেলে হোসেন মেহেদি হতাশার সুরে বললেন, বাবা-মা সহ পড়শি মোট পাঁচজন গিয়েছেন ইরানের ধর্মীয় স্থানে। কিন্তু এখন এই অবস্থা। যোগাযোগও করতে পারছি না। আমরা প্রশাসন ও রাজ্য এবং কেন্দ্র দুই সরকারের কাছে বিষয়টি জানিয়েছি। আময়াদের একটাই আবেদন আমাদের এলাকার ১১ জনকেই সুস্থ অবস্থায় বাড়ি ফিরিয়ে আনা হোক।

টানা বৃষ্টিতে জলের তলায় সবজি খেত, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কামারপুকুর বদনগঞ্জ রোডে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: নিম্নচাপের প্রভাবে তিন দিনের বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হল আরামবাগ মহকুমার গোঘাট ২ ব্লকের পশ্চিম প্রান্ত। চলছে নিম্নচাপের জেরে বর্ষণ। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রের খবর, সাতদিনের নিম্নচাপ ঘনীভূত হয়েছে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে। আর টানা বৃষ্টির জেরে এরই মধ্যে গোঘাট দু'নম্বর ব্লকের পশ্চিম পাড়া অঞ্চলের রঙ্গবতী ও তারাজুলি খালের মিলন স্থলের যে সেতু সেটি ইতিমধ্যেই পারাপারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। মাত্র কয়েকদিন আগেই এই সেতু ভেঙে পড়ে এবং তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সংস্কারের কাজ করা হয়। আপাতত ফের সেই সেতুর ওপর দিয়ে পারাপার করা যাচ্ছে না। টানা তিন দিনের বর্ষণে প্লাবিত এলাকা। পাশাপাশি সবজি খেত জলের তলায়, ব্যাপক জলে প্লাবিত ওই সমস্ত এলাকা। আর তাতেই মাথায় হাত কৃষকদের। বছরের অধিকাংশ সময়েই প্রকৃতি যেন কৃষকদের উপর বিরূপ। ক্ষতিগ্রস্ত বিঘার পর বিঘা তিল ও সবজি। এখনও কৃষকরা সকলেই তিল আদায় করতে পারেননি। আর সেই কাটা তিল ভেসে যাচ্ছে জলের তোড়ে। শুধু তাই নয় ক্ষতি হয়েছে সবজি চাষেও। এমনই পরিস্থিতি গোঘাট দু'নম্বর ব্লকের পশ্চিম পাড়া ও তৎসংলগ্ন এলাকায়। যারা সবজি চাষ করেছেন তাদেরও মাথায় হাত। ইতিমধ্যেই পচতে শুরু করেছে সবজি। সব মিলিয়ে নিম্নচাপের জেরে যে বর্ষণ তাতে আম জনতা থেকে শুরু করে কৃষক সকলেরই মাথায় হাত। অপর দিকে কামারপুকুর থেকে বদনগঞ্জ ভায়া পশ্চিমপাড়া রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ। পুলিশ এসে রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে দিয়েছে। বিপদ হওয়ার আগেই গোঘাট থানার পুলিশ এই ব্যবস্থা নিয়েছে। ফলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন গোঘাটের বহু এলাকা। গোটা এলাকা জল মগ্ন। ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের মধ্যে শেখ মহম্মদ আলি, শেখ সামেদ আলি, দামু হাঁসদা, জানমহম্মদ ভাঙ্গি সহ একাধিক জনের বহুল পরিমাণে ক্ষতি হয়েছে। তাদের বক্তব্য, এক টানা বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি থামার কোনও লক্ষণ নেই। আর কোনও ভাবেই বাঁচানো যাবে না তিল। বিঘের পর বিঘে ডুবেছে সবজি খেত।

আসন্ন শ্রাবণী মেলা প্রস্তুতি হিসাবে শেওড়াফুলি নিমাই তীর্থ ঘাট, হাতিশালা ঘাট এবং শুভতলা ঘাট পরিদর্শনে রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না। উপস্থিত ছিলেন, হুগলি জেলাশাসক মুক্তা আর্য-সহ হুগলি জেলা প্রশাসনের আধিকারিকবৃন্দ।

৪২ দিন টানাপোড়েনের পর বাবা-মায়ের কাছে ফিরল শিশু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ৪২ দিনের টানাপোড়েন শেষে বাবা-মায়ের কাছে ফিরল শিশু। গত ৫ মে হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় আড়াই বছরের শিশুকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে ভর্তি করেছিলেন তার বাবা-মা।

চক বাঁশবেড়িয়া মন্দিরতলার বাসিন্দা অশোক জেনা ও তাঁর স্ত্রী অনুপমার ছোট মেয়ে ইশা। অশোকবাবু বাঁশবেড়িয়ার একটি জুটমিলের শ্রমিক। মেয়েকে ভর্তি করে মা অনুপমাদেবী ওড়িশা চলে যান তাঁর মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে। দু'দিন চিকিৎসার পর সুস্থ হলে ইশাকে ছুটি দিয়ে দেয় হাসপাতাল। মা-বাবা অনুপস্থিত থাকায় হাসপাতাল থেকে শিশুকে আনতে গিয়েছিলেন তাঁর জ্যাঠা বটকৃষ্ণ। অভিভাবক কে, তা নিয়ে বিভ্রান্তির জেরে হাসপাতাল থেকে একরত্তি শিশুর ঠাঁই হয়েছিল হোমে।

ভর্তির সময় অভিভাবকের এক নাম, ছুটি করিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন অন্যজন! হাসপাতালের তরফ থেকে চাইল্ড লাইনকে বিষয়টি জানানো হয়। চাইল্ড লাইন দ্রুত

পদক্ষেপ করে। শিশুটির দায়িত্ব নেয় চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি। কমিটি তাকে নবগ্রাম হোমে রাখে। আর মাঝে কেটে যায় ৪২ দিন। শিশুটির অভিভাবক ওডিশা থেকে ফিরে এসে মেয়েকে ফিরে পাওয়ার জন্য আবেদন করেন। কোনও ভাবেই কিছু না হওয়ায়, পরে জুটমিলের এক শ্রমিক নেতার মাধ্যমে যোগাযোগ হয় বাঁশবেড়িয়া পুরসভার দশ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দুর্গা রাওয়ের সঙ্গে। কাউন্সিলর বাঁশবেড়িয়ার ভাইস চেয়ারম্যান শিল্পী চট্টোপাধ্যায়কে বিষয়টি জানান।

শিল্পী হুগলি জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ আইনজীবী নির্মাল্য চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলেন। আইনজীবী CWC-র চেয়ারপার্সন মণিদীপা ঘোষের সঙ্গে কথা বলেন শিশুটিকে তার অভিভাবকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে। কিন্তু জটিলতা তৈরি হয়। শিশু নাকি তার মা-বাবাকে চিনতে পারছে না, সেটাই জানানো হয় হোমের তরফে। CWC জানিয়ে দেয় শিশুটিকে অভিভাবকহীন ঘোষণা করা হবে। অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) অমিতেন্দু পাল ডিএসডব্লিউর সঙ্গে আলোচনা করেন। অবশেষে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে শিশুটিকে ফিরে পান তার মা বাবা। স্বভাবতই খুশি শিশুর পরিবার। শিশুটির বাবা বলেন, সামান্য ভুল বোঝাবুঝির জন্য মেয়েকে বাবা-মাকে ছেড়ে হোমে থাকতে হল।

কাউন্সিলর দুর্গা রাও বলেন, 'আমরা বিষয়টা জানার পরেই শিশুকে ফেরানোর উদ্যোগ নিয়েছি। আমরা গরিব সাধারণ মানুষের পাশে সব সময় থাকি। শিশুটিকে আমরা ফিরে পেয়েছি।' আইনজীবী নির্মাল্য চক্রবর্তী বলেন, শিশুটি তার জেঠু-জেঠিমার ঘরেই বেশিরভাগ সময় থাকে। তাদের মা-বাবা বলেও ডাকে। হাসপাতালে ভর্তির পর তাকে যখন ছুটি দেওয়া হয় সেই জেঠুই তাকে আনতে গিয়েছিল, আর তা থেকে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।

ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া BOI Bank of India Relationship beyond banking

সংশোধনী

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ অধীনে এই সংবাদপত্রে ১৯.০৬.২০২৫ তারিখে প্রকাশিত আমাদের বিজ্ঞাপনে ক্রম নং ৩ অধীনে পড়তে হবে ক) শাখার নাম : "উখড়া শাখা", খ) দাবি নোটিশের তারিখ "০৯.০৯.২০২৩" এবং গ) দখলের তারিখ "১৩.০২.২০২৪"- ক) বার্নপুর শাখা, খ) ০৬.০৬.২০২৪ এবং গ) ২৩.০৯.২০২৪ এর পরিবর্তে। এবং ক্রম নং ৫ অধীন শাখার নাম পড়তে হবে "বিবেকানন্দ কলেজ মোড় শাখা"-- চিত্তরঞ্জন শাখার পরিবর্তে।

পূর্বের বিজ্ঞাপনের অন্যান্য সকল নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
২য় এবং ৩য় ফ্লোর, ১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
কলকাতা-৭০০০০১

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(১) অধীন]

যেহেতু:
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার ২৯.০৩.২০২৫ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, ঋণগ্রহীতা- **যথার্থ ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড, ঠিকানা- ৬৭/২৬ স্ট্র্যান্ড রোড ক্রস রোড ১৩/১, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, শ্রী পঙ্কজ কুমার রাজগারিয়া, (ডিরেক্টর/বন্ধকদাতা), ঠিকানা- ১৮৮/১৬ মানিকতলা মেইন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৫৭, এছাড়াও ঠিকানা- ৬৭/২৬ স্ট্র্যান্ড রোড ক্রস রোড ১৩/১, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, শ্রীমতি পূজা রাজগারিয়া ডিরেক্টর, ঠিকানা- ১৮৮/১৬ মানিকতলা মেইন রোড, কলকাতা-৭০০ ০৫৭, এছাড়াও ঠিকানা- ৬৭/২৬ স্ট্র্যান্ড রোড ক্রস রোড ১৩/১, কলকাতা- ৭০০ ০০৬,** আমাদের **চৌরঙ্গী রোড শাখায়** যাদের লোন অ্যাকাউন্ট আছে, -কে **৩৮,৯৭,৫৭০/- টাকা (আটত্রিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার পাঁচশো সত্তর টাকা মাত্র) ২৯.০৩.২০২৫ অনুযায়ী** উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নেবর্ণিত সম্পত্তিগুলি **১৯ জুন, ২০২৫** তারিখে দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে সম্পত্তিগুলি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য এবং সম্পত্তিগুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে **৪২,১৭,৫২৬.০০/- টাকা (বিয়াল্লিশ লক্ষ সতেরো হাজার পাঁচশো ছাব্বিশ টাকা মাত্র) ১৮.০৬.২০২৫ অনুযায়ী** এবং তদুপরি সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর চার্জ সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সারফেইসি অ্যাক্টের সেকশন ১৩ (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বিবরণ / ঠিকানা / নং	সীমানা এলাকা
মৌজা- তারধা, গ্রাম- হরপুর পূর্ব পাড়া, দাগ নং- ২৩০৫ (জমির এলাকার পরিমাপ ২৫ কাঠা, ১২ ছটাক ২০ বর্গফুট। দাগ নং- ২৩০৬ (জমির এলাকার পরিমাপ ২৪ কাঠা ১০ ছটাক ২০ বর্গফুট), দাগ নং- ২৩০৭ (জমির এলাকার পরিমাপ ৮ কাঠা ২ ছটাক) এবং দাগ নং- ২৩০৮ (জমির এলাকার পরিমাপ ১১ কাঠা ৭ ছটাক) জমির ধরণ: বাস্তুতে রূপান্তরিত।	**সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তরে:** রাস্তা দ্বারা; **দক্ষিণে :** আরএস দাগ নং- ২৩০৫ দ্বারা; **পূর্বে :** আর এস দাগ নং - ২৩০৮ দ্বারা; **পশ্চিমে :** আরএস দাগ নং- ২৩০৫ দ্বারা।

তারিখ : **১৯.০৬.২০২৫**, স্থান : **কলকাতা** স্বা/- **অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি. এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১

(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
শ্রী মহ ইব্রাহিম শেখ এবং শ্রীমতী সালিনা বেগন	ক) ২৩১০৮৪৩ টাকা বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২১০৩০০১১০৯৫৮৯৮, ৩০.০৬.২০২৩ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.১১.২০২২ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) এবং ৩০০১৮ টাকা বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২১০৩০০১১০৯৫৯২৪ ৩০.০৬.২০২৩ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.১১.২০২২ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) খ) ০৩.০৭.২০২৩ গ) ১৯.০৬.২০২৫

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ আনুমানিক ৩.২৫ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা : সন্তোষপুর, জেএল নং ৪০, এলআর খতিয়ান নং ৩০১১, প্লট নং ১৫৭৩/৪৩৬৮, থানা : ভরতপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, এবং তদস্থিত সমুদয় ভবন এবং নির্মাণ।

তারিখ : ২০.০৬.২০২৫, স্থান : পশ্চিমবঙ্গ স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

সংশোধনী
এই বিজ্ঞাপন ১৯.০৬.২০২৫ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে কিছু ভুল ছিল। এই ভুলের জন্য দুঃখিত
সঠিক বিষয় নিম্নোক্ত মতে :
সম্পদ বিক্রির বিজ্ঞপ্তি
সেফ কার্গো মুভার্স প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
(২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখের মাননীয় এনসিএলটি আদেশের মাধ্যমে লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার অধীনে একটি কোম্পানি)
কোম্পানির অফিস : ৭/১১/এ, বিজয়গড় কলোনি, যাদবপুর, কলকাতা-৭০০০৩২, পশ্চিমবঙ্গ
২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড অধীনে সম্পদের বিক্রয়

সাধারণ বিজ্ঞপ্তির তারিখ : ১৯ জুন ২০২৫
আবেদন এবং তথ্যাদি জমা দেবার শেষ তারিখ : ৩ জুলাই ২০২৫
ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ : ১৪ জুলাই ২০২৫
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ১৬ জুলাই ২০২৫
ব্লক অফিস স্পেস সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত
(প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)

কলকাতার মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নিযুক্ত লিকুইডেটর দ্বারা লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ **সেফ কার্গো মুভার্স প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)** মালিকানাধীন সম্পদ ও সম্পত্তি বিক্রি। ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা বিক্রয় করা হবে: **https://ibbi.baanknet.com**

বিক্রয়ের জন্য সম্পদ এবং সম্পত্তির প্রাথমিক বিবরণ লাখ টাকায়

সম্পদ/স্থান	ঠিকানা/এরিয়া	ব্লক নং	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি
অফিস স্পেস	অফিস স্পেস ২য়তলে পরিমাণ আনুমানিক ৫৩৬ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া ৬৪৩ বর্গফুট এসবিএ স্বত্বাধিকারী কোম্পানি উত্তর দিকে প্রেমিসেস নং ৭/১১/১এ, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুরসভা প্রেমিসেস নং ৮৫/৭/২০ মিনা পাড়া রোড, বিজয়গড়, পো : যাদবপুর, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৯৫, কলকাতা- ৭০০০৩২, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা।	১	২১.৪৭	২.১৪৭

দ্রষ্টব্য :
১. এই ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথিটি শুধুমাত্র আগ্রহী দরদাতাদের জন্য ইস্যু করা হয়েছে।
২. ইলেকট্রনিক নিলামে অংশগ্রহণের জন্য নিয়ম এবং শর্তাবলী, সময়সীমা ইত্যাদি ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথিতে দেওয়া আছে।
৩. সেফ কার্গো মুভার্স প্রাইভেট লিমিটেডের (লিকুইডেশনে) কোনও কার্যকর ওয়েবসাইট না থাকায়, ই-নিলাম প্রক্রিয়ার সময়সীমা, বিজ্ঞপ্তি, আপডেট এবং অন্যান্য বিবরণ https://baanknet.com/eauction-psb ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।
৪. দরপত্র জমা দিতে ইচ্ছুক দরদাতাদের ই-নিলাম পোর্টাল https://baanknet.com/eauction-psb-এ তাদের দরপত্র জমা দিতে হবে।
৫. কোম্পানির সম্পত্তি এবং সম্পদ **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যে অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** ভিত্তিতে বিক্রি করার প্রস্তাব করা হয়েছে এবং কোম্পানির প্রস্তাবিত সম্পদ বিক্রয়ের ফলে অন্য কোনও মালিকানা হস্তান্তর করা হবে না, হস্তান্তরের তারিখে কোম্পানির সম্পত্তিতে যে মালিকানা ছিল তা ব্যতীত। লিকুইডেটর কোম্পানির স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিতে কোনও ঘাটতি বা ত্রুটি বা ত্রুটির জন্য কোনও দায় গ্রহণ করবেন না।
৬. ই-নিলামের সময় লিকুইডেটর যেকোনো সময় যেকোনো শর্তাবলী পরিবর্তন করতে পারবেন।
৭. লিকুইডেটর যেকোনো সময় ই-নিলাম বাতিল করার অধিকার রাখেন।
ই-নিলামের বিস্তারিত শর্তাবলী এবং সম্পত্তির অন্যান্য বিবরণ https://ibbi.baanknet.com ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। যেকোনো ইচ্ছুক এবং আগ্রহী ক্রেতা এটি পরীক্ষা করে দেখতে এবং এর জন্য একটি দর জমা দিতে পারেন।
লিকুইডেটরের পক্ষে যোগাযোগকারী ব্যক্তি : সুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল
ইমেল আইডি cirp.scmpl@gmail.com টেলিফোন নম্বর, মোবাইল নম্বর +৯১ ৯৮৩০৫৮১৫৭৫/ ৭০০৩৬৬০৮৫৪

স্বা/-
সুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল
সেফ কার্গো মুভারস প্রাইভেট লিমিটেড-দেউলিয়াগ্রস্থ - লিকুইডেটর
আইবিবিআই রেজি. নং : IBBI/IPA-001/IP-P00825/2017-18/11401
এএফএ বৈধ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত
ঠিকানা : ভবানী এনক্লেভ, ৩ডি, ৯৯সি, গিরিশ ঘোষ রোড, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪, পশ্চিমবঙ্গ
surendraca@gmail.com

স্থান : হাওড়া
তারিখ : ১৯ জুন ২০২৫

TITAGARH RAIL SYSTEMS LIMITED formerly Titagarh Wagons Limited

টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড
CIN : L27320WB1997PLC084819
রেজিস্টার্ড অফিস : পোদ্দার পয়েন্ট, ১১তম তল, ১১৩ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৬, ভারত
কর্পোরেট অফিস : টিটাগড় টাওয়ারস, ৭৫৬ আনন্দপুর, ইএম বাইপাস, কলকাতা-৭০০১০৭, ভারত
ফোন : ৯১ ৩৩ ৪০১৯০৮০০, ইমেল : investors@titagarh.in ওয়েবসাইট : www.titagarh.in

নোটিশ

[কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("দি অ্যাক্ট") এর ধারা ১২৪(৬) অনুযায়ী বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল (আইইপিএফ) কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে শেয়ার স্থানান্তরের জন্য]

আইনের ১২৪(৬) ধারার প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে, যার অধীনে প্রণীত বিধিগুলির সাথে পঠিত হয়েছে, সময়ে সময়ে সংশোধিত হিসাবে, কোম্পানিকে সেই সমস্ত শেয়ার হস্তান্তর করতে হবে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট ("আইইপিএফ অ্যাকাউন্ট") যেগুলির বিষয়ে একটানা সাত বছর ধরে লভ্যাংশ দাবি করা হয়নি।
এই ধরনের শেয়ারহোল্ডারদের একটি তালিকা তাদের ফোলিও নম্বর বা ডিপি আইডি সহ - ক্লায়েন্ট আইডি, যারা টানা সাত বছর ধরে তাদের লভ্যাংশ নগদ/দাবি করেননি এবং যাদের শেয়ার আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য, কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত **https://www.titagarh.in/investors-information**-এ।
কোম্পানি ১৫ অক্টোবর ২০২৫-এর মধ্যে তাদের শেয়ারে দাবি না করা লভ্যাংশ দাবি করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদেরকে পৃথক নোটিশ পাঠিয়েছিল যাদের শেয়ার নিয়মানুযায়ী আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হতে পারে। কোম্পানি কোনো অনুরোধ পায়নি আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হওয়ার কারণে লভ্যাংশ/শেয়ার দাবি করার জন্য। যদি, ১৫ অক্টোবর ২০২৫-এর মধ্যে এই ধরনের শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে কোনও তথ্য না পাওয়া যায়, তবে পরবর্তী নোটিশ ছাড়াই সংশ্লিষ্ট নিয়ম অধীনে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে শেয়ারগুলি আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হবে।
প্রকৃত আকারে ইক্যুইটি শেয়ারগুলি যা আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য দায়বদ্ধ, যদি থাকে, নতুন শেয়ার শংসাপত্র ইস্যু করে এবং সেগুলিকে ডিম্যাট ফর্মে রূপান্তর করে স্থানান্তর করা হবে। নতুন শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করার পরে, পুরানো সার্টিফিকেট বাতিল হয়ে যাবে। ডিম্যাট আকারে রাখা এবং আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করার জন্য দায়বদ্ধ ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য, কোম্পানি ডিপোজিটরিগুলির সাথে যোগাযোগ করবে এবং এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে দাবি না করা লভ্যাংশের পরিমাণ এবং আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে উল্লিখিত নিয়ম অনুসারে স্থানান্তরিত শেয়ারের ক্ষেত্রে কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনও দাবি করা যাবে না। আপনি আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় আবেদন করে দাবি না করা লভ্যাংশের পরিমাণ এবং আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত শেয়ার দাবি করতে পারেন।
যদি আপনার কোনও প্রশ্ন থাকে বা এই বিষয়ে কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হয়, অনুগ্রহ করে মাহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, ইউনিট : টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড, ২৩, আরএন, মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন ০৩৩-২২৪৮২২৪৮; ০৩৩-২২৪৩৫০২৯; ইমেল : **mdpldc@yahoo.com** এর সাথে যোগাযোগ করুন।

টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
আদিত্য পুরোহিত
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৯.০৬.২০২৫

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা
বি-৮/৩৫ (সিএ), আইটিআই মোড়, ঘোষপাড়া, কল্যাণী
পোঃঅঃ- কল্যাণী, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১ ২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধি দেখুন]
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদার(গণ) -কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার) এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **১৪.০৭.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", " যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বকেয়া রাশি **২,৯৮,৪০,৩৫৫.৪৩ টাকা** (দুই কোটি আটানব্বই লক্ষ চল্লিশ হাজার তিনশত পঞ্চান্ন টাকা এবং তেতাল্লিশ পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই + এমওএক্স/এমএলই = ১,৯৩,৫৯,৩৫৬.৮৭ টাকা + ৯৫,০১,১৪৬.৬২ টাকা + ৯,৭৩,৮৫১.৯৪ টাকা) ০৫.০৩.২০২৫ অনুযায়ী তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ সহ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা, (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য **মেসার্স এস.ডি. এন্টারপ্রাইজ (অংশীদার- ১, শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস ও অংশীদার- ২, শ্রীমতী দীপালি বিশ্বাস) (ঋণগ্রহীতা)**, বাগমোড় রাণী রাসমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩১৪৫ -এর থেকে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	ক) ১. **শ্রীমতী দিপালী বিশ্বাস,** স্বামী- শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস **(এইচবিএল- ৫০১৭৬৬৬৬৮৩০ এবং এইচবিএল- ৫০২৯১৯২৪০০৬-এর ঋণগ্রহীতা তথা জামিনদার তথা বন্ধকদাতা)** বাগমোড় রানী রাসমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। ২. **শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস,** পিতা- শম্ভুচরণ বিশ্বাস **(এইচবিএল- ৫০১৭৬৬৬৬৮৩০ এবং এইচবিএল - ৫০২৯১৯২৪০০৬ এর ঋণগ্রহীতা তথা গ্যারান্টার)** বাগমোড় রানী রাসমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। ৩. **মেসার্স এস.ডি. এন্টারপ্রাইজ (পার্টনার -১: শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস এবং পার্টনার ২: শ্রীমতী দীপালি বিশ্বাস) (ঋণগ্রহীতা)** বাগমোড় রানী রাসমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। ৪. **শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস,** পিতা- শম্ভুচরণ বিশ্বাস **(মেসার্স এস.ডি. এন্টারপ্রাইজের অংশীদার তথা গ্যারান্টার)** বাগমোড় রানী রাসমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। ৫. **শ্রীমতী দিপালী বিশ্বাস,** স্বামী- শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস **(মেসার্স এস.ডি. এন্টারপ্রাইজের অংশীদার তথা গ্যারান্টার তথা জামিনদার)** বাগমোড় রানী রাসমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। **খ) কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা**	**শ্রীমতী দিপালী বিশ্বাস** স্বামী- সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস **এর নামে থাকা** জমি ও ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার বিক্রয় দলিল নং. ৮৩১ তারিখ- ৩১.০১.২০১৩ এবং বিক্রয় দলিল নং. ৮৩২ তারিখ ৩১.০১.২০১৩ হোল্ডিং নং ৭১/৫৯/৮০ বাগমোড় রানি রাসমনি ঘাট রোড, পোস্ট- কাঁচরাপাড়া, থানা- বিজপুর জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা ওয়ার্ড নং ২ হালিশহর পৌরসভার অধীনে। এলাকা- ৩.১২৫ কাঠা (মোট ৪৪২৫ বর্গফুট)। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- ২০ ফুট চওড়া রানী রাসমনি ঘাট রোড, দক্ষিণে- মিউনিসিপ্যাল ড্রেন, পূর্বে - ১০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা, পশ্চিমে- মিউনিসিপ্যাল ড্রেন দ্বারা ।	**২,৯৮,৪০,৩৫৫.৪৩ টাকা** (দুই কোটি আটানব্বই লক্ষ চল্লিশ হাজার তিনশত পঞ্চান্ন টাকা এবং তেতাল্লিশ পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই + এমওএক্স/এমএলই = ১,৯৩,৫৯,৩৫৬.৮৭ টাকা + ৯৫,০১,১৪৬.৬২ টাকা + ৯,৭৩,৮৫১.৯৪ টাকা) **০৫.০৩.২০২৫** অনুযায়ী তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ সহ	**ক) ১,০৬,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (এক কোটি ছয় লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) ১০,৬০,০০০.০০ টাকা** (দশ লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র) **গ) ৫০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30101515060** **ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা** **চ) বাস্তবিক দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ১৪.০৭.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন। সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ অংশীদার(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ১৯.০৬.২০২৫ / স্থান : কল্যাণী আই.ই. অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বৃষ্টিতে ডুবল গন্ধেশ্বরী নদীর সেতু, বিচ্ছিন্ন মানকানালি, ক্ষোভ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: নিম্নচাপের টানা দু'দিনের বৃষ্টিতে জলের তলায় চলে গেল বাঁকুড়া থেকে মানকানালি সংযোগকারী রাস্তার ওপর থাকা গন্ধেশ্বরী নদীর মানকানালি সেতু। বুধবার থেকেই সেতুর ওপর দিয়ে তিন ফুট থেকে চার ফুট উচ্চতায় প্রবল বেগে জল বইতে শুরু করে। এর ফলে ওই সেতুর ওপর দিয়ে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে মানকানালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা।

নিম্নচাপের জেরে গত মঙ্গলবার থেকে বাঁকুড়ায় বৃষ্টি শুরু হয়। দফায় দফায় সেই বৃষ্টিতে বাড়তে শুরু করে গন্ধেশ্বরী নদীর জলস্তর। লাগাতার বৃষ্টিতে গন্ধেশ্বরী ফুঁসতে শুরু করে। মানকানালির কাছে বাঁকুড়া মানকানালি সড়কের ওপর থাকা সেতু দিয়ে বেগে বইতে থাকে জল। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ওই সেতুর ওপর দিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দেয় প্রশাসন। বন্ধ হয়ে যায় ওই সেতুর উপর দিয়ে বাস চলাচলও।

এর জেরে বাঁকুড়া সদর শহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে মানকানালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪ থেকে ১৫টি গ্রাম। এই গ্রামগুলির মানুষ শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য সমস্ত বিষয়েই নির্ভরশীল বাঁকুড়া সদর শহরের উপর। কিন্তু সেতু জলের তলায় চলে যাওয়ায় এখন চূড়ান্ত দুর্ভোগে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বাঁকুড়া শহরে যাওয়ার বিকল্প রাস্তা প্রায় ৩০ কিলোমিটার ঘুরপথ হওয়ায় নিতান্ত প্রয়োজনে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ডুবে থাকা সেতু দিয়েই পারাপার করতে বাধ্য হচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এই ঘটনায় রাজ্য সরকারের সমালোচনায় মুখর হয়েছে বিজেপি। বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব হয়েছে, বর্ষা এলেই রাজ্যের সেতুগুলির করুণ দশা সামনে আসে। জল হোক বা আগুন; সব ক্ষেত্রেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। এবার অন্তত রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গকে গুরুত্ব দিক। বর্তমানে প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হলেও, স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে দ্রুত বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

বিচ্ছিন্ন জামবনি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: চিল্কিগড়ে ডুলুং নদীর কজওয়ের উপর দিয়ে জল বয়ে যাওয়ায় জামবনি ব্লকের সঙ্গে জেলা শহর ঝাড়গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ভারী বৃষ্টির ফলে জলস্তর অনেকটাই বেড়েছে ডুলুং নদীতে। এরফলে জামবনি ব্লকের চিল্কিগড়, গিধনী এলাকার প্রায় ২০ টি গ্রামের বাসিন্দারা দুর্ভোগে পড়েছেন। এমনিতেই একটু ভারী বৃষ্টি হলে ডুলুং নদীতে জল বেড়ে চিল্কিগড়ের ওই নদীর উপর থাকা কজওয়েটি ডুবে যায়। ফলে ঝাড়গ্রাম থেকে জামবনি ব্লক পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ওই এলাকার বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি, চিল্কিগড়ে ডুলুং নদীর ওপর একটি সেতু নির্মাণের। স্বাধীনতার ৭৫ বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এখনো সেতু নির্মাণ না হাওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার বাসিন্দারা।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বর্ধমান আঞ্চলিক কার্যালয়ে গ্রাহক সংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরে অবস্থিত ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার আঞ্চলিক কার্যালয়ে এক বিশেষ গ্রাহক সংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার শম্পা বিশ্বাস, আঞ্চলিক প্রধান গয়ালাল মাজি এবং ডেপুটি জোনাল ম্যানেজার অলোকরঞ্জন দাশ।

এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রাহকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন ও তাঁদের অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। অনুষ্ঠানে ঋণ এবং আমানত উভয় শ্রেণির গ্রাহকদের সংবর্ধনা জানানো হয়। ঋণগ্রাহকদের হাতে ৭০ কোটি টাকার ঋণ অনুমোদনপত্র ও গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়, অন্যদিকে আমানতকারীদের গাছের চারা ও স্মারক দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

এছাড়াও, এই অনুষ্ঠানে দু'টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বেতন অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি চুক্তি হয় বাঁকুড়া উন্নয়নী ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সঙ্গে। ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতেও এই ধরনের গ্রাহকমুখী উদ্যোগ নিয়মিত ভাবে নেওয়া হবে, যাতে গ্রাহক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হয় এবং ব্যাঙ্কের পরিষেবার পরিধি আরও বিস্তৃত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ম্যানেজার উৎপল কুমার পাঠক।

সন্দেশখালির প্রতিবাদী পিয়ালী দাসকে হুমকি

পুলিশের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: সন্দেশখালিতে তৃণমূলের বহিষ্কৃত নেতা শেখ শাহজাহানের অপরাধমূলক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো মহিলাদের অন্যতম মুখ পিয়ালী দাস। আর সেই প্রতিবাদের জেরে তাঁকে তৃণমূল কংগ্রেস ও রাজ্য পুলিশের তরফে লাগাতার হুমকি ও প্রলোভনের মুখে পড়তে হচ্ছে বলে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু বলেন, গত কয়েক দিন ধরে তৃণমূলের তরফে পিয়ালী দাসকে নানা প্রলোভনের মাধ্যমে নিজেদের দলে ভেড়ানোর চেষ্টা চলছিল। কিন্তু তিনি সেই ফাঁদে পা দেননি। এরপর তৃণমূলের ছত্রছায়ায় থাকা পুলিশ প্রশাসনকে দিয়ে তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। তিনি আরও দাবি করেন,পিয়ালী দাস যেহেতু মাথা নত করেননি, তাই সন্দেশখালি থানার ওসি বলাই ঘোষ তাঁকে হোয়াটসঅ্যাপ কল করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন, হুমকি দেন। ওই হুমকি তিনি সরাসরি নিজের নম্বর থেকে না দিয়ে স্থানীয় ভিলেজ পুলিশ বিশ্বজিৎ দাসের হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করে দেন। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও পিয়ালী দাস যে নিজ অবস্থানে অনড়, তার জন্য তাঁকে কুর্নিশ জানান শুভেন্দু। তাঁর কথায়, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সমালোচনা করে শুভেন্দু বলেন, আমরা বারবার বলেছি, রাজ্যে তৃণমূলের অস্তিত্ব টিকে রয়েছে শুধু পুলিশ, জেহাদি ও দুষ্কৃতীদের জোরে। সাধারণ মানুষের কোনও সমর্থন নেই। পিয়ালী দাসের ঘটনা আবার প্রমাণ করল; এই চোর-ডাকাতদের রাজত্ব আর বেশিদিন চলবে না, বদল হবেই।

বর্ষায় হাট ব্যবসায়ীদের ছাতা উপহার পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: কথায় আছে বর্ষার ছাতা ও শীতের কাঁথা মানুষের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। সেই বর্ষায় বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচাতে হাট ব্যবসায়ীদের ছাতা উপহার দিলেন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ। ছাতা পেয়ে খুশি ব্যবসায়ীরা। বিধায়ক জানালেন, ১২টি অঞ্চলে প্রত্যেকটি হাটে ব্যবসায়ীদের ছাতা উপহার দেওয়া হবে।

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত প্রতিটি ঋতুতে হাটে পসরা নিয়ে বসেন ব্যবসায়ীরা। মাথায় নেই ছাদ বা স্থায়ী কোনও কাঠামো। তাই খোলা আকাশের নীচে বসেই চলে কেনাবেচা। হাট ব্যবসায়ীরা সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েন বর্ষাকালে। বৃষ্টিতে ভিজে করতে হয় কেনাবেচার কাজ। এবার সেই সব হাট ব্যবসায়ীদের সমস্যার কথা চিন্তা করে তাঁদের পাশে দাঁড়ালেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। বৃহস্পতিবার দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের লাউদোহা হাটে প্রায় ২০০ ব্যবসায়ীর হাতে তুলে দিলেন বড় আকারের ছাতা। এই ছাতার নীচেই যেমন শাকসবজি বৃষ্টির জল থেকে রক্ষা পাবে, তেমনই রক্ষা পাবেন ব্যবসায়ীরাও। এদিন ছাতা উপহার পেয়ে হাট ব্যবসায়ী গোসাই কর্মকার, সেখ ইসরাইলরা বলেন, বর্ষায় যখন তখন বৃষ্টি নামে, খুব সমস্যা হয়। ছাতা পাওয়ায় সেই সমস্যা লঘু হবে। বিধায়ক নরেন্দ্রনাথবাবু বলেন, পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা এলাকায় ছ'টি অঞ্চলে সবকটি হাটের ব্যবসায়ীদেরই ছাতা উপহার দেওয়া হবে। এদিন লাউদোহা হাটে দেওয়া হল, এর আগে হরিপুর ও কেন্দ্রা হাটে দেওয়া হয়েছে । আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই বাকি হাট গুলিতে ছাতা বিতরণ করা হবে।

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, শ্যামসুন্দর শাখা অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এর ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৭.০৩.২০২৫ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী গোলাম মোর্তাজা মজুমদার** কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১৫৩৭৫৩৫.৪২ টাকা (পনের লাখ সাঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশ পঁয়ত্রিশ টাকা এবং বিয়াল্লিশ পয়সা এবং সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) টাকা** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন **১৭ জুন ২০২৫ তারিখে**।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া নিকট বকেয়া পরিমাণ **১৫৩৭৫৩৫.৪২ টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ**।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জেএল নং ১১৬, এলআর এবং আরএস প্লট নং ১২৮৬, এলআর খতিয়ান নং ২০১৬, থানা : মাধবডিহি, জেলা : পূর্ব বর্ধমান।
চৌহদ্দি : উত্তরে : অসপিয়া মজুমদারের সম্পত্তি। দক্ষিণে : গোলাম মোর্তাজা মজুমদার এর সম্পত্তি। পূর্বে : ৮ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রোড। পশ্চিমে : আব্বাস মজুমদারের সম্পত্তি।

তারিখ- ১৭.০৬.২০২৫
স্থান - শ্যামসুন্দর
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

অশোক বেরা পিতা ফণিভূষণ বেরা, ফ্ল্যাট নং ৪এ, ৪র্থ তল (পুরনো ২/১৯৫এ, বিজয়গড়) বর্তমানে ৭৪/২/২৫৫ শ্রী রামঠাকুর রোড, থানা - যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৩২	**অশোক বেরা** পিতা ফণিভূষণ বেরা ২/১২৯ডি, বিজয়গড় কলোনি, বিজয়গড় মার্কেট, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৩২

রেফারেন্স নং SARB/SB/AKN/2025-26/179 — **তারিখ ০৬.০৬.২০২৫**
ম্যাডাম/প্রিয় স্যার,
বিষয়- স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
এ/সি - অশোক বেরা, HBL A/C: 38336572261, Suraksha A/C: 38338001329
আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ০২.০১.২০২৪ তারিখের নোটিশের প্রতি যা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এবং ২০.০৩.২০২৪ তারিখের প্রতীকী দখল নোটিশের ক্যাপশনযুক্ত অ্যাকাউন্টে জারি করা হয়েছে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, যদি আপনি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর বিধান অনুসারে ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ই-নিলামে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি উক্ত বিধির পরিশিষ্ট IV-A অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এবং নিয়ম ৯(১) এর অধীনে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।
বিক্রয় অধীন জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত :
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ১৩ বছরের পুরানো স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ৪এ, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৩০ বর্গফুট মোজাইক মেঝে, দুই বেডরুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং , এক কিচেন, দুই টয়লেট এবং এক বারান্দা অবস্থিত চারতলায় (সামনের অংশে) চারতলা ভবনে এবং অবিভক্ত বিভিন্ন অংশ জমির এবং অবিভক্ত সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত ই পি নং ৩৯১, এস পি নং ৫৬৯, সিএস প্লট নং ১৯২২(অংশ) এবং ১৯৩০ (অংশ), মৌজা : আরকপুর, জেএল নং ৩৯, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ডাক ঠিকানা ২/১৯৫এ, বিজয়গড়, কেএমসি প্রেমিসেস নং ৭৪/২/২৫৫। শ্রী রাম ঠাকুর রোড, থানা : যাদবপুর, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৯৬,বরো ১০, কলকাতা : ৭০০০৩২।
উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া সড়ক। দক্ষিণে : ১৬ ফুট চওড়া সড়ক। পূর্বে : অন্যান্যর সম্পত্তি। পশ্চিমে : অন্যান্যর সম্পত্তি।
সম্পত্তি অশোক বেরা এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ১৬০৫০২৩৬১-২০১৯ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, পৃষ্ঠা ৮৪২০৬-৮৪২৪০, ভল্যুম নং ১৬০৫-২০১৯, এডিএসআর আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
সংরক্ষিত মূল্য ২৮,০৫,০০০.০০ (আঠাশ লাখ পাঁচ হাজার টাকা) টাকা।
আমরা অবারও আপনাদের অবগতির জন্য জানাই ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩ এর উপ ধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ২০.০৬.২০২৫, স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

শ্রী কাঞ্চন দত্ত ঠিকানা - I-5, ৫ম তল, স্পন্দন অ্যাপার্টমেন্ট, ৩৮০/১, যশোর রোড, মধ্যমগ্রাম, কলকাতা - ৭০০১২৯	**শ্রীমতি দেবারতি দত্ত** ঠিকানা - I-5, ৫ম তল, স্পন্দন অ্যাপার্টমেন্ট, ৩৮০/১, যশোর রোড, মধ্যমগ্রাম, কলকাতা - ৭০০১২৯

রেফারেন্স নং SBI/SARB-South Bengal/2025-26/AK/162 — **তারিখ ০২.০৬.২০২৫**
ম্যাডাম/প্রিয় স্যার,
বিষয়- স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
এ/সি নাম - শ্রী কাঞ্চন দত্ত এবং শ্রীমতী দেবারতি দত্ত
ঋণগ্রহীতাগণের নাম : এ/সি নং - 39168880279(AUCA) (Loan A/C No.-61203612103)
আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি **২০.১২.২০২৩** তারিখের নোটিশের প্রতি যা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এবং **০৭.০৫.২০২৪** তারিখের স্বত্ব দখল নোটিশের ক্যাপশনযুক্ত অ্যাকাউন্টে জারি করা হয়েছে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, যদি আপনি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর বিধান অনুসারে ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ই-নিলামে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি উক্ত বিধির পরিশিষ্ট IV-A অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এবং নিয়ম ৯(১) এর অধীনে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।
বিক্রয় অধীন জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত :
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং জে-৪, চারতলায়, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১২২৮ বর্গফুট কমবেশি এবং এক কার পার্কিং স্পেস নং সিএস-৫, একতলায় সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৮৫ বর্গফুট কমবেশি হাউসিং কমপ্লেক্স নাম স্পন্দন অ্যাপার্টমেন্ট, সংশ্লিষ্ট সকলের ব্যবহারের সিঁড়ি, লিফট, প্রবেশপথ, চলার রাস্তা, নিকাশি, জলসরবরাহ, ফিক্সচার, ফিটিংস বৈদ্যুতিক এবং সুবিধাদি এবং অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ হোল্ডিং নং ৩৮০/১, যশোর রোড (দক্ষিণ), ওয়ার্ড নং পূর্বতন ২০, বর্তমান ওয়ার্ড নং ২২, মধ্যমগ্রাম পুরসভা অধীন, থানা : বারাসত,বর্তমানে মধ্যমগ্রাম, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, চৌহদ্দি : উত্তরে : করিডর, দক্ষিণে : ফ্ল্যাট নং এম। পূর্বে : খোলা জায়গা। পশ্চিমে : সড়ক।
সম্পত্তি রেজিস্ট্রিকৃত কাঞ্চন দত্ত এবং দেবারতি দত্ত নী মিত্র এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ১৩১৩১-২০১৩ সালের।
সংরক্ষিত মূল্য : ৪১.২১ লাখ টাকা।
আমরা অবারও আপনাদের অবগতির জন্য জানাই ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩ এর উপ ধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ২০.০৬.২০২৫
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ সুব্রত সাহা, ইমেল আইডি ঃ clo4.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৭৫৯১৩৭

পরিশিষ্ট IV-A
[রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ : ১৯.০৮.২০২৫
সময় ঃ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১৯.০৮.২০২৫** তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে'** এবং **'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** বিক্রি করা হবে **৩৮,৭২,০০,০০০ টাকা (আটত্রিশ কোটি বাহাত্তর লাখ) এবং ৩১.০৩.২০১২ থেকে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা **কে কে এন রাইস মিল প্রা. লি. রেজিস্টার্ড অফিস** ৬০বি, চৌরঙ্গি রোড, মুখার্জি এস্টেট, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০২০ এবং **জামিনদাতাগণ (ক) শ্রী কৌশিক কুমার নাথ,** ঠিকানা ৬৬২, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯ **খ) শ্রীমতী মনীষা নাথ,** ঠিকানা ৬৬২, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯ কাছ থেকে।
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১২.০৮.২০২৫ এবং সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
সম্পত্তির বিস্তারিত : ফ্ল্যাট নং ২/এ (দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে), পরিমাণ ৬৬০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ৩য়তলে ভবনের নাম : "শ্রীমা", ৯৫৮ পূর্বাচল রোড, ওয়ার্ড নং ১০৬, থানা : কসবা, কলকাতা -৭০০০৭৮, জেলা :দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।	১৮,০০,০০০.০০ টাকা	১,৮০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ২৫,০০০.০০	

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন **https://BAANKNET.com**
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ **PSB Alliance Pvt. Ltd.** সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে **NEFT/RTGS** স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে **support.baanknet@psballiance.com** বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ ঃ ২০.০৬.২০২৫
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI
আরএসিপিসি বেহালা (১৭৮৯৯)
বেহালা, জীবন তারা বিল্ডিং, তৃতীয় ফ্লোর, ২৩এ/৪৪এক্স,
ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা-৭০০০৫৩। ই-মেইল আইডি : sbi.17899@sbi.co.in

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: সুশান্ত বিভার, ই-মেইল আইডি : sbi.17899@sbi.co.in, মোবাইল নম্বর- ৯৬৭৪৭১২৫৮৭

পরিশিষ্ট-২ এ [রুল ৬(২) এর শর্তাবলী দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৬(২) এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে অস্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

ই-অকশনের তারিখ: ০৪.০৭.২০২৫
ই-অকশনের সময় : ৩০০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)-কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে হাইপোথিকেটেড/চার্জড আছে যার বাস্তবিক দখলদারী গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত ক্রেডিটর **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা **"যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"**-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **০৪.০৭.২০২৫** তারিখে সুরক্ষিত ক্রেডিটরের পাওনা **১০,০৩,৩৩৬/- টাকা** পুনরুদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য হবে **৬,৮৫,০০০/- টাকা** এবং বায়না টাকা জমা হবে **৬৮,৫০০/- টাকা**।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ, যদি থাকে, অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল

মাহিন্দ্রা বোলেরো নিও এন৮, রেজিস্ট্রেশন নম্বর- WBO6AB4374, **চেসিস নম্বর**- MA1NA2XZXR6A70916, **ইঞ্জিন নং**- XZR6A37512, **উৎপাদনের বছর**- ২০২৪

** আরটিও-তে গাড়ির মালিকানা হস্তান্তরের জন্য ব্যাঙ্ক বা তার কোনও অফিসার দায়ী থাকবে না।
বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরদের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন- **https: //www.bankeauctions.com**

তারিখ: ২০.০৬.২০২৫
স্থান: আরএসিপিসি বেহালা
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, আরএসিপিসি বেহালা

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

শ্রীমতী রুকিয়া খাতুন স্বামী মহ. ইরশাদ ইয়ায়ুব, ৪বি, তপসিয়া রোড, তিলজলা, কলকাতা - ৭০০০৩৯	**শ্রীমতী রুকিয়া খাতুন** স্বামী মহ. ইরশাদ ইয়ায়ুব, বনলতা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ২০৫, সেকেন্ড ফ্লোর, ব্লক বি, পোদরাহ, থানা - সাঁকরাইল, হাওড়া - ৭১১১০৯
শ্রী মুশতাক আহমেদ (জামিনদাতা) ৮এ, কুস্তিয়া রোড, রেডিয়েন্ট স্কুল কমপ্লেক্স, তিলজলা, কলকাতা - ৭০০০৩৯	**শ্রী মুশতাক আহমেদ (জামিনদাতা)** ৮ই, তপসিয়া রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯

রেফারেন্স নং SARB/SB/AKN/2025-26/180 — **তারিখ ০৬.০৬.২০২৫**
ম্যাডাম/প্রিয় স্যার,
বিষয়- স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
এ/সি - রুক্কাইয়া খাতুন, HBL A/C: 36715737048
আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি **২২.০৭.২০২৪** তারিখের নোটিশের প্রতি যা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এবং **২৩.১০.২০২৪** তারিখের প্রতীকী দখল নোটিশের ক্যাপশনযুক্ত অ্যাকাউন্টে জারি করা হয়েছে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, যদি আপনি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর বিধান অনুসারে ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ই-নিলামে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি উক্ত বিধির পরিশিষ্ট IV-A অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এবং নিয়ম ৯(১) এর অধীনে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।
বিক্রয় অধীন জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত :
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের প্ল্যাট রুম/ইউনিট নং ২০৫, তিনতলায়, ব্লক -বি, একসহ চার (জি-৪) তলা ভবনে নাম পরিচিত বনলতা অ্যাপার্টমেন্ট, এরিয়া ১০০০ বর্গফুট ফ্ল্যাট সহ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া তিন তলায় , তিন বেডরুম, এক লিভিং তথা ডাইনিং রুম, এক কিচেন, দুই টয়লেট, এক ব্যালকনি ইত্যাদি অবস্থিত মৌজা : পোদরা, আরএস দাগ নং ৪৬৪, আরএস খতিয়ান নং ৫১২,এলআর দাগ নং ৬০৮,এলআর খতিয়ান নং ৩৩৪৩, হাল খতিয়ান নং ৩৩৪৪, জেএল নং ৩৮, থানা : সাঁকরাইল, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১১০৯ জেলা : রেজিস্ট্রি অফিস : হাওড়া, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস রানিহাটি, এবং অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ।
উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ফ্ল্যাট নং ২০৪। পূর্বে : খোলা জায়গা। দক্ষিণে : খোলা জায়গা। পশ্চিমে : প্রবেশপথ, লিফট, সিঁড়ি এবং সকলের ব্যবহারের স্থান।
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : রুকিয়া খাতুন, উল্লেখ্য দলিল নং ০৫০১০৩১২১-২০১৭ সালের, ভল্যুম নং ০৫০১-২০১৭, নথিভুক্ত বুক নং ১, পৃষ্ঠা ৮৫৪১৯ থেকে ৮৫৪৫৬, জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস ডিএস আর হাওড়া।
সংরক্ষিত মূল্য : ২৫,৫৬,০০০.০০ (পঁচিশ লাখ ছাপ্পান্ন হাজার টাকা) টাকা।
আমরা অবারও আপনাদের অবগতির জন্য জানাই ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩ এর উপ ধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ২০.০৬.২০২৫, স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
(রুল ৮(১)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএআরবি কলকাতা শাখা অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২০.০১.২০২৫** তারিখে **ঋণগ্রহীতা - শ্রী পবন প্রসাদ, পিতা ব্রিজরাজ প্রসাদ, ঠিকানা ১/৭৩/এ, মীরপাড়া রোড, ভট্টনগর, থানা - লিলুয়া, জেলা হাওড়া, পিন - ৭১২২০৪** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৬৬,৯৫,৭৩৯.৪৪ টাকা (ছেষট্টি লাখ পঁচানব্বই হাজার সাতশ উনচল্লিশ টাকা এবং চুয়াল্লিশ পয়সা) ২০.০১.২০২৫ অনুযায়ী** এবং ২০.০১.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৮ জুন ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএআরবি কলকাতা শাখার নিকট বকেয়া **৬৬,৯৫,৭৩৯.৪৪ টাকা (ছেষট্টি লাখ পঁচানব্বই হাজার সাতশ উনচল্লিশ টাকা এবং চুয়াল্লিশ পয়সা) ২০.০১.২০২৫ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ।**
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম : পবন প্রসাদ, দলিল নং ১-৮৮৬৬-২০২৩ সালের।
মোট এরিয়া
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩বি, ৩য়তলে, উত্তর পূর্ব দিকে পরিমাণ এরিয়া কমবেশি ৮৫০ বর্গফুট এসবিএ, দুই বেড রুম, এক কিচেন, এক লিভিং তথা ডাইনিং রুম, দুই টয়লেট, এক ব্যালকনি, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির জমির যথাযথ ভাগ অংশ , লিফট এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিতমৌজা সুলতানপুর, জেএল নং ১০, তৌজি নং ১৭৩, উল্লেখ্য পুরসভা হোল্ডিং নং ১৬১, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২২৭৫/৩২৮০, আরএস খতিয়ান নং ৯৪২, এলআর খতিয়ান নং ৬৬১৮, রামকৃষ্ণ গড় রোড, পো : ইটালগাছা, থানা : দমদম, দমদম পুরসভা অধীন ওয়ার্ড নং ৩, কলকাতা -৭০০০৭৯, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৮ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক এবং খোকন পালের প্লট। দক্ষিণে : সমীর রায়ের প্লট । পূর্বে : শিবনাথ পালের প্লট। পশ্চিমে : ১০ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক।
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম : পবন প্রসাদ, দলিল নং ১-৪৮০-২০২৪ সালের।
মোট এরিয়া
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১বি, একতলা, উত্তর পূর্ব দিকে পরিমাণ এরিয়া কমবেশি কার্পেট এরিয়া ৬৫০.৭৯ বর্গফুট সমপরিমাণ ৮৫০ বর্গফুট এসবিএ, দুই বেডরুম, এক কিচেন , এক লিভিং তথা ডাইনিং রুম, দুই টয়লেট, এক ব্যালকনি, এবং অবিভক্ত সম্পত্তি জমির যথাযথ ভাগ অংশ , লিফট, সকলের জন্য সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত মৌজা সুলতানপুর, জেএল নং ১০, তৌজি নং ১৭৩, উল্লেখ্য পুরসভা হোল্ডিং নং ১৬১, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২২৭৫/৩২৮০, আরএস খতিয়ান নং ৯৪২,এলআর খতিয়ান নং ৬৬১৮, রামকৃষ্ণ গড় রোড, পো : ইটালগাছা, থানা : দমদম, দমদম পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩ অধীন, কলকাতা -৭০০০৭৯, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৮ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক এবং খোকন পালের প্লট। দক্ষিণে : সমীর রায়ের প্লট । পূর্বে : শিবনাথ পালের প্লট। পশ্চিমে : ১০ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক।

দ্রষ্টব্য - অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত পূর্বের সকল দখল নোটিশ বাতিল/প্রত্যাহার করা হল।

তারিখ - ১৮.০৬.২০২৫
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার,
এসবিআই, এসএআরবি কলকাতা

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

মহ. তাসনীম নাসির খান পিতা নসিমুদ্দিন খান, ২৮৩/এ/৩, বেলিলিয়াস রোড, খান সাহেব কুঠির নিকট, হাওড়া - ৭১১১০১	**মহ. তাসনীম নাসির খান** পিতা নসিমুদ্দিন খান, ফ্ল্যাট নং ৩০১ এবং ৩০২, ৪র্থ তল, ব্লক এ, মল্লিক অ্যাপার্টমেন্ট, মৌজা - পোদরাহ, থানা - সাঁকরাইল, হাওড়া - ৭১১১০৯

রেফারেন্স নং SARB/SB/AKN/2025-26/178 — **তারিখ ০৬.০৬.২০২৫**
ম্যাডাম/প্রিয় স্যার,
বিষয়- স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
এ/সি - তাসনীম নাসির খান, HBL A/C: 36458258249, Suraksha A/C: 36262076939
আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি **১৬.০৪.২০২৪** তারিখের নোটিশের প্রতি যা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এবং **১২.০৮.২০২৪** তারিখের প্রতীকী দখল নোটিশের ক্যাপশনযুক্ত অ্যাকাউন্টে জারি করা হয়েছে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, যদি আপনি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর বিধান অনুসারে ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ই-নিলামে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি উক্ত বিধির পরিশিষ্ট IV-A অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এবং নিয়ম ৯(১) এর অধীনে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।
বিক্রয় অধীন জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত :
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩০১ এবং ৩০২, চতুর্থতলে, ব্লক এ, পরিমাণ আনুমানিক ১৫৩১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ , চার বেডরুম, দুই বাথ রুম প্রিভি সহ , এক ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, এক কিচেন রুম এবং দুই বারান্দা ইত্যাদি ফ্ল্যাট চতুর্থতলে মল্লিক অ্যাপার্টমেন্ট নামে ভবনে , সিএস এবং আরএস দাগ নং ৪৬৩, এলআর দাগ নং ৬০৭, আরএস খতিয়ান নং ৪৮,এলআর খতিয়ান নং ২৫৮১, ২৫৮০, ২৫৭৭, ২৫৭৮, ২৫৭৯, মৌজা : পোদরা, জেএল নং ৩৮, থানা : সাঁকরাইল, জেলা : হাওড়া, পিন কোড : ৭১১১০৯, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস রানিহাটি, জেলা : হাওড়া, এবং জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস -১, হাওড়া এবং অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার। ফ্ল্যাট এর চৌহদ্দি : উত্তরে : খোলা জায়গা। দক্ষিণে : খোলা জায়গা। পূর্বে : খোলা জায়গা। পশ্চিমে : ফ্ল্যাট নং ৩০৩। সিঁড়ি এবং লিফট। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : মহ তাসনিম নাসির খান ।
উল্লেখ্য দলিল নং ০৫০১০৫০৯৫-২০১৮ সালের, ভল্যুম নং ০৫০১-২০১৮, নথিভুক্ত বুক নং ১, পৃষ্ঠা ১৬০৫০৬ থেকে ১৬০৫৫২, জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস ডিএসআর-১ হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।
সংরক্ষিত মূল্য : ৪১,৮৮,০০০.০০ (একচল্লিশ লাখ অষ্টাশি হাজার টাকা) টাকা।
আমরা অবারও আপনাদের অবগতির জন্য জানাই ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩ এর উপ ধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ২০.০৬.২০২৫
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

‘ইংরেজিতে কথা বলা মানুষরা শীঘ্রই লজ্জিত হবেন’

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন: সাম্প্রতিক সময়ে বারবার দেশের আঞ্চলিক ভাষাগুলির উপর হিন্দির আগ্রাসনের অভিযোগ উঠেছে। ভাষা বিতর্কে নাম জড়িয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র অমিত শাহ-র। এবার অমিত শাহ-ই আঞ্চলিক ভাষার গুরুত্ব বোঝাতে বললেন, দেশে যাঁরা ইংরাজিতে কথা বলেন, তাঁদের এবার লজ্জিত হতে হবে!

বৃহস্পতিবার একটি বইপ্রকাশ অনুষ্ঠানে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এমন মন্তব্য করার পাশাপাশি তাঁর এই মন্তব্যের ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। জানিয়েছেন, ভারতের ভাষাতাত্ত্বিক ঐতিহ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার সময় এসেছে। সে ক্ষেত্রে এমন একটি সমাজ গড়ে উঠবে, যেখানে কেউ ইংরেজিতে কথা বলতে লজ্জা পাবেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যোগ করেন, ‘আমাদের দেশ, সংস্কৃতি, ইতিহাসকে বুঝতে কোনও বিদেশি ভাষা সহায়ক হতে পারে না। আধসেদ্ধ বিদেশী ভাষা দিয়ে পূর্ণাঙ্গ ভারতের ধারণা করা যায় না।’ আরও বলেন, ‘আমি জানি লড়াইটা কত কঠিন। কিন্তু আমি এটাও জানি, ভারতীয় সমাজ এটা জিতবে। আমরা আমাদের ভাষাতেই দেশ চালাব।’ শাহ জানান, ২০৪৭ সালে উন্নত ভারত গড়ে তুলতে ভারতের ভাষাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

পুণেয় মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত ৯

পুণে, ১৯ জুন: বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল নাবালক-সহ ৯ জনের। বুধবার মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের পুণেতে। আহত হয়েছেন আরও ৩ জন। গোটা ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়।

ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, ‘পুণের পথদুর্ঘটনার খবর পেয়ে আমি গভীর শোকাহত। মৃতদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুক।’ প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আহতদের ৫০,০০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন সন্ধে ৬টা ৪৫ মিনিট নাগাদ জেজুরি-মোরগাঁও সড়ক পথের ধারে একটি ছোট ধাবায় ভিড় জমিয়েছিলেন বেশ কিছু মানুষ। সেই সময়ে একটি বেপরোয়া গাড়ি আচমকা ধাবায় ঢুকে পড়ে। পর পর ৯ জনকে ধাক্কা মারে গাড়িটি। চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৮ জনের। গুরুতর আহত অবস্থায় বাকি ৪ জনকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। পরে সেখানেই এক কিশোরের মৃত্যু হয়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, বাকি তিনজনের অবস্থা সঙ্কটজনক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। ইতিমধ্যেই ঘাতক গাড়িটিকে উদ্ধার করেছে তারা। গ্রেপ্তার করা হয়েছে চালককেও। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, যান্ত্রিক ত্রুটির জেরেই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাবায় ঢুকে পড়ে। তবে গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছন পুলিশ কর্তারা।

নগদ-কাণ্ডে বিচারপতি বর্মাকে অপসারণের সুপারিশ

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন: বিচারপতি যশবন্ত বর্মার বাসভবনেই ছিল রাশি রাশি ৫০০ টাকার নোটের স্তূপ! রিপোর্ট দিয়ে এ বার এমনটাই জানাল সুপ্রিম কোর্টের গড়ে দেওয়া তিন বিচারপতির তদন্ত কমিটি। সম্প্রতি ৫৫ জন প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান সংগ্রহের পর ৬৪ পৃষ্ঠার রিপোর্ট জমা দিয়েছে তারা। শুধু তা-ই নয়, বিচারপতি বর্মাকে অপসারণের সুপারিশও করা হয়েছে।

বিচারপতি বর্মার বাড়িতে প্রচুর নোট উদ্ধার হওয়ার পর থেকেই দেশজুড়ে রীতিমতো আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। দোলের ছুটি চলাকালীন বিচারপতি বর্মার বাড়িতে আগুন লাগে। তখনই তাঁর বাড়িতে বিপুল পরিমাণ নগদ পান দমকল কর্মীরা। এরপর বিচারপতির বাড়ির কাছে রাস্তা থেকেও পাঁচশো টাকার পোড়া নোট উদ্ধার হয়। এখনও পর্যন্ত ওই অর্থের উৎস জানা যায়নি। নিয়ম অনুযায়ী, শীর্ষ আদালতের ইন হাউস কমিটি পুরো বিষয়টির তদন্ত করছে। যদি ওই কমিটি মনে করে কোথাও বেনিয়ম হয়েছে, তাহলে আইন আইনের পথে চলবে।

সুপ্রিম কোর্টের ওই কমিটির রিপোর্টে স্পষ্ট বলা হয়েছে, বিচারপতি বর্মাকে ইমপিচ করার সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর মতো যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ওই রিপোর্ট শীর্ষ আদালতে জমা পড়ার পরই ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়া শুরু হবে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে স্বাধীন ভারতে এর আগে কোনও হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিকে ইমপিচ করা হয়নি। বিচারপতি বর্মাই সম্ভবত প্রথম বিচারপতি হিসাবে ইমপিচমেন্টের মুখে পড়তে চলেছেন।

যুদ্ধের মধ্যস্থতা চেয়ে তুরস্ক সফরে যেতে পারেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী

আঙ্কারা, ১৯ জুন: ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি চলতি সপ্তাহে সম্ভবত তুরস্কে যেতে পারেন। ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধ নিয়ে বৈঠক হতে পারে বলে তুরস্ক বিদেশ মন্ত্রণালয় সূত্রে খবর। জানা গিয়েছে, শনিবার ইস্তানবুলে ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) এর ৪০ জনেরও বেশি প্রতিপক্ষের সঙ্গে আরাগচির একটি বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে। অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রয়েছেন সৌদি আরবের যুবরাজ ফয়সালবিন ফারহান, কাতারের শেখ মহাম্মদ বিন আব্দুল রহমানবিন জসিম আল থানি এবং ইরাকের ফুয়াদ মোহাম্মদ হুসেন। ৫১তম ওআইসি বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে চলা যুদ্ধ বিষয়ক আলোচনা বলে মনে করা হচ্ছে।

ইরানের বিরুদ্ধে ইজরায়েলের বিমান হামলা নিয়ে আলোচনার জন্য একটি বিশেষ অধিবেশনও অনুষ্ঠিত হবে বলে সূত্রটি জানিয়েছে। গত সপ্তাহে ইরানে ইজরায়েলের হামলার নিন্দা জানানোর পর তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান ইহুদি রাষ্ট্রটিকে উস্কানির জন্য অভিযুক্ত করেছেন। এরদোগান এই সপ্তাহান্তে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে সংঘাত কমানোর উপায় নিয়ে আলোচনা করেছেন। ট্রাম্পের সঙ্গে কথোপকথনের পর, এরদোগান সোমবার ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের সঙ্গেও কথা বলেছেন, তেহরানের আমেরিকার সঙ্গে পারমাণবিক আলোচনায় ফিরে আসার জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন। তুরস্কের রাষ্ট্রপতি, রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন, কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান সহ আঞ্চলিক নেতাদের সঙ্গেও পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। যদিও এই বৈঠকের ফাঁকে ফিদান এবং আরাঘচি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়। ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, ইস্তানবুলের আগে, আরাঘচি শুক্রবার তার ইউরোপীয় প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করার জন্য জেনেভা যাবেন। পরে তিনি লন্ডন, ফ্রান্স এবং জার্মানির বিদেশ মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

রাজস্থানে বজ্রাঘাতে কৃষকের মৃত্যু

জয়পুর, ১৯ জুন: চলতি বছরে নির্ধারিত সময়ের এক সপ্তাহ আগেই রাজস্থানে প্রবেশ করেছে বর্ষা। বর্ষা শুরুর দিনেই নিম্বলা গ্রামে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়েছে এক কৃষকের। আবহাওয়া দপ্তর বৃহস্পতিবারের জন্য একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা জানিয়ে কমলা সতর্কতা জারি করেছে। ইতিমধ্যেই বুধবার দুপুরে রাজস্থানে আবহাওয়া দপ্তর বর্ষা আগমনের ঘোষণা করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে , বুধবার রাতে জয়পুরের অন্তর্গত নিম্বলা গ্রামে বৃষ্টির সময় বজ্রাঘাতে কৃষক দালারাম মীনার (৫২) মৃত্যু হয়। তখন তিনি মাঠের কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরছিলেন।

হরিয়ানায় পথদুর্ঘটনায় মৃত যুবক, আহত আরও এক

পানিপত, ১৯ জুন: হরিয়ানার পানিপতে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি ঘটেছে, বুধবার রাতে সেক্টর ২৫-২৯ মোড়ের কাছে জিটি রোডে। জানা গিয়েছে, একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেক্টর-২৯ মোড়ে এক বাইক আরোহীর পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, মৃত যুবকের নাম প্রিন্স। এদিন রাতে সে তার বন্ধু পারস সহ কাজ শেষে বাইকে ফিরছিলের। সেক্টর ২৫-২৯ মোড়ের কাছে জিটি রোডে একটি দ্রুতগতির বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পেছন থেকে ধাক্কা দিলে বাইকসহ দুইজন রাস্তায় ছিটকে পড়ে।

অপারেশন সিন্ধু: ইরান থেকে ফিরলেন ভারতীয় পড়ুয়ারা

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন: শুরু হল ‘অপারেশন সিন্ধু’। মধ্য প্রাচ্যে যে যুদ্ধ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে ইরান-ইজরায়েলের সংঘাতের জেরে, তার মাঝেই এই অভিযান। ইরানে আটকে থাকা ভারতীয়দের উদ্ধার করে আনা হল দেশে। প্রথম দফায় ১১০ জন ভারতীয় পড়ুয়া ফিরল দিল্লিতে। ইরান-ইজরায়েলের সংঘাতের পরই সেখানে আটকে পড়া ভারতীয়দের নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছিল। ভারত সরকারও হাত গুটিয়ে থাকেনি। ভারতীয়দের উদ্ধার করে আনার যথাসাধ্য চেষ্টা করছিল, কিন্তু ইরানের আকাশপথ বন্ধ থাকায় তা সম্ভব হচ্ছিল না। পরে ইরান সরকার সীমান্ত দিয়ে উদ্ধারকাজে সম্মতি দিতেই শুরু হল অপারেশন সিন্ধু।

জম্মু ও কাশ্মীরে টিউবওয়েলের খোড়া গর্তে পড়ে শিশুর মৃত্যু

বাডগাম, ১৯ জুন: গভীর জলের টিউবওয়েলের খোড়া গর্তে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক ছয় বছরের এক শিশুর। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার মধ্য কাশ্মীরের বাডগাম জেলার খানসাহেব এলাকায়।

জানা গিয়েছে, হারওয়ানির দুই ভাইবোন গভীর জলের টিউবওয়েলে পড়ে যাওয়া ফলে ছয় বছরের এক ছেলের মৃত্যু হয়েছে এবং তার ছোট বোনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে নিকটবর্তী একটি উপ-জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সরকারি সূত্র জানিয়েছে, মৃত শিশুর নাম বাসিত আহমেদ খান (৬) এবং তার পাঁচ বছরের বোন। টিউবওয়েলে পড়ে যাওয়ার পর দুই শিশুই অচেতন অবস্থায় পাওয়া যায় এবং তাদের পরিবার তাদের নিকটবর্তী একটি উপ-জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালের চিকিৎসকরা বাসিতকে মৃত ঘোষণা করেন এবং ছোট শিশু কন্যাকে চিকিৎসার জন্য শ্রীনগরের এসএমএইচএস হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

e-Tender Notice

N.I.e-T. No.: 10/2025-26/15th F.C (2nd Call) vide Memo No.: 350/Bh-I P.S., dated 16/06/2025, N.I.e-T. No.: 11/ 2025-26/5th S.F.C. (3rd Call) vide Memo No.: 355/Bh-I P.S., dated 18/06/2025 and N.I.e-T. No.: 12/2025-26/ 15th F.C. vide Memo No. 356/Bh-I P.S., dated 18/06/2025 has been published. Details of N.I.e-T: **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer, Bharatpur-I P.S., Murshidabad

Office of the DEBIPUR GRAM PANCHAYAT, Dhanirampur, Shibnagar, Murshidabad, 742306.

NIeT No-4/15 th CFC/DGP/2024-25, Memo No 398/2/EN (8) /DGP/2025, Dt 17.06.25.Last date of bid submission 24.06.25 upto 15. 00 hrs, Technical Bid opening date 27.06.25 at 10 hrs. For details visit website http://wbtender.gov.in

Sd /-
Prodhan, Debipur Gram Panchayat , Murshidabad.

OFFICE OF THE ISLAMPUR GRAM PANCHAYAT
(Under Jagatballavpur Panchayat Samity)
Notice Inviting Tender Under CFC Fund

NIT No: 220/NIET/IGP/15TH FC/2025, Dated 16/06/2025. Total 9 nos. of e-Tender has been invited on behalf of The Pradhan, Islampur GP. For more information visit **www. wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Islampur Gram Pnachayat

DHANPOTA GRAM PANCHAYAT E- TENDER
Magraghat-II Block, South 24 Parganas District
ABRIDGED NIT

On behalf of Dhanpota Gram Panchayat of Magraghat II Block under south 24 parganas dist. invites bids for 1nos Tubewell 3 no drain and 2 no pcc road vide NIT No.87,dated 20/06/2025 within the GP area. The Estimated Cost excluding GST & L. Cess are **Rs.197896/- Rs. 249910/- Rs. 129868/- Rs. 214174/. Rs. 166394/- Rs. 210447/-** respectively. The period of bid submission is **10 AM of 20th June to 2PM of 28th June 2025.** Tender opening **01/07/2025**

Sd/- Pradhan,
Dhanpota Gram Panchayat

OFFICE OF THE JYANGRA HATIARA II GRAM PANCHAYAT
(Under Rajarhat Panchayat Samiti)
NOTICE INVITING TENDER UNDER CFC-Untied

NIT No.: JH II/003 (25-26), Memo No.: JH II/440, Date: 16.06.2025. 1 (one) no. of E-Tender has been invited on behalf of Pradhan, Jyangra Hatiara No 2 Gram Panchayat. Details contact website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- **Prodhan**
Jyangra Hatiara No 2 Gram Panchayat

CHANDIGARH ROHANDA GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING E-TENDER

NIT No.: 336/NIT/CRGP/2025
Date: 17.06.2025

Bid submission **17.06.2025 to 24.06.2025 by 18:50 hours.** Opening Technical Bid on **27.06.2025 (surrounding 10:35 Hrs.)**. For detail information visit with Website : **https://wbtenders.gov.in/nicgep/app** and Tender Notice Board Chandiragh Rohanda Gram Panchayat.

Sd/- **Pradhan**
Chandigarh Rohanda Gram Panchayat

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS
Corrigendum for Extension of Date
NIQ-03 of 2025-26

Online Tender has been invited from bonafide agencies for Selection of an event management agency for procurement of souvenir items including packaging of all items in respect of Basirhat Municipality. e-Tender Closing Date: **25.06.2025 at 9.00 am.** Bid Opening Date: **27.06.2025 at 9.00 p.m.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** & **www.basirhatmunicipality.in**

Sd/- **Chairperson**
Basirhat Municipality

BIRNAGAR MUNICIPALITY
Tender Notice

Sl. No.	Name of Work	NIT No	Date of Publishing	Bid submission closing date online
1	Construction of Mukta Mancha at Librarypara Play ground at Ward No- 04 under Birnagar Municipality, Library Para, P.O.- Birnagar, P.S.- Taherpur, Dist- Nadia.	WBMAD/BM/3e/2025-26 Memo No- 289/PWD Dated: 18-06-2025	18.06.2025 at 04.00 PM	04.07.2025 at 03.55 PM

For details please visit www.wbtenders.gov.in & www.birnagarmunicipality.org

Partha Kumar Chatterjee
Chairman
Birnagar Municipality

Press Notice

E-Tenders are hereby invited from Bonafede experienced and reliable contractors for Construction of 14 no's scheme under PMKSY WDC 2.0 scheme in Purulia District on and from **20/06/2025 to 30/06/2025. Vide NIT- 09/PMKSY-WDC2-NRM/01/25-26** Details of timing, eligibility criteria etc. pl. visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Assistant Director of Agriculture
Baghmundi Block &
PIA, Kharkai & Subarnarekha Watershed

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/115/ 25-26 Dated 19.06.2025

E-Tenders are being Invited for : INSTALLATION OF 4 NOS OF 9 MTR OCTAGONAL MINI MAST STREET LIGHT EACH HAVING 5NOS OF 110W LED LIGHT FITTING (MODEL BVP192 LED 110 CW) IN THE FOLLOWING LOCATIONS IN WARD NO 32 . RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY UNDER SONARPUR UTTAR AC WARD NO 32. (I) JANAMANGAL TRIKON PARK (ii) LENIN NAGAR HARI MANDIR (iii) KEYABAGAN SAHAPARA.(iv)SREEPUR MUSLIM PARA JAME MASJID. (Estimated Scan No. 286961). a) Date of uploadation: **20.06.2025 at 11-00 hrs.** b) Tender Value: **Rs: 4,29,181.48/-.** c) Documents download starting date & time: **20.06.2025 at 11-00 hrs.** d)Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender: **27.06.2025 at 11-00 hrs.** e) Date & Time for Opening of Technical Bid: **01.07.2025 at 11-05 hrs.** f) Date & Time for Opening of Financial Bid: **To be notified**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in.**

S/D Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/117/ 25-26 Dated 19.06.2025

E-Tenders are being Invited for : INSTALLATION OF 4 NOS OF 9 MTR OCTAGONAL MINI MAST STREET LIGHT, EACH HAVING 5NOS OF 110W LED FLOOD LIGHT FITTING (MODEL BVP192 LED 110 CW) IN THE FOLLOWING LOCATIONS IN WARD NO 29. RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY UNDER SONARPUR UTTAR AC WARD NO 29. (i) KALITALA SUNNY CREAST (ii) MAZUMDERPARA SUNNY DEW (iii) GARIA STATION ROAD. (iv) GARIA CHAWL PATTY. (Estimated Scan No. 286961). a)Date of uploadation: **20.06.2025 at 11-00 hrs.** b) Tender Value: **Rs: 4,29,181.48/-.** c) Documents download starting date & time: **20.06.2025 at 11-00 hrs.** d)Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender: **27.06.2025 at 11-00 hrs.** e) Date & Time for Opening of Technical Bid: **01.07.2025 at 11-05 hrs.** f) Date & Time for Opening of Financial Bid: **To be notified.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in.**

S/D Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

OFFICE OF THE RAIPUR GRAM PANCHAYAT
VILL+P.O-SABDARNAGAR
P.S.–NOWDA✷DIST-MURSHIDABAD
TENDERNOTICE

E Tender is invited through online Bid System vide NIeT No: - 03/Raipur **GP/2025-26, 04/Raipur GP/2025-26 & 05/Raipur GP/ 2025-26 Vide Memo No. 302/ RGP/15th FC(Tied)/2025-26, 303/ RGP/15th FC(Tied)/2025-26 & 304/RGP/15th FC(Untied)/2025-26,** Dated:-16-06-2025, The Last date for online submission of tender is **26/06/2025 Upto 11.00 A.M.** For details, please visit website: - **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-, Prodhan
Raipur Gram Panchayat

OFFICE OF THE NATUNGRAM GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEVELOPMENT BLOCK
MURAGOAR, TALGACHI, MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail: natungramgp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No:NGP-06/2025-2026 Dated:19-06-2025.** The lastdate for online submission of tender is **28-06-2025 (Saturday) upto16:00 Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Sangita Roy
(Prodhan, Natungram G.P.

NOTICE

e-Tender are invited for execution of different WHS Scheme of vide NIT reference No **01/PMKSY- WDC2.0/ 11/ NRM/25-26** in the district Purulia. For details please visit **www.wbtender.gov.in,** Last date of submission of the tender is **23/06/2025 upto 03:00 p.m.**

Sd/-
PIA, Garga & Ijri Watershed, Purulia Asst. D. Agriculture, Joypur Block

NOTICE INVITING TENDER
WRI&DD. e-NIT

On behalf of the Governor of West Bengal the Executive Engineer (A-I), Burdwan (A-I) Division, Purta Bhaban 2nd Floor, Burdwan-713103, Dist. Purba Bardhaman invite 01 (one) no. e-Tender vide no. WRDD/ BDNAID/06/25-26 consisting of 01 (one) no. group from the experienced and bonafide resourceful agencies for “Annual maintenance work of Batayan inspection Bungalow at Suri, Birbhum under Burdwan (A-I) Division” having tender ID 2025_WRDD_867031_1. Last Date of Online submission: 27.06.25 up to 12.00 Noon. Details may be seen in the website **http://wbtender.gov.in** & office Notice Board.

Sd/-
Executive Engineer(A-I)
Burdwan (A-I) Division

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/118/ 25-26 Dated 19.06.2025

E-Tenders are being Invited for : INSTALLATION OF 4 NOS OF 9 MTR OCTAGONAL MINI MAST STREET LIGHT EACH HAVING 5NOS OF 110W LED FLOOD LIGHT FITTING (MODEL BVP192 LED 110 CW) IN THE FOLLOWING LOCATIONS IN WARD NO 31. RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY UNDER SONARPUR UTTAR AC WARD NO 31. (I) ANANDAPALLY SHOP OF BHAJAN (ii) MAHAMAYATALA GANGA (iii) LAKE GARDEN PALLY UNNAYAN SAMITY. (iv) ANGAN MORE. (Estimated Scan No. 286961). a)Date of uploadation: **20.06.2025 at 11-00 hrs.** b) Tender Value: **Rs: 4,29,181.48/-.** c) Documents download starting date & time: **20.06.2025 at 11-00 hrs.** d)Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender: **27.06.2025 at 11-00 hrs.** e) Date & Time for Opening of Technical Bid: **01.07.2025 at 11-05 hrs.** f) Date & Time for Opening of Financial Bid: **To be notified.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in.**

S/D Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/116/ 25-26 Dated 19.06.2025

E-Tenders are being Invited for : INSTALLATION OF 6 NOS OF 9 MTR OCTAGONAL MINI MAST STREET LIGHT,EACH HAVING 5NOS OF100W LED FLOOD LIGHT FITTING (MODEL BVP192 LED 110 CW) IN THE FOLLOWING LOCATIONS IN WARD NO 27. RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY UNDER SONARPUR UTTAR AC WARD NO 27.(i)14 PALLY KABARASTAN (IDEAL),(ii)UKHILA NURSHING COLLEGE MONTU SHOP, (iii) CHOTO KARBALA KABARSTAN, (iv) DAKSHIN KUMRAKHALI BHARTALA,(v)GREEN PARK BATTALA,(vi) NILACHAL COMPLEX 07 NO ROW(BASANTI APARTMENT(Estimated Scan No. 286961). a)Date of uploadation: **20.06.2025 at 11-00 hrs.** b) Tender Value: **Rs: 6,43,772.22/-.** c) Documents download starting date & time: **20.06.2025 at 11-00 hrs.** d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender: **27.06.2025 at 11-00 hrs.** e) Date & Time for Opening of Technical Bid: **01.07.2025 at 11-05 hrs.** f) Date & Time for Opening of Financial Bid: **To be notified.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in.**

S/D Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

NOTICE INVITING E-TENDER

Application are invited from Contractors/Agencies vide NIT bearing Memo nos.- **BGP/254/2025, Dated: 03/06/2025 (Sl no – 1,2,3)** of the undersigned for implementation for construction of covered pacca drain and bearing Memo nos.- **BGP/255/2025, Dated: 03/06/2025 (Sl no – 1)** for implementation for construction of CC Road and NIT bearing Memo nos.- **BGP/270/2025, Dated: 12/06/2025 (Sl no – 1)** for implementation for construction of CC Road from CFC Fund at different location under Bandipur Gram Panchayat.For details visit Office Notice Board and **wbtenders.gov.in**

Sd/- **Prodhan**
Bandipur Gram Panchayat
Barrackpore-II
North 24 Parganas

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/প্রোজেক্ট,** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন টেন্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে ই–টেন্ডার আহ্বান করছেন। টেন্ডারটি ১৭.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টের সময় খোলা হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নামঃ** ওসিসি, ডিএসইআর এবং ডিপোতে স্থাপিত সিস্টেম সহ গ্রীন লাইনের (এসভিএসএ–এসডিএইচএম) সম্পূর্ণ ফেজ। স্টেশনগুলির জন্য ডিসিএস সহ কিন্তু ইউপিএস ব্যতীত সিগন্যালিং সিস্টেমের জন্য স্থাপিত সকল ইক্যুইপমেন্টের তিন বছরের জন্য সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২৫,৮৮,৬৭,৭৭৪.৬০ টাকা, **বায়না মূল্যঃ** ১৪,৪৪,৩০০ টাকা, **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ৩৬ মাস। টেন্ডারটি **https://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখা যাবে। টেন্ডারদাতা/বিডদাতাদের অবশ্যই ক্লাস–III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং আইআরইপিএস পোর্টালে রেজিস্টার্ড থাকতে হবে। কেবলমাত্র রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতা/ বিডদাতারাই ই–টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ই–টেন্ডারে অংশগ্রহণের সময়ে সকল সংশ্লিষ্ট নথিপত্র অবশ্যই আপলোড করতে হবে

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এসঅ্যান্ডটি/ওয়ার্ক/২০–২০২৫ তারিখঃ ১৮.০৬.২০২৫

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রা শুরু করা ০২টি যাত্রিবাহী ট্রেনের ০২টি এসএলআর কামরা এবং ট্রেন নং ১২৩৭১/৭২-তে ০১টি আরটিভিপি কামরায় পার্সেল স্পেস লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রা শুরু করা ০২টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০২টি এসএলআর কামরা এবং ট্রেন নং ১২৩৭১/১২৩৭২-তে ০১টি আরটিভিপি কামরায় পার্সেল স্পেস লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত অহস্তান্তরযোগ্য অকশন ক্যাটালগ **www.ireps. gov.in**-তে পাওয়া যাবে। **www.ireps.gov.in**-তে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে এই ই-অকশনের জন্য বিডিং জমা করা যাবে। ই-অকশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে হলে, ব্যবসায়ীদের **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে একবারের জন্য রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের ক্লাস-৩ ডিজিটাল সিগনেচার অবশ্যই নিতে হবে। **অকশন ক্যাটালগের বিস্তারিত বিবরণ : ● অকশন ক্যাটালগ নং :** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল২৫-৬এফ। **কামরা :** ০২টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০২টি এসএলআর কামরা এবং ট্রেন নং ১২৩৭১/১২৩৭২-তে ০১টি আরটিভিপি। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়:** ২৫.০৬.২০২৫, দুপুর ১টা।

(HWH-148/2025-26) **সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া**

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পরবর্তী প্রজন্মের জয়ধ্বনি বাংলার ক্রিকেটে! অভিষেক দুই প্রাক্তন ক্রিকেটার পুত্রের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলার ক্রিকেটে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল এবারের বেঙ্গল টি-টোয়েন্টি লিগে। রাজ্যের এক প্রাক্তন তারকা ক্রিকেটার লক্ষ্মীরতন শুক্লার ছেলে অগোস্ত শুক্লা অ্যাডামাস হাওড়ার হয়ে ক্রিকেটের এই মর্যাদাপূর্ণ মঞ্চে পা রাখলেন। অন্য দিকে অন্যদিকে বাংলার আর এক প্রাক্তন ক্রিকেটার সৌরাশিস লাহিড়ীর ছেলে শ্রেয়াংস লাহিড়ী বাংলার আন্ডার - ১৪ লিগে অভিষেক ঘটালো। তাঁদের এই অভিষেক শুধু তাঁদের পরিবারেই নয়, বাংলার ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যেও উদ্দীপনা ছড়িয়ে দিয়েছে। দু'জনেই ছোট থেকেই ক্রিকেটের পরিবেশে বড় হয়েছেন। বাবার মতো তাঁরাও ব্যাট-বলের প্রতি ভালোবাসা পেয়েছেন উত্তরাধিকার সূত্রে। অগোস্ত ও শ্রেয়াংস- দু'জনেই কঠোর পরিশ্রম আর প্রতিভার জোরে নিজের জায়গা করে নিচ্ছেন। তাঁদের খেলার মধ্যে সেই ক্রিকেট সংস্কৃতির ছাপ দেখা যাচ্ছে, যা তাঁদের বাবারা একসময় ময়দানে রেখে গিয়েছিলেন। এই ঘটনা বাংলার ক্রিকেটের আগামী দিনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা দেখছে, কিভাবে ক্রীড়াবিদ পিতার অনুপ্রেরণায় তাঁর সন্তান ক্রিকেটকে পেশা হিসেবে বেছে নিচ্ছে। শুধু বিখ্যাত বাবার পরিচয়ে নয়, নিজের দক্ষতায় নিজের পরিচিতি তৈরি করছে। এতে প্রমাণ হচ্ছে, খেলার জগতে সফল হতে গেলে শুধুমাত্র নাম নয়, চাই কঠোর অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা। বেঙ্গল টি-টোয়েন্টি লিগ এখন শুধু প্রতিযোগিতা নয়, বাংলার তরুণ প্রতিভাদের জন্য এক বড় মঞ্চ। এই লিগেই নিজেদের প্রথম বড় সুযোগ পাচ্ছেন অনেক উঠতি ক্রিকেটার। তাদের মধ্যে অগোস্ত শুক্লার অংশগ্রহণ বাকিদের আরও উৎসাহ দিচ্ছে। তাঁদের দেখে অনেকেই বুঝতে পারছে যে সুযোগের দরজা সবার জন্যই খোলা, যদি যোগ্যতা ও ইচ্ছা থাকে।সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে, এই দুই তরুণ ক্রিকেটারের উপস্থিতি বাংলার ক্রীড়াক্ষেত্রে এক নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে। তাঁরা শুধু তাঁদের বাবাদের উত্তরাধিকার বহন করছেন না, নিজেদের স্বপ্নও গড়ে তুলছেন। তাঁদের এই যাত্রা আগামী প্রজন্মকে আরও বেশি করে খেলাধুলার দিকে টানবে এবং বাংলার ক্রিকেট ভবিষ্যতে আরও সমৃদ্ধ হবে, এটাই আশাবাদ।

পরের বছর আইএসএল আয়োজন নিয়ে অনিশ্চয়তা

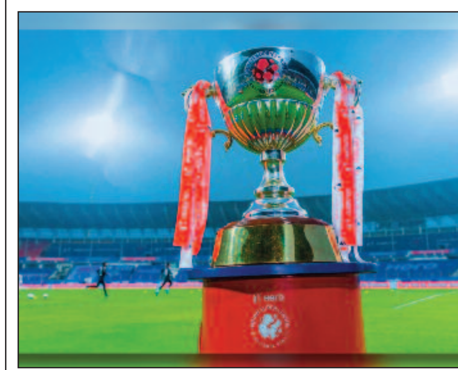

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দেশের সর্বোচ্চ ফুটবল লিগ নিয়ে হঠাৎই জল্পনা শুরু হয়েছে। পরের বছর আইএসএল আয়োজন নিয়ে অনিশ্চয়তা। এআইএফএফ প্রকাশিত বার্ষিক ফুটবল ক্যালেন্ডারে আইএসএলের* দিনক্ষণ নেই। এরপর থেকেই ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে আইএসএলের ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা শুরু হয়। আইএসএলের আয়োজক সংস্থা ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড (এফএসডিএল) এবং সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার (এআইএফএফ) মধ্যে এখনও নতুন করে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি। চুক্তি স্বাক্ষরিত নাহলে আইএসএল আয়োজন করা সম্ভব নয়।

২০১০ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তি চলতি মাসের ডিসেম্বরে শেষ হয়ে যাচ্ছে। গত সপ্তাহেই এফএসডিএল আইএসএলের বিভিন্ন ক্লাবের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিল। সেই আলোচনায় এফএসডিএলের তরফে স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে, ফেডারেশনের সঙ্গে চুক্তি না হলে আইএসএলে বিনিয়োগ নিয়ে তারা নিশ্চয়তা দিতে পারছে না। সম্প্রতি ফেডারেশন কর্তাদের সঙ্গেও বৈঠকে বসেছিলেন এফএসডিএল কর্তারা। একটি মুম্বইয়ে, একবার বৈঠক হয়েছিল দিল্লিতে। তবে আপাতত সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপর ঝুলে রয়েছে এই চুক্তির ভাগ্য। ফেডারেশনের সংবিধান নিয়ে সর্বোচ্চ আদালত যতক্ষণ না রায় জানাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এফএসডিএলের সঙ্গেও চুক্তি স্বাক্ষর করা যাবে না। ১৫ বছর আগে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী, এফএসডিএল প্রতি বছর ৫০ কোটি টাকা বা আয়ের ২০ শতাংশ দিয়েছে ফেডারেশনকে। যদিও আইএসএল আয়োজন করতে গিয়ে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে এফএসডিএল-কে। ফলে এফএসডিএল চাইছে নতুন একটি হোল্ডিং কোম্পানি তৈরি করতে, যারা আইএসএল চালাবে। এই বিষয়ে ফেডারেশন বেঁকে বসে। আপাতত, ১৪ জুলাই শীর্ষ আদালত খোলার পর ফেডারেশনের সংবিধান নিয়ে চূড়ান্ত রায় এসে যাবে। ততদিন পর্যন্ত ঝুলে থাকল আইএসএলের ভাগ্য।

ম্যানচেস্টার সিটি জয় পেল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ফ্লোরিডা: ক্লাব বিশ্বকাপের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটি বুধবার রাতে তাদের শিরোপা ধরে রাখার মিশন শুরু করলো মরক্কোর ক্লাব উইদাদদের বিপক্ষে ২-০ গোলে জিতে।

২০২২ সালে আফ্রিকান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতার জন্য মরক্কোর ক্লাব উইদাদ এবার ক্লাব বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ পেয়েছে।

ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটে ম্যানচেস্টার সিটিকে এগিয়ে দেন ফিল ফোডেন। ৪২ মিনিটে সিটি দ্বিতীয় গোলটি পায়। গোলটি করেন জেরেমি ডকু। দ্বিতীয় হাফে কোনো গোল হয়নি।

'জি' গ্রুপে পরের ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ক্লাব আল আইনের বিপক্ষে খেলবে সিটি। খেলাটি হবে আগামী সোমবার।

ইংল্যান্ডের মাটিতে দুটো টেস্ট জিততে পারলেই ইতিহাস গড়বেন শুভমান

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন সিরিজে ভারত এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে পাঁচটি টেস্ট ম্যাচ হবে, যার শুরুটা হবে শুক্রবার থেকে। এই ৫টি টেস্টের মধ্যে যদি শুভমানের অধিনায়কত্বে ভারত দুটো টেস্ট ম্যাচ জিততে পারে, তাহলেই শুভমান ভেঙে ফেলতে পারবেন রাহুল দ্রাবিড়, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, মহেন্দ্র সিং ধোনি এবং অজিত ওয়াদেকরের রেকর্ড। কারণ এরা প্রত্যেকে ১টা করে টেস্ট ম্যাচ জিতেছেন।

আর যদি শুভমানের নেতৃত্বে ভারত তিনটে টেস্ট ম্যাচে জিততে পারে তাহলে কপিল দেবকে তিনি টেক্কা দিতে পারবেন। কারন কপিলের নেতৃত্বে ভারত জয় পেয়েছে জোড়া টেস্টে।

আর প্রথম সিরিজেই বিরাট কোহলির রেকর্ডও ভেঙে দিতে পারবেন শুভমান যদি পাঁচ ম্যাচের মধ্যে চারটেতে জিততে পারেন। কারন বিরাটের নেতৃত্বে ভারত ইংল্যান্ডের মাটিতে তিনটে টেস্ট ম্যাচ জয় পেয়েছিল।

প্রথম টেস্টের ২৪ ঘণ্টা আগে চোট পেলেন ভারতীয় তারকা ব্যাটার করুণ নায়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন: হেডিংলেতে টেস্ট ম্যাচের ঠিক ২৪ ঘণ্টা আগে ভারতীয় ক্রিকেট শিবিরে চোটের এক ঝটকা। সাত বছর পরে টেস্ট দলে ফেরা করুণ নায়ার অনুশীলনের সময় চোট পান। বুধবার নেটে অনুশীলন করার সময় প্রসিদ্ধ কৃষ্ণর একটি জোরালো বল করুণের পাঁজরে লাগে। ব্যথায় কুঁকড়ে যান করুণ। তবে বড়সড় চোট নয় বলেই প্রাথমিক রিপোর্টে জানানো হয়েছে। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তাঁকে আবার ব্যাট করতেও দেখা যায়, যা স্বস্তির খবর। সব কিছু ঠিক থাকলে হেডিংলেতে শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া টেস্টে প্রথম একাদশে দেখা যেতে পারে করুণকে। নেট সেশনে তিনি বেশ আত্মবিশ্বাসী ছিলেন বলেই জানা গিয়েছে। করুণের তিন নম্বরে খেলার সম্ভাবনাও জোরদার হয়েছে, কারণ বুধবারের প্র্যাকটিসে সাই সুদর্শনকে খুব একটা ছন্দে দেখা যায়নি। বিশেষ করে জসপ্রীত বুমরাহর বল সামলাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে তাঁকে।

বুধবার থেকেই হেডিংলেতে ভারতীয় দল পূর্ণ উদ্যমে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে। কোচ গৌতম গম্ভীর, যিনি মায়ের অসুস্থতার কারণে কিছুদিন দেশে ছিলেন, তিনিও ফিরে এসে দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে দেখা গিয়েছে ভারতীয় দলকে। ওপেনিংয়ে যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে নামেন কে এল রাহুল। এরপর তিনে ব্যাট করতে যান শুভমান গিল, আর চারে ঋষভ পন্থ।তবে প্র্যাকটিস শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পন্থ জানান, চারে গিল এবং পাঁচে তিনি নিজেই ব্যাট করবেন। অর্থাৎ তিন নম্বর জায়গাটি এখনও নিশ্চিত নয়। এই অবস্থায় করুণ নায়ারকেই তিন নম্বরে দেখা যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট এখনও পর্যন্ত ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে চূড়ান্ত কোনও ঘোষণা না করলেও আন্দাজ করা যাচ্ছে- ওপেনিংয়ে রাহুল ও যশস্বী, তিনে করুণ নায়ার, চারে গিল, আর পাঁচে পন্থ। করুণ নায়ারের চোট গুরুতর না হওয়ায় কিছুটা স্বস্তিতে টিম ইন্ডিয়া। তাঁর প্রত্যাবর্তন ও ব্যাটিং অর্ডারে অবস্থান নিয়ে এখন উত্তেজনার পারদ চড়ছে হেডিংলেতে।

আল-হিলালের বিপক্ষে জিততে পারল না রিয়াল মাদ্রিদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ফ্লোরিডা: ফ্লোরিডার মায়ামি গার্ডেন্সে বুধবার রাতে রিয়াল মাদ্রিদকে ১-১ গোলে রুখে দিয়েছে আল-হিলাল।

দুটি গোলই হয়েছে ম্যাচের প্রথমার্ধে। গন্সালো গার্সিয়া রিয়াল মাদ্রিদকে এগিয়ে নেওয়ার পর সমতা টানেন রুবেন নেভেস। শেষ দিকে ভালভের্দের পেনাল্টি আটকে দিয়ে দলকে গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্ট এনে দেন মরক্কান গোলরক্ষক ইয়াসিন বোনো।

এর ফলে হতাশায় মাঠ ছাড়ে ইউরোপের রেকর্ড চ্যাম্পিয়নরা। রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে সমানে সমান লড়াই করেছে আল হিলাল। দলের বেশিরভাগ ফুটবলারই বেশ অভিজ্ঞ এবং ইউরোপে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে।

প্রথমে আল হিলালের প্রবল আক্রমণ বিপর্যস্ত ছিল রিয়াল মাদ্রিদ। অবস্থা সামলে ৩৪ মিনিটে গোল করে এগিয়ে যায় রিয়াল। রদ্রিগোর দারুণ এক পাস থেকে গোল করেন স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড গন্সালো গার্সিয়া। তবে সমতায় ফিরতে দেরি করেনি ইনজাঘির দল। ৪১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে আল হিলালকে সমতায় ফেরান রুবেন নেভেস।

দ্বিতীয় হাফে পুরোটাই আধিপত্য বিস্তার করে গোলের দেখা পায়নি রিয়াল। তবে ম্যাচ জয়ের সুবর্ণ সুযোগ তারা পেয়েছিল ৮৭ মিনিটে। ফ্রান গার্সিয়াকে ডি-বক্সে ফাউল করলে রিয়াল পেনাল্টি পায়। ভালভের্দের নেয়া পেনাল্টি শটটি আটকে দেন আল হিলালের গোলরক্ষক বোনো।

হকি ইন্ডিয়া এবং তামিলনাড়ু সরকারের মধ্যে মউ স্বাক্ষর, ২০২৫ সালের পুরুষদের জুনিয়র বিশ্বকাপের অফিসিয়াল লোগো উন্মোচন

নিজস্ব প্রতিবেদন, চেন্নাই: হকি ইন্ডিয়া এবং তামিলনাড়ু সরকার বৃহস্পতিবার একটি সমঝোতা স্মারক (মউ) স্বাক্ষর করেছে এবং রাজ্যে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া পুরুষদের জুনিয়র বিশ্বকাপ ২০২৫-এর অফিসিয়াল লোগো উন্মোচন করেছে। আন্তর্জাতিক হকি টুর্নামেন্টের এই ১৪তম সংস্করণ ২৮ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত চেন্নাই এবং মাদুরাইতে অনুষ্ঠিত হবে এবং অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা ১৬ থেকে বেড়ে ২৪ হবে।

টুর্নামেন্টের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিটি শহরে ১২টি দল অংশগ্রহণ করবে এবং সেমিফাইনাল এবং ফাইনালের জন্য রাজধানীর মেয়র রাধাকৃষ্ণণ স্টেডিয়াম ঠিক করা হয়েছে। তামিলনাড়ুর উপ-মুখ্যমন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিন ঘোষণা করেছেন যে রাজ্য সরকার টুর্নামেন্ট পরিচালনার জন্য ৬৫ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে।

পরপর দুটি হাই-প্রোফাইল হকি ইভেন্ট (২০২৩ সালে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং ২০২৫ সালে জুনিয়র বিশ্বকাপ) আয়োজন তামিলনাড়ু রাজ্য সরকারের আয়োজনে উৎকর্ষতা এবং সহায়তার প্রমাণ," হকি ইন্ডিয়ার মহাসচিব ভোলা নাথ সিং বলেছেন।

স্প্যানিশ গোলরক্ষক গার্সিয়াকে ৬ বছরের চুক্তিতে দলে টানল লা লিগা চ্যাম্পিয়নরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বার্সিলোনা: সবকিছুই ঠিকঠাক ছিল। বাকি ছিল শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। সেটাই হল বুধবার। নগর প্রতিদ্বন্দ্বী এস্পানিওল থেকে স্প্যানিশ গোলরক্ষক হুয়ান গার্সিয়াকে ছয় বছরের চুক্তিতে দলে টানল বার্সিলোনা।

লা লিগা চ্যাম্পিয়নরা বুধবার এক বিবৃতিতে জানায়, রিলিজ ক্লজের ২ কোটি ৫০ লাখ ইউরো মিটিয়ে ২৪ বছর বয়সী এই ফুটবলারকে নিয়েছে তারা।

আগামী শুক্রবার তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিতে সই করবেন বলে জানানো হয়েছে ক্লাবের পক্ষ থেকে। চুক্তির মেয়াদ ২০৩১ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত। সামাজিক মাধ্যমে এ দিন তিনি এস্পানিওল ছাড়ার ঘোষণা করেন। এর ঘন্টা খানেক পরই তাকে দলে নেওয়ার কথা জানায় বার্সিলোনা।

প্যারিস ডায়মন্ড লিগ ২০২৫ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন নীরজ চোপড়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুরুষদের জ্যাভলিনের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন নীরজ চোপড়া ২০ জুন (ভারতীয় সময় অনুসারে ২১ জুন) স্টেড সেবাস্তিয়ান-চার্লেটিতে নির্ধারিত প্যারিস ডায়মন্ড লিগ ২০২৫- এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ।

আট বছরের পর নীরজ প্যারিস ডায়মন্ড লিগে অংশগ্রহণ করবেন, শেষবার অংশ নিয়েছিলেন ২০১৭ সালে।

প্যারিস ডায়মন্ড লিগ ২০২৫ পুরুষদের জ্যাভলিন ইভেন্টে নীরজের প্রতিদ্বন্দি ছয় জন ক্রীড়াবিদের একটি প্রাথমিক তালিকা বুধবার প্রকাশ করা হয়েছে। নীরজ কাদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তা নিচে দেওয়া হল।

জুলিয়ান ওয়েবার

জুলিয়ান ওয়েবার এই মরশুমে নীরজ চোপড়ার সবচেয়ে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বী। ২০২৫ সালের দোহা ডায়মন্ড লিগে, নীরজ ৯০.২৩ মিটার ব্যক্তিগত সেরা ছুঁড়েছিলেন, কিন্তু ওয়েবার ৯১.০৬ মিটার করে জয়লাভ করতে সক্ষম হন। জার্মান এই খেলোয়াড় চোরজোতেও নীরজকে পিছনে ফেলে দেন, ৮৬.১২ মিটার নিয়ে নীরজের ৮৪.১৪ মিটারের সাথে জয়লাভ করেন। বর্তমান ফর্মের ভিত্তিতে, প্যারিস ডায়মন্ড লিগে ওয়েবার ভারতীয় তারকার সবচেয়ে বড় হুমকি হিসেবে রয়ে গেছেন।

অ্যান্ডারসন পিটার্স

জানুস কুসোচিনস্কি মেমোরিয়ালে নীরজ চোপড়া অ্যান্ডারসন পিটার্সকে তৃতীয় স্থানে ঠেলে দেন এবং ২০২৫ সালের প্যারিস ডায়মন্ড লিগে তার প্রতিশোধ নেওয়ার লক্ষ্য থাকবে। যদিও সম্প্রতি তিনি বড় ইভেন্টে শীর্ষে উঠতে পারেননি, তবুও পিটার্স এখনও একজন বড় হুমকি। ২০২২ সালে দোহায় তার ৯৩.০৭ মিটার ব্যক্তিগত সেরা অর্জন করা হয়েছিল এবং ২০২৪ সালের প্যারিস অলিম্পিকে তিনি নীরজের পিছনে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন।

কেশর্ন ওয়ালকট

ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর দুইবারের অলিম্পিক পদকজয়ী কেশর্ন ওয়ালকট ২০১২ লন্ডন গেমসে স্বর্ণ এবং ২০১৬ রিওতে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। তিনি ২০১৪ সালে গ্লাসগোতে কমনওয়েলথ গেমসেও রৌপ্য জিতেছিলেন। ওয়ালকট হলেন প্রথম ক্যারিবিয়ান পুরুষ এবং আফ্রিকান বংশোদ্ভূত প্রথম ক্রীড়াবিদ যিনি থ্রোয়িং ইভেন্টে অলিম্পিক স্বর্ণ জিতেছিলেন। ৯০.১৫ মিটারের তার ব্যক্তিগত সেরাটিও জাতীয় এবং আঞ্চলিক জুনিয়র রেকর্ড।

জুলিয়াস ইয়েগো

জুলিয়াস ইয়েগো একজন কেনিয়ার ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড অ্যাথলিট, অলিম্পিক রৌপ্যপদক বিজয়ী এবং একজন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। ২০১৪ সালে, তিনি প্রথম কেনিয়ান হিসেবে কমনওয়েলথ গেমসের ফিল্ড ইভেন্টে স্বর্ণপদক জিতেছিলেন। এক বছর পরে, তিনি ৯২.৭২ মিটার ব্যক্তিগত সেরা অর্জনের মাধ্যমে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণ জিতেছিলেন - ফিল্ড ইভেন্টে প্রথম কেনিয়ান হিসেবে। ইয়েগো ২০১৬ সালের রিও অলিম্পিকেও রৌপ্য জিতেছিলেন।

লুইজ মরিসিও দা সিলভা

ব্রাজিলিয়ান ২০২৩ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিয়েছিলেন কিন্তু ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হন।

৩০শে জুন, ২০২৪ তারিখে, সিলভা সাও পাওলোতে অনুষ্ঠিত ব্রাজিল ট্রফিতে অংশগ্রহণ করেন, যেখানে তিনি ৮৫.৫৭ মিটার ছুঁড়ে দক্ষিণ আমেরিকার রেকর্ড ভেঙে দেন। এই ছুঁড়ে তিনি প্যারিসে ২০২৪ গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকের জন্যও যোগ্যতা অর্জন করেন।

প্যারিসে, যোগ্যতা অর্জনে তার সেরা থ্রো ছিল ৮৫.৯১ মিটার (এটিও তার ব্যক্তিগত সেরা), যা দ্বিতীয়বারের মতো দক্ষিণ আমেরিকার রেকর্ড ভেঙে ষষ্ঠ স্থানে থেকে ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। ফাইনালে, তার পারফরম্যান্স হ্রাস পায় এবং তিনি ৮০.৬৭ মিটারের সাথে ১১তম স্থান অর্জন করেন, যা অলিম্পিকে ব্রাজিলের ইতিহাসে সেরা রেকর্ডের সমান।

আন্দ্রিয়ান মারদার

আন্দ্রিয়ান মারদার মলদোভার প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ২০১৭ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করেন কিন্তু ফাইনালের জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি। তিনি ২০১৭ সালের ইউরোপীয় অনূর্ধ্ব-২৩ চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিলেন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**